ইরানের বিপ্লব

আহমদ আনিসুর রহমান

ইরানের বিপ্লব

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইরানের বিপ্লব

আহমদ আনিসুর রহমান

প্রেষণা পাবলিশারস

www.pathagar.com

ঘ

A. A. Rehman, IRANER VIPLAB (Bengali ; *THE IRANIAN REVOLUTION*).

Published by *PRESCHONNA PUBLISHERS*, Pyari Dass Road, Dacca-1, Bangladesh.

First Edition : May 30, 1979.

Printed from the Provincial Press under auspices of Desh Printographers, 91 Swami Bagh Lane, Dacca-1, Bangladesh.

Distributor : Sikder Book House, Pyari Dass Road, Dacca-1, Bangladesh.

[c] A. A. Rehman, 1979.

CONTENTS : Prabeshak (: Preface).

1. Aryaloke Asthirata (: Unrest in Iran). 2. 'Viplabi' Iraner Abhyantareen Byabastha (: Iranian Revolution—The Domestic System). 3. Sambhabya Pararashtra Samparka (: Potential Foreign Relations). 4. Antah-Viplab : Antard-vanda (: Intra-Revolutionary Contradictions). 5. Upasamhar : Afrika O Eshiay Viplabi prachestar Janya Shiksha (: Epilogue—Lessons for Revolutionary Movements in Africa and Asia).

Parishishta - K : Kichhu Klarifikeshan (Appendix - A : Some Clarifications). Parishishta - Kh : Viplaber Uusha—Kalapanji (Appendix - B : Dawn of the Revolution—Chronology).

ABSTRACT :

The Shah's programme of modernization, which has been synonymous with a superficial westernization reforms, could bring not enough of tangible fruits for the greater masses. Plus, they brought in broad contradictions in terms of value system. The result has been social tension, which

www.pathagar.com

catalysed by Islamic political thought, has led to the Iranian Revolution of 1979.

The 'Islamic Republic' of Iran, theoretically is likely to be an experiment in politics as well as economics. It is likely to be neither a pure democratic Republic, nor an orthodox socialist totalitarian system. In economics, it is likely to have scope for neither 'big capital' nor collectivisation. It is likely to build neither capitalism, nor communism.

Foreign Relations of the Republic are likely to be formulated in view of both pragmatic considerations and doctrinal preconditions. Main features to be expected are : assertive non-alignment, concern for Islamic solidarity, protection of Moslem minorities and support of revolutionary movements. Policy towards other Moslem states and Moslem movements may range from revolutionary adventurism comparable to that of Libya, to peaceful paternalism comparable to that of Saudi Arabia. The Republic is likely to be interested in maintaining good relations with both the West and the USSR.

The role of the indigenous value system as a component of the psychological 'terrain' for the revolutionary war/ counter-insurgency measures has not been given adequate attention by both the revolutionary movements and the counter-insurgency authorities in Asia and Africa—but, the former to a greater degree. This situation requires rectification for greater success in revolutionary struggle/ counter-insurgent strategy in this area.

www.pathagar.com

ইরানের বিপ্লব ।। আহমদ আনিসুর রহমান

প্রকাশক : শামীম এ. এম. এইচ. ইমতিয়াজ, প্রেষণা পাবলিশারস,
পিয়ারী দাশ রোড, ঢাকা-১

[স্ব] আহমদ আনিসুর রহমান

প্রথম সংস্করণ : ৩০ মে ১৯৭৯ ।। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী : সৈয়দ লুতফুল হক

মুদ্রক : দেশ প্রিন্টোগ্রাফার্স, ৯১ স্বামীবাগ লেন, ঢাকা-১
এর তত্ত্বাবধানে প্রভিন্সিয়াল প্রেস, ঢাকা

একমাত্র পরিবেশক : সিকদার বুক হাউস, ২৪ পিয়ারী দাশ রোড, ঢাকা ১

মূল্য : সাত টাকা মাত্র

শেষ মলাটের ছবি : আয়াতুল্লাহ রুহোল্লা খোমেনী

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যাদের মুখ না দেখলে
কোন কাজেই মন বসতে
চায় না, আমার
সেই পরিবার ও
প্রিয়জনকে

www.pathagar.com

লেখাক্রম ।। প্রবেশক ৫। মানচিত্র ৮। ১. আর্যলোকে অস্থিরতা ৯। ২. 'বিপ্লবী' ইরানের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ১৫। ৩. সম্ভাব্য পররাষ্ট্র সম্পর্ক ২৯। ৪. আন্তঃবিপ্লব : অন্তর্দ্বন্দ্ব ৩৫। ৫. উপসংহার : আফ্রিকা ও এশিয়ায় বিপ্লবী প্রচেষ্টার জন্য শিক্ষা ৪২। পরিশিষ্ট-ক/কিছু ক্লারিফিকেশন ৫৮। পরিশিষ্ট-খ/বিপ্লবের উষা : কালপঞ্জী ৮০ ।।

www.pathagar.com

প্রবেশক

অল্প কিছুদিনের জন্যে, কিছুটা ছুটি কাটাতে ও কিছুটা কাজে, এ বছরের শুরুর দিকে আমাকে ঢাকায় কাটাতে হয়। এই সময়ই ইরানের পরিস্থিতি, যা গত বছরের শেষার্ধ থেকেই সংকটজনক হয়ে উঠছিল, তা বিপ্লবে উপনীত হয়। বেশ কিছু কাল, বিশেষ করে বিগত প্রায় দু'বছর ধরে আমার পড়াশোনা ও গবেষণাগত আগ্রহের সাধারণ বিষয়বস্তু, বিপ্লব ও বিপ্লবী প্রচেষ্টার সঙ্গে এই পরিস্থিতির একটি সাক্ষাত সম্পর্ক থাকায় স্বাভাবিকভাবেই আমি এ বিষয়ে মনোযোগী হয়ে পড়ি। এমতাবস্থায় সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'র আন্তর্জাতিক বিষয়ক কলামে আমাকে কিছু লিখতে বলা হলে আমি ইরানের বিপ্লবী পরিস্থিতিটি সংক্রান্ত আমার পড়াশোনা ও বিশ্লেষণের ফসলটিকে এই কলামের জন্যে চারটি ভিন্ন কিন্তু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত প্রবন্ধের আকারে রচনা করি। এই চারটি প্রবন্ধ ও একটি উপসংহারীয় অধ্যায় নিয়ে পাঁচ অধ্যায় বিশিষ্ট বর্তমান পুস্তকটি তৈরী হয়েছে।

ঘটমান ইতিহাস তথা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে লিখবার একটি প্রধান অসুবিধে হলো, গবেষণার নির্ভরযোগ্য মাল-মশলার অপ্রতুলতা। এই পুস্তকের অধ্যায়গুলো রচিত হয়, যখন বিপ্লব বা বিপ্লবের অব্যবহিত পরের যেই সব ঘটনা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে, তা সংঘটিত হবার উপক্রম করেছে বা কেবল সংঘটিত হয়েছে, তখন। এমতাবস্থায় এই অধ্যায়গুলো রচনার জন্যে ইরানের অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির ভেতর থেকে নানাবিধ স্বার্থে নানারূপ রঙ চড়িয়ে পরিবেশন করা তথ্যের যা কিছু ছিটেফোঁটা পাওয়া গেছে, তার ওপরই বহুলাংশে নির্ভর করতে হয়েছে। তবে, এই বিশ্লেষণের জন্যে ইরানের বিপ্লব-জনিত ও বিপ্লব-পূর্ববর্তী অবস্থা সম্পর্কে আমার ধারণাটি অবশ্যই এই ছিটে-ফোঁটা তথ্যমাত্রের ওপর ভিত্তি করে তৈরী হয়নি। ইরানে একটি বিপ্লব

www.pathagar.com

আসন্ন—এইরূপ একটি ধারণার বশবর্তী হয়ে ১৯৭৮-এর শুরুর দিকে কোন এক সময় থেকে আমি ইরানের বিপ্লবী পরিস্থিতি ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে গবেষণার বিষয় সংগ্রহ ও সে সম্পর্কে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে শুরু করি। এর পূর্বেও বেশ দীর্ঘকাল ধরেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্র, ও পরে শিক্ষক হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মতই ইরানকে নিয়েও পড়াশোনা করেছি। বর্তমান বিশ্লেষণ-প্রচেষ্টাটি এই সব গবেষণামুখীন প্রচেষ্টা ও অধ্যয়ন দ্বারা উপকৃত হয়েছে।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এটাও সম্ভবত পরিষ্কার হয় যে, সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'র মত একটি মোটামুটি 'সর্বজনপাঠ্য' পত্রিকার জন্যে লেখা হলেও এই পুস্তকের অধিকাংশ তথা প্রথম চারটি অধ্যায় নিছক সাংবাদিকতাসুলভ সংবাদ পারক্রমা জাতীয় কিছু নয়। তবে মুখ্যতঃ গবেষণা-নির্ভর রচনা হলেও পুস্তকটিকে অধিক সংখ্যক পাঠকের নিকট সহজবোধ্য করে তুলবার জন্যে এর ভাষাকে যতদূর সম্ভব সরল রেখেছি। পুস্তকটির এই সংস্করণে এর রচনায় তথ্যের সূত্রনির্দেশক কোন পাদটীকা মুদ্রিত হয়নি; একটি অনিবার্য কারণেই তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই কাজের জন্যে আমি যে সব মাল-মশলা ব্যবহার করেছি, তার অধিকাংশই ক্যানবেরায় রক্ষিত আমার সংশ্লিষ্ট ফাইলসমূহে বিধৃত; পুস্তকটি রচনাকালে ঢাকায় তা হস্তগত হওয়ার কোন উপায় ছিল না। পরবর্তী সংস্করণে পাদটীকা সংযোজন করবার আশা রাখি। তার পূর্বে কোন গবেষণাগত প্রচেষ্টায় বা পড়াশোনার জন্যে এই পুস্তকে প্রকাশিত কোন বিষয় সংক্রান্ত কোন রেফারেন্সের দরকার হলে তার জন্যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণটিতে এই অধ্যায়গুলোর পরিবর্ধন ও অধিকতর পরিমার্জনার আশাও রাখি।

প্রসঙ্গত, অতি ব্যস্ততার দরুণ শেষ অধ্যায় ও পরিশিষ্ট অংশের প্রুফ দেখে আসতে পারিনি বলে তাতে কিছু ছাপার ত্রুটি থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, এর জন্যে আমি দুঃখিত।

১৯৭৮-এর কোন এক সময় বন্ধুবর, আফগানিস্তানের ডঃ আমীন সায়কলের সঙ্গে একটি সেমিনারে ইরানের বিপ্লবী আন্দোলন ও তার ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে

www.pathagar.com

কিঞ্চিৎ মতবিরোধই আমাকে বিশেষভাবে এই বিষয়ে গবেষণার মাল-মশলা সংগ্রহে উৎসাহিত করে। পরোক্ষভাবে হলেও, তাই পুস্তকটি রচনার পেছনে এইভাবে তাঁর অবদান আছে। পরবর্তী পর্যায়ে উপরোক্ত মাল-মশলা যোগাড়েও তিনি আমাকে কিছুটা সহায়তা করেন। নাইরোবীতে নিযুক্ত কমোরো সাধারণতন্ত্রের মহামান্য রাষ্ট্রদূত এ. এ. নোরদীনও আমাকে মাল মশলার কিছু সূত্রের সন্ধান দিয়ে আমার এ কাজে সহায়তা করেন। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

'বিচিত্রা'র বন্ধুবর শাহরিয়ার কবীরের উৎসাহেই আমি 'বিচিত্রা'য় প্রথম লিখতে শুরু করি ও সেই সূত্র ধরে চন্দন সরকারের সধৈর্য তাগাদার কলেই পুস্তকের প্রথম চারটি অধ্যায় লেখা সম্ভব হয়।

'দেশ প্রিন্টোগ্রাফার্স' অসাধারণ সহমর্মিতা প্রদর্শন করে পাণ্ডুলিপিটির মুদ্রণ সমাপ্ত করেছেন। বন্ধুবর শাহরিয়ার কবীরের পরিকল্পনায় শিল্পী সৈয়দ লুতফুল হক প্রচ্ছদ এঁকে দিয়ে এর পাঠক সাধারণের নজরে পড়বার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করেছেন। 'প্রেষণা পাবলিশারস' এর প্রকাশনা ও 'সিকদার বুক হাউস' একমাত্র পরিবেশক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রকাশনা ও বাজারজাতকরণের দিক দুটো সম্পর্কেই আমাকে নিশ্চিন্ত হবার অবকাশ দিয়েছেন। সকলের কাছেই আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

বন্ধুবর শামীম হাসনাইন ইমতিয়াজের বিশেষ আগ্রহ ছাড়া এই মলাটে বিধৃত অধ্যায়গুলো একত্রিত হয়ে পুস্তকাকারে এত শীঘ্র বেরোনো কোনক্রমেই সম্ভব ছিলো না। তিনি তাঁর নিজের বইয়ের কাজ স্থগিত রেখে এই পুস্তকের প্রকাশনা, এমনকি সার্বিক দেখশুনের যাবতীয় ঝামেলা স্বস্কন্ধে নিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন।

সাধারণভাবে আমার শিক্ষক ও পরিবার আমার গবেষণামূলক প্রচেষ্টার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁদের কাছেও আমার ঋণ অনস্বীকার্য।

ফ্যাকাল্টি অব ইকনমিক্স
সিডনী ইউনিভার্সিটি
সিডনী, অস্ট্রেলিয়া

আহমদ আনিসুর রহমান

২১. ৪. ১৯৭৯

www.pathagar.com

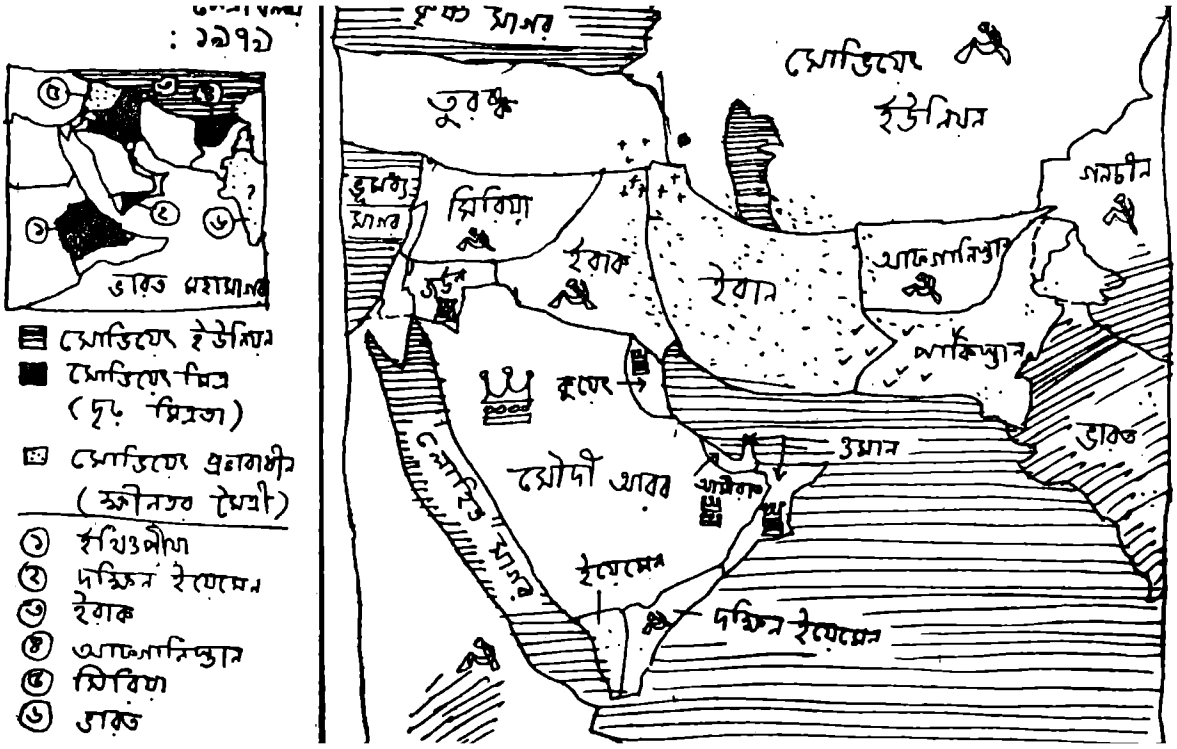

www.pathagar.com

১০ আর্যলোকে অস্থিরতা

এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি হচ্ছে ইরানে। প্রবাসী দীনহীন এক দরবেশের অঙ্গুলী হেলনে সৃষ্ট ও নির্দিষ্ট এক বিপ্লবের মুখে ধ্বসে পড়ছে এক মহাপরাক্রমশালী সম্রাটের সাজানো নিপীড়নযন্ত্র, এক বিরাট রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। জগতের সবচাইতে পরাক্রমশালী রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় থেকেও রাজ্য-হীন গৃহহীন হয়ে আশ্রয় সন্ধানে দোরে দোরে মাথা ঠুকে মরছেন সম্রাট আর নির্বাসিত সন্ন্যাসী দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন 'মহানায়ক' হয়ে। এই অনন্য প্রক্রিয়ার উৎস কি?

সাম্প্রতিক ইতিহাস-বিশ্লেষকদের জন্য এমন পাজলিং সমস্যা খুব একটা নেই। দুনিয়ায়, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বে, যত বিপ্লব বা অভ্যুত্থান ঘটে, তার উৎস সন্ধানে একটি সাধারণ সূত্র দাঁড়িয়ে গেছে এই যে, তা হয় কমিউনিস্টদের কাণ্ড, নয় সি আই এ-র ষড়যন্ত্রের ফল। হয় রুশ কীর্তিতে 'ষ্ট্যাটাস কো' নষ্ট হচ্ছে; নয় 'স্ট্যাটাস কো' পুনঃস্থাপনের জন্য মার্কিনীরা চক্রান্ত চালাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষাংশে সূচিত ঠাণ্ডা লড়াই-এ, অতিমাত্রায় প্রভাবিত পণ্ডিত ও বিশ্লেষকেরাই এই সাধারণ সূত্রটির জনক। ঘটনা-চক্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ বিষয়টি এমন দু'টো উৎস থেকে সূচিত হয় যার ঠাণ্ডা লড়াইয়ে অতিমাত্রায় প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা খুব বেশি ছিল। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ কর্মটি একদিকে পাঠ্য বিষয় হিসেবে সূচিত হয় প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর অন্যদিকে প্রচারণার মাধ্যম হিসেবে সাংবাদিকতার একটি প্রধান অস্ত্র হিসেবে সূচিত হয় সোভিয়েত প্রকাশনাসমূহে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষাংকে ইউরোপের সবগুলো বৃহৎ শক্তির ধ্বংসপ্রাপ্তিজনিত বিশ্বব্যাপী শক্তি-শূন্যতায় একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নই স্বার্থসংঘাত চালিয়ে যাওয়ার জন্য টিকে থাকে। এই অবস্থায় যে দ্বন্দ্বের জন্ম হয়, তা একটি বিশ্বব্যাপী দ্বিপক্ষীয় সংঘাতের রূপ নেয়। আর এই সংঘাতে

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষ অংশীদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত জগতের সদস্য হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের প্রথম দিককার বিশ্লেষকগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ঘটনা বিশ্লেষণে অনিবার্যভাবেই এই দ্বিপক্ষীয় সংঘাতকেন্দ্রিক দৃষ্টিভংগীর প্রাধান্য স্থাপন করেন। এর ফল হয়েছে এই যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণে একেবারে সহজভাবেই যেন প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পেছনে হয় মার্কিনী নয় রুশীয় হাত খোঁজা হয়ে থাকে। আর ইরানের বিপ্লবের ক্ষেত্রেও অনেকটা তা'ই হচ্ছে। যেহেতু ইরানের সম্রাট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশ্রিত, সেই হেতু সম্রাটবিরোধী এই বিপ্লবটি মার্কিনী কারসাজিতে হবার কথা নয়। আর যখন তা মার্কিনীদের করা নয়, তখন তা নিশ্চয়ই কমিউনিস্টদের করা। এ'ই হলো সাধারণ ধারণা।

কিন্তু এখনো পর্যন্ত যা কিছু তথ্য পাওয়া গেছে, তা থেকে কোনভাবেই এটা দাঁড় করানো যায় না যে, ইরানের এই বিপ্লবটি কমিউনিস্টদের বা সোভিয়েত ইউনিয়নের ষড়যন্ত্রের ফলে সংঘটিত হচ্ছে। ইরানের বামপন্থীরা বিপ্লবটিকে সমর্থন করছেন বটে; কিন্তু এটা তাঁরা সূচিত করেছেন, বা তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করছেন, বা এটা সোভিয়েত ষড়যন্ত্রে হচ্ছে, এই রকম কোন প্রমাণই এখনো মেলেনি। বরং যা কিছু তথ্য মিলছে, তা থেকে এটাই আঁচ করা যায় যে, বিপ্লবটির সূচনা ও নেতৃত্ব—অন্ততঃ এখনো কট্টর কমিউনিজম বিরোধী ধর্মযাজকদেরই হাতে। বিপ্লবটি সূচিত হয় ১৯৭৮ সনে একটি সরকারী পত্রিকায় ধর্মনেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনীর প্রতি কটূক্তি প্রকাশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। তা সহিংস সংঘাতের রূপ নেয় কিছুদিন পর আবাদানে "ধর্মনাশা পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রতীক"রূপে চিহ্নিত একটি ছবি প্রদর্শনকারী সিনেমা হল পুড়িয়ে ফেলার ভেতর দিয়ে। বিপ্লবের নায়ক হিসেবে ধর্মনেতা খোমেনীর ছবি ও নামই বিপ্লবের প্রধান প্রতীক ও প্রচারণার বিষয়। এবং বিপ্লবী সংঘর্ষের প্যাটার্নটিই স্থির হয়েছে শিয়া ধর্মীয় চেহলাম মিছিলকেন্দ্রিক সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে। কমিউনিস্ট নয়, কমিউনিস্ট বিরোধী ধর্মযাজক ও ধর্মপ্রভাবিত জনতাই এই বিপ্লবের হোতা ও পরিচালক।

www.pathagar.com

বরং অন্যদিকে এমন ইণ্ডিকেশন রয়েছে, যাতে মনে হয়, ইরানের ভেতরের বামপন্থীরা বিপ্লবটিকে সমর্থন করলেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কমিউনিস্টরা এখনো বিপ্লবটিকে যথাযথ সমর্থন দিয়ে উঠতে পারছে না। ১৯৬৩ সন থেকে ইরাকে রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়ে থাকলেও ইরানে বিপ্লবটি শুরু হলে বিপ্লবের নায়ক আয়াতুল্লাহ খোমেনীকে আর ইরাকে থাকতে দেয়া হয়নি। 'কমিউনিস্ট' নিয়ন্ত্রিত ইরাক ইরানের এই বিপ্লবে খুশি হয়নি। বরং কমিউনিস্ট বিরোধী উৎস থেকে উৎসারিত বিপ্লবটি যে ইরাকেও ছড়িয়ে পড়তে পারে—এই আশংকায় আশংকিত হয়েছে, খোমেনীর এই বহিস্কার সম্ভবতঃ তারই ইঙ্গিতবহ। শিয়া ধর্মনেতা হিসেবে খোমেনীর ইরাকের বিপুল সংখ্যক শিয়ার কাছেও জনপ্রিয় হয়ে উঠবার আশংকাই সম্ভবতঃ ইরাককে চিন্তিত করে তোলে।

ইরানের পশ্চিমে ইরাকের এই ভূমিকা। পূর্বে আফগানিস্তানের ভূমিকাও লক্ষ্যণীয়। বিপ্লবীদের একবিন্দু সাহায্য না করলেও বিপ্লব আয়াতুল্লাহ খোমেনীর প্রত্যাবর্তন ও চূড়ান্ত সাফল্যের সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠা মাত্র আফগানিস্তান ইরানের সীমান্তে হঠাৎ করে বিপুল সৈন্য সমাবেশ শুরু করে। এর কি অর্থ হতে পারে? সম্ভবতঃ রাজতন্ত্রের মূলোৎপাটনের পর বিদ্রোহীদের ধর্মতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে প্রতিরোধের জন্য হস্তক্ষেপের এই প্রস্তুতি। এই প্রতিরোধ সম্ভব হলে এই হস্তক্ষেপের মাধ্যমে, উৎপাটিত রাজতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে 'কমিউনিস্ট' ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাই সম্ভবতঃ এই প্রস্তুতির প্রেরণারূপে কাজ করছে।

ইরানের বিদ্রোহ কমিউনিস্টদের কাজ নয়। কমিউনিস্ট জুজুর জিগির তুলছেন ইরানের সম্রাট—তাঁর নড়বড়ে সিংহাসন রক্ষায় প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে পাশ্চাত্যকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য। এই জিগির তুলছে পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমগুলো—পাশ্চাত্যের হস্তক্ষেপের ছুতো সৃষ্টির জন্য। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন চেষ্টা করছে বিপ্লবের ফসলকে ঘরে তোলার জন্য। এ কাজ এর আগেও তারা করেছে অন্যান্য দেশে।

এই এলাকায় মার্কিনীদের হস্তক্ষেপ করাটা খুবই দরকার। কিন্তু তা কমিউনিস্ট জুজু রুখবার জন্য নয়—অন্য কারণে। সে কারণ নিয়ে আলোচনা

www.pathagar.com

একটু পরে করা যাবে। এখন আসা যাক, ইরানের এই বিপ্লবের মূল উৎসের সন্ধানে।

ইরানের এই বিপ্লবের মূল উৎসটি কি? যদি কমিউনিস্টরা নয়, তাহলে এত বড় একটা অঘটন ঘটানোর ঘটনাপটিয়সী কে বা কি? ব্যাপকভাবে বললে বলতে হয়, ইরানের জাতিসত্তা—তার সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতির বিক্রিয়ানির্ভর প্রক্রিয়া, তথা তার চিরন্তন গতিশীল অস্তিত্ব। তার অর্থনৈতিক সামাজিক কাঠামো আজ আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের নামে সম্রাটের অনুসৃত অন্ধ পাশ্চাত্যানুকরণের ফলে সৃষ্ট বহুবিধ আন্তরিক সংঘাতের চাপে জর্জরিত ও অত্যাচারের যন্ত্রে পরিণত। তার সংস্কৃতি বিদ্রোহ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এ দু'য়ের বিক্রিয়ায় বিপ্লব অনিবার্য বলেই ইরানে বিপ্লব এসেছে এবং—তা আসতে কোন বহিঃশক্তির অপেক্ষা রাখেনি।

ইরানের বর্তমান রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা বলতে পাশ্চাত্যকরণ ও মেকী উন্নয়নের চোখধাঁধানো এক চমকপ্রদ মোড়কে ধরে রাখা সমূহ সংঘাতের এক মারাত্মক সমষ্টি বুঝতে হবে। ১৯০৬ সনের শাসনতন্ত্রের ভেতর দিয়ে ইরানের আধুনিকীকরণের যে সূচনা হয়, ১৯২১-এর সামরিক অভ্যুত্থান ও তার পথ ধরে ১৯২৫ সনে ঐ অভ্যুত্থানের নায়ক রেজা শাহের সম্রাট হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার পর তাঁর ও তাঁর পরে তাঁর পুত্র, বর্তমান সম্রাট রেজা শাহ পাহলভী অনুসৃত নীতির ফলস্বরূপ তা ক্রমেই এক দ্বিমুখী সর্বনাশা প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়। এক দিকে তা পুনরায় স্বৈরতন্ত্র পাকাপোক্ত করবার কাজে অগ্রসর হয়। পূর্বের নড়বড়ে মধ্যযুগীয় স্বৈরতন্ত্রের পরিবর্তে ক্রমেই জেঁকে বসে আধুনিক কায়দাকানুন ও কলকব্জায় শক্তিমান একটি কঠিনতর স্বৈরতন্ত্র। একটি ইনেফিসেন্ট স্বৈরতন্ত্রের ইনেফিসেন্সির সুযোগ নিয়ে জনগণ যেসব স্বাধীনতা ভোগ করতে পারত, এই নতুন, এফিসেন্ট স্বৈরতন্ত্রের ভারে পিষ্ট হয়ে জনগণ তাও হারায়।

পাশ্চাত্য প্রভাবিত ও ক্রমেই পাশ্চাত্যের তাঁবেদারে পরিণত এই নতুন

www.pathagar.com

স্বৈরতন্ত্রের হাতে পড়ে ইরানের আধুনিকীকরণ পাশ্চাত্যকরণের সমার্থ হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোর চেহারার কার্বন কপিকেই উন্নয়ন বলে ধরে নিয়ে ইরানের উপর তা চাপিয়ে দেয়ার কাজ শুরু হয়। আর তা শুরু হয় অতি নির্মমভাবেই।

এই মেকী উন্নয়নে যেমন একদিকে ইরানের জনগণের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবন যাত্রার কোন উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেনি, অন্যদিকে তা কোন পূর্ণাঙ্গ ও গ্রহণযোগ্য অলটারনেটিভ না দিয়েই সমাজ ব্যবস্থা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ভেঙ্গে চুরে পিষে একাকার করে ফেলতে উদ্যত হয়। এক কথায় পাশ্চাত্যভক্ত এক তাঁবেদার রাজার হুকুমে তার সমধিক পাশ্চাত্যভক্ত মন্ত্রিগণের হাতে সমগ্র ইরানের যেন একটি জবরদস্তিমূলক প্লাষ্টিক সার্জারী শুরু হয়। এই প্লাষ্টিক সার্জারী চেহারা বদলাবার।

রাজা আর মন্ত্রীদের যে তার স্বাস্থ্য বদলাবারও কোন ইচ্ছে নেই, তা বলা যায় না। কিন্তু তা করতে গিয়েও তাঁরা দেশজ ক্ষেত্রের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য না করে পাশ্চাত্যের পরামর্শদাতার পরামর্শানুযায়ী পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতাকে ইরানের ক্ষেত্রে জোর করে ফিট করবার চেষ্টা করেছেন। তার ফল?

ইরানের 'সম্রাট ও জনগণের বিপ্লব' তথা 'শ্বেত বিপ্লব' তথা কিছু সংস্কার। এই সংস্কারের একটি অতি সংক্ষিপ্ত খতিয়ান নিলেও বোঝা যাবে, তা কিভাবে ইরানের জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, বিক্ষুব্ধ করেছে ও ইরানকে প্রস্তুত করেছে বিদ্রোহের জন্য।

সম্রাটের 'সংস্কারে'র ভেতর সবচেয়ে বড় ক'টি হলো : (১) পাশ্চাত্যকরণ (২) শিল্পায়ন (৩) ভূমিসংস্কার (৪) প্রধান আঞ্চলিক সামরিক শক্তি হিসেবে ইরানের প্রতিষ্ঠা।

এই চারটি সংস্কার করেই ইরানের শাহ অনেক কিছু করে ফেলেছেন এবং এ জন্য জগত শুদ্ধ বহু নাম কুড়িয়েছেন। পাশ্চাত্য মুরুব্বীরা দূরে থাক, সোভিয়েত ইউনিয়ন পর্যন্ত এই ক'টি সংস্কারে মুগ্ধ হয়ে যেন ইরানের শাহের তারিফ না করে পারেনি। বেশ ক'বছর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরানের সংগে বেশ বড় ধরনের অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক সহযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে।

ইরানের শাহ ইরানকে মধ্যযুগ থেকে তুলে এনে বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়

www.pathagar.com

করিয়েছেন—প্রগতির পথে এটাই এক মহাপদক্ষেপ ; এটাই যেন দুনিয়া শুদ্ধু মুরুব্বীদের তারিফ সম্পন্ন চোখেমুখে ফুটে ওঠা বক্তব্য। যারা আজকের বিদ্রোহের নিন্দা করছেন, তাদেরও বক্তব্য এই যে, আহা ! বিংশ শতাব্দীতে এনে দাঁড় করানো ইরান আবার মধ্যযুগে ফিরে যাচ্ছে, কোনভাবে তাকে ঠেকাতে হয় !

কিন্তু এই সংস্কার ক'টিকে একে একে দেখা যাক। পাশ্চাত্যকরণের ফলে একদিকে ইরানের এলিট পাশ্চাত্য ধ্যানধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ডি-পলিটিসাইজড হয়েছে, নয় সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করে এককেন্দ্রিক মহাপরাক্রমশালী রাজতন্ত্রের জন্মদানের সহায়ক হয়েছে। এই এলিট ক্লাবে, বারে, বীচে রেজোর্টে সময় কাটায়, নিজের অর্থনৈতিক আখের গোটায়, ইরানে বসে পাশ্চাত্য জীবনযাপন করে আর নাচে ; রাজনীতি নিয়ে তাদের কোন চিন্তা নেই, চিন্তার দরকারও নেই। সম্রাট স্বয়ং এই জীবনধারায় অভ্যস্ত। তাঁর আশ্রয়ে এই জীবনধারা ফুলে ফলে প্রস্ফুটিত হবে, তাঁরই আশ্রয়ে এই এলিট নিরাপদ থাকবে, এই বিশ্বাসে বলীয়ান হতে পেরে এলিটটির আর রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার থাকেনি। তারা শাহকে 'ব্ল্যাঙ্ক চেক' দিয়ে নিজ নিজ মৌজে ব্যস্ত থাকতে পেরেই খুশি।

এলিটের যারা রাজনীতিতে এলো, তারা অধিকাংশই শাহের আত্মীয়। রাজতন্ত্র রক্ষা এদের প্রত্যক্ষ স্বার্থের ব্যাপার। পাশ্চাত্যকরণ তাদের রাজতন্ত্র বিরোধী গণতন্ত্রে দীক্ষিত করতে পারেনি। কিন্তু তা তাঁদের রাজতন্ত্রভক্তি তথা 'রয়ালিজম'কে পাশ্চাত্য ধারায় প্রভাবিত করে প্রাচ্যের সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে উৎখাত করে তার জায়গায় পাশ্চাত্যের এবসল্যুট এককেন্দ্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেছে। আগে সামন্ত নির্ভর সম্রাট ছিলেন দুর্বল আর পরস্পর সংঘাতে জর্জরিত সামন্তগণও ছিলেন দুর্বল। এক কথায়, পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থাটিই ছিল দুর্বল। তার ফলে রাষ্ট্রটি দুর্বল ছিল বটে, কিন্তু তার একটি অর্থ এইও ছিল যে, জননিপীড়নের যন্ত্রটিও ছিল দুর্বল। এই দুর্বলতার সুযোগে জনগণ যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করতে পারত। পাশ্চাত্যকরণের ফলে একদিকে এলিটের একাংশের বিরাজনৈতিকীকরণ ও অন্যদিকে তার অন্য অংশের সক্রিয় সহায়তার ভেতর দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র উৎখাত করে

www.pathagar.com

পাশ্চাত্য কায়দার এবসল্যুট স্বৈরতন্ত্র স্থাপনের ফলে ইরানের জনগণ লঘুতর মন্দের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গুরুতর মন্দের খপ্পরে পড়ে। সম্রাট ও জনগণের বিপ্লবের এই প্রথম 'সংস্কার' সম্রাট, সম্রাট পরিবার ও তার লালিত ক্ষুদ্র এলিটের সুবিধা করে দিলেও ইরানের বৃহত্তর জনগণের জন্য তা অধিকতর অত্যাচার বই আর কিছুই বয়ে আনেনি। এই সংস্কার ইরানের জনগণের জীবন দুর্বিষহতর করে বিপ্লবের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করে। পাশ্চাত্যকরণের আরো বহুবিধ ফল দেখা দেয়। তার একটি প্রধান ফল হলো, মাস লেভেলে ঈর্ষার বীজ বপন। একই দেশে এমনকি একই শহরে একদিকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দারিদ্র্যে দিনাতিপাত করে আর অন্যদিকে পাশ্চাত্যকরণের সন্তানরূপ এলিটটি পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার অঙ্গরূপ বিবিধ আধুনিক সুবিধা ভোগ করে। পাশাপাশি এই দুই জীবনযাত্রা জাতীয় পর্যায়ে এক বিপুল ঈর্ষার জন্ম দেয়। ঈর্ষা হিংসায় রূপান্তরিত হয়। হিংসা সহিংস সংঘাতের জন্ম দেয়।

পাশ্চাত্য প্রভাবের সম্ভবতঃ সবচেয়ে মারাত্মক ফল হলো ইরানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে শাসনযন্ত্র তথা শাসকশ্রেণীর সংঘাত। ইরানীরা ঐতিহ্য সমৃদ্ধই শুধু নয়, একটি ঐতিহ্যসচেতন জাতি। আর এই ঐতিহ্যের ভিত্তিরূপ যেই 'ভ্যালু সিস্টেম' বা 'মূল্যবোধ ব্যবস্থা', তা ইসলামপ্রসূত। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভিজিবল লক্ষণাদি রূপ আমদানীকৃত বার, ক্যাবারে, থিয়েটার, এগুলোকে ইরানের সাধারণ জনগোষ্ঠির কাছে তাদের সংস্কৃতির ওপর হামলা বলে মনে হয়। পাশ্চাত্যকরণকে যে তাদের এরূপ মনে হয়, তা পাশ্চাত্যকরণ শব্দটির যে ফার্সী অনুবাদ তারা করেছে, তা থেকেই বোঝা যায়। ফার্সীতে শব্দটিকে তারা বলে 'মাগরেব-জাদেগী', অর্থাৎ পাশ্চাত্যের আক্রমণজাত রুগ্নতা।

ইরানী সংস্কৃতির ওপর পাশ্চাত্যকরণের এই প্রভাব এসেছে দু'ভাবে : এক, ইরানে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভিজিবল লক্ষণ তথা উপরোক্ত বার, ক্যাসিনো ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ভেতর দিয়ে। এর প্রতি ইরানী জনগণের প্রতিক্রিয়া ত ওপরে আলোচিতই হলো। আর, দুই, পাশ্চাত্যের অনেক জাতির মত বর্ণগত উৎস ও ভৌগোলিক সীমারেখা ভিত্তিক জাতী-

www.pathagar.com

য়তাবাদে উদ্বুদ্ধ সরকারের নানাবিধ সাংস্কৃতিক সংস্কারের ভেতর দিয়ে। ইরান এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে প্রাচ্যে সভ্যতায় 'পলিটি' তথা রাষ্ট্রসত্তার জন্ম হয় ইউরোপের অনেক আগে। ইউরোপে যখন তার সূচনা হয়, তখন গবেষণার বিষয় হিসেবে নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে। এই দুয়ের প্রভাবে ইউরোপে, সাধারণভাবে বলতে গেলে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসেবে বর্ণগত উৎস ও সেই উৎসজাত জনগোষ্ঠির বসবাস চিহ্নিত ভূখণ্ডে সীমিত ইতিহাস ও ঐতিহ্যই প্রধান হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রাচ্যের কাহিনী অন্যরকম। এখানে যখন সভ্যতা গড়ে ওঠে, যখন রাষ্ট্রসত্তা তথা জাতির বিকাশ ঘটে, তখন পরিচয়ের ঐসব অবজেকটিভ সূত্র নয়, চিন্তার সামঞ্জস্য ও সাবজেকটিভ মূল্যবোধের 'সাতীর্থ' তথা সাংস্কৃতিক ঐক্যই সামাজিক পরিচয়ের প্রধান সূত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই প্রাচ্যে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে, জাতীয়তাবাদের পরিচিত ভিত্তি বর্ণ নয়, ভৌগোলিক সীমারেখায় নির্দিষ্ট ইতিহাস ঐতিহ্য নয়, বরং সাংস্কৃতিক পরিচয়।

এখানে জাতি সংস্কৃতি সৃষ্টি করেনি, সংস্কৃতি জাতি সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাবিত সম্রাট ইরানের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসেবে 'আর্যবর্ণ ও ইরানের বর্তমান সীমারেখার আওতায় পড়ে যা কিছু তার ইতিহাস ও সেই ইতিহাসকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট। আর এই চেষ্টায় দরকার মত ইরানের বর্তমান সংস্কৃতিকে সংস্কৃত করেছেন তিনি। এই সংস্কার করতে গিয়ে তিনি ইসলামপূর্ব যুগের সম্রাটদের নায়করূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আর তাদের ঐতিহ্যকে গৌরবমণ্ডিত বলে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এই চেষ্টার বহু নজির আছে। একটি হলো, ইরানে সাধারণভাবে প্রচলিত ইসলামিক বর্ষপঞ্জীকে বাতিল করে ইসলামপূর্ব যুগের সূত্র ধরে প্রতিষ্ঠিত নতুন ইরানী বর্ষপঞ্জী। এরকম প্রত্যেকটি নজিরকেও সাধারণ ইরানীরা তাদের সংস্কৃতির ওপর হামলা বলে দেখছে।

এসবই ক্ষুব্ধ করেছে জনগণকে আর ক্রোধ রূপান্তরিত হয়েছে বিপ্লবে।

www.pathagar.com

সম্রাটের দ্বিতীয় 'সংস্কার'টি হলো শিল্পায়ন। এই 'সংস্কারের' বাহাদুরিটি অবশ্য সম্রাটের নয়, সমাটের বিরুদ্ধে ১৯৫১ সনে প্রথম যে বিপ্লবটি হয়, তার নায়ক মোসাদ্দেক ও তাঁর বিপ্লবী সঙ্গীদের। ইরানের প্রচুর তেল। এই তেল লুটে-পুটে খাচ্ছিল পাশ্চাত্য কোম্পানীগুলো, আর লুটপাট সমিতির পাহারাদার হিসেবে সম্রাট এই লুটপাট বিরোধী সকল চেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছিলেন। গণবিক্ষোভের পথ ধরে প্রায় চূড়ান্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেক। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সন পর্যন্ত মাত্র দুবছর, মোসাদ্দেকের এই সংক্ষিপ্ত শাসনকালের বহু কীর্তির ভেতর প্রধান হলো ইরানের তৈলসম্পদের জাতীয়করণ। মোসাদ্দেককে উৎখাত করে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি, আই, এ-র সাহায্যে শাহকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয় বটে, কিন্তু ইরানের তেলের ওপর ইরানের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে। এই সার্বভৌমত্বের বদৌলতে ইরানের হাতে আসতে শুরু করে প্রচুর টাকা। এই টাকাকে কাজে লাগিয়েই শুরু করা হয় একদিকে ইরানের শিল্পায়ন ও অন্যদিকে সামরিক শক্তি হিসেবে তার প্রতিষ্ঠা। মোসাদ্দেকের অনুপস্থিতিতে বাহাদুরিটি অবশ্য সম্রাটের ভাগ্যেই যায়। ইরানের তেল ফুরিয়ে যাওয়ার কথা ১৯৯০ নাগাদ। তখন ইরানের কি হবে? এই চিন্তায় চিন্তিত হয়ে, তেলের টাকায় কেনা এই প্রাচুর্যকে ধরে রাখবার জন্য শাহ এই টাকা দিয়ে দেশটির দ্রুত শিল্পায়ন শুরু করেন। তেল ফুরোতে ফুরোতে ইরান হবে শিল্পোন্নত রাষ্ট্র। শিল্পজাত দ্রব্য বেচেই তখন ইরানের দিন ভালই কেটে যাবে।

সম্রাটটি নির্বোধ নন, এবং শিল্পায়নের পেছনের এই চিন্তাটি যথেষ্ট বুদ্ধিপ্রসূত। কিন্তু শিল্পায়নটি যেভাবে হচ্ছে, তাতে ইরানী সমাজে আরো কন্ট্রাডিকশনের সূত্রপাত হচ্ছে। শিল্পায়ন হচ্ছে অতি দ্রুত, নগরকেন্দ্রিক ও প্রধানতম জাতীয় অর্থনৈতিক কর্ম হিসেবে। এর ফলে একদিকে গ্রাম থেকে হঠাৎ করেই শহরে চলে আসছে এমন অনেক শ্রমিক, যারা এখনো শহুরে জীবনব্যবস্থা ও তার মূল্যবোধের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে এক ধরনের টেনশন। তারপর, অন্যদিকে বিরান হচ্ছে গ্রামগুলো। গ্রামের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে। যুগ যুগ ধরে

www.pathagar.com

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণপ্রায় যে ইরান, কৃষি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে আজ তার খাদ্য চাহিদার অন্যূন ৩৩% ভাগ পূরণ করতে হয় বিদেশ থেকে আনা খাদ্যসম্ভার দিয়ে।

গ্রামের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়াটা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করছে শহরের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের। কেননা শিল্পায়ন যেহেতু সাম্প্রতিক ব্যাপার, শহরের এই শ্রেণীদ্বয়ের অধিকাংশই নতুন শহুরে—তাদের আত্মীয়-স্বজন, সম্পত্তি ও অন্যান্য সংযোগ এখনো রয়েছে গ্রামে। গ্রামের দারিদ্র্য প্রভাবিত করছে শহুরে কর্মজীবীদের, উত্তেজিত করছে তাদের, প্রস্তুত করছে বিপ্লবের জন্য। সম্রাটের ভূমিসংস্কার ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে। এই এক কর্ম করেই সম্রাট মধ্যযুগীয় ইরানে প্রগতির পুরোহিত হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই ভূমি সংস্কারের পেছনে সম্রাটের ইচ্ছে কতদূর ভালো ছিল, সে নিয়ে যেমন সন্দেহ রয়েছে, তার ফলও যে খুব একটা বৈপ্লবিক হয়নি, তাও প্রায় সন্দেহাতীত।

ইরানে ভূমি সংস্কারের প্রয়োজন ছিল—কৃষকেরও, সম্রাটেরও। সম্রাট এই ভূমি সংস্কার করে তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্যের প্রধান দুই প্রতিবন্ধক, সামন্তকুল ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেন। এই মেরুদণ্ড ভাঙ্গার জন্যই সম্ভবতঃ সম্রাট সংস্কারটি করেন। সম্রাটের কাজটির পেছনে কৃষকপ্রেম যে আদৌ ছিল না, তা বলা যায় না। সে যা'ই হোক, সংস্কারটির ফলে তাঁর নিজের সিংহাসন শক্ত হলেও কৃষকের অবস্থার কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেনি। কৃষক কিঞ্চিত জমি পেল, কিন্তু শিল্পায়ন পাগলা নীতির ফলে কৃষির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ায় ঐ জমি ধুয়ে জল খেয়ে কৃষকের ভাগ্যের খুব একটা স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটলো না; কৃষকের ছেলেকে জমি ছেড়ে শহরে ছুটতে হলো। ইরানের কৃষকের জন্য এই ভূমি সংস্কার যেন অনেকটা গরু মেরে জুতো দানের মত।

এইখানে সম্রাটের ভূমি সংস্কারের সঙ্গে ইরানের বিপ্লবের সম্পর্ক দেখিয়ে যে একটি কথা বলা হয়ে থাকে, তার সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। কথাটি হলো, সম্রাটের ঐ ভূমি সংস্কারের ফলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অনেক সম্পত্তি কৃষকের হাতে চলে যায় বলেই নিজেদের স্বার্থ প্রণোদিত

www.pathagar.com

হয়েই ধর্মীয় নেতারা শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। কথাটি ঠিক নয়। ইরানের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের যেসব সম্পত্তি ভূমি সংস্কারে প্রভাবিত হয়েছে, তা প্রকৃত প্রস্তাবে ঐসব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সম্পত্তি নয়, বরং 'ওয়াক্‌ফ' অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের তত্তাবধানে রক্ষিত 'সামাজিক সম্পত্তি'। ভূমি সংস্কারের পূর্বে এইসব সম্পত্তি দুটো খাতে ব্যয়িত হতো ঃ এক, ধর্মীয় শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভাবিত সাধারণ শিক্ষা। দুই, সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে, ভূমিহীন কৃষকদের আর্থিক সহায়তা। ধর্মযাজকগণ এই সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে থাকলেও তাঁরা তাকে নিজেদের সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারতেন না। পারতেন না বলেই আয়াতুল্লাহ খোমেনীর মত ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মযাজককেও চিরকাল অতি দরিদ্রের জীবন যাপন করতে হয়। এই ক্ষেত্রে ইউরোপের ইতিহাসে পঠিত 'চার্চের' সম্পত্তি ও ইরানের ধর্মপ্রতিষ্ঠানসমূহের 'ওয়াক্‌ফ' সম্পত্তির স্ট্যাটাস, ভূমিকা ও তাৎপর্যে আকাশ পাতাল তফাৎ আছে। পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বিশ্লেষকরা এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি প্রায়ই লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হন।

ভূমি সংস্কারের পূর্বে ইরানের যেই জমিটি ওয়াক্‌ফ হিসেবে একটি সামাজিক ম্যানেজমেন্টের অধীন ভূমিহীন কৃষকরা নিম্ন শ্রেণীর অন্যান্যদের শ্রমে উৎপাদনশীল ছিল এবং তাদের কাজে আসছিল, সংস্কারের পরে তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে খণ্ডিত হয়ে পড়ে ও প্রত্যেকটি খণ্ড ব্যক্তিগত মালিকানা ও ম্যানেজমেন্টে এসে পড়ে। ক্ষেত্রের খণ্ডায়ন, মালিকানা ও ম্যানেজমেন্টের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও সরকারের শিল্পায়নপাগলা নীতি—এই তিনে মিলে কৃষি তথা ক্ষুদ্র কৃষক ও নিম্নশ্রেণীর সর্বনাশ ঘটায়।

সে যাই হোক, ভূমি সংস্কার ক্ষুদ্র কৃষকের কোন উপকার না করতে পারলেও ধর্মযাজকদের কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক অপকারও করেনি। আর এই জন্যই শাহ সমর্থকদের এই বাজে কথা যে ধর্মীয় নেতারা তাঁর 'বিপ্লবী' সংস্কারে অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন বলেই বিদ্রোহ করছেন—ঠিক নয়। তাঁরা এই বিদ্রোহ কেন করছেন?—সে কথায় একটু পরে আসা যাবে।

কিন্তু এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, তাঁদের বিদ্রোহ যদি শাহের ভূমি সংস্কারে তাঁদের এক্সপেন্সে করা কৃষকের

www.pathagar.com

উপকারের বিরুদ্ধেই হতো—তাহলে তাঁরা তাঁদের বিদ্রোহে কৃষকদের এমন জানদেয়া সমর্থন পেতেন না।

সম্রাটের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য 'সংস্কার'টি হলো প্রধান আঞ্চলিক সামরিক শক্তি হিসেবে ইরানের প্রতিষ্ঠা। তেলের টাকায় শিল্পায়নের সংগে সংগে এই কাজ করা হচ্ছে।

কুড়ি বছরের মেয়াদে ইরানকে একটি অনুল্লেখযোগ্য সামরিক শক্তি থেকে দেখতে দেখতে একটি প্রধান আঞ্চলিক সমরশক্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। এই সমরসজ্জার পেছনের যৌক্তিকতা? সোভিয়েত ইউনিয়নের ভয়! আজকাল সম্রাট আরো বলছেন, 'সামরিক শক্তি ছাড়া অর্থনৈতিক শক্তি হতে পারে না', আর তাই অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে ইরানকে প্রতিষ্ঠিত করবার স্বার্থেই সামরিক শক্তির দরকার। কেন? সম্ভবতঃ, ইরানের তেল বিক্রির সমুদ্র পথগুলো পাহারা দেয়ার জন্য।

কিন্তু এসবই তুচ্ছ ছুতো বলে মনে হয়। একটি প্রধান আঞ্চলিক সামরিক শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারলেও ইরানের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন আগ্রাসন রোখা সম্ভব নয়। এক পরাশক্তির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইরানকে অন্য পরাশক্তির আশ্রয়ে থাকতে হবে—সম্রাটের সরকার এটাই বিশ্বাস করেছেন, এবং সম্প্রতি সে রকম কথা বলেছেন। আর তেল বিক্রির সমুদ্রপথ রক্ষা সে কার হাত থেকে, কার জন্য? এই তেল পথের আশে-পাশে যেসব দেশ, তা শক্তিতে অতি ক্ষুদ্র, তা ছাড়া ইরানের সংগে তাদের কোন শত্রুতা হবার কথা নয়। বিপদ শুধু ইসরায়েল ও ইসরায়েলের দোসরদের তেল সরবরাহ করতে গেলে আর সম্রাটের মাথা ব্যথা এই ইসরায়েল ও ইসরায়েলের দোসরদের তেল সরবরাহ করা নিয়ে। এতকাল ধরে ইসরায়েলকে তেল দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন সম্রাটের সরকার। আর এর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো, এমনকি ইরানের জনগণও; এদের হাত থেকেই তেল বিক্রির পথগুলো রক্ষা করা দরকার।

ইসরায়েল ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশ ছাড়া ইরানের তেলের কি আর বাজার নেই? কেন থাকবে না? এই দুটো দেশকে তেল না বেচেও সউদী আরব ও উপসাগরীয় দেশগুলোর মত তেল ব্যবসায় নির্ভর অর্থনীতিও টিকে আছে—শুধু টিকেই নেই, ফলে ফুলে সমৃদ্ধ হয়ে আছে। তবে কেন এত গরজ?

www.pathagar.com

গরজের তিনটে প্রধান কারণ। এক, ইরানী অর্থনীতিতে ইহুদী সংখ্যালঘুর প্রাধান্য। দুই, ইরানী সরকারী সন্ত্রাসের সংগে ইসরায়েলের সম্পর্ক। এবং তিন, বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ও সরকারী সন্ত্রাসের ওপর সম্রাটের সিংহাসনের নির্ভরশীলতা।

যেই অর্থনীতি সম্রাট গড়ে তুলছেন, তাকে স্থির রাখতে না পারলে শাহের সাজানো সংসার, তথা তাঁর সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থা ধ্বসে পড়বার আশংকা আছে। এই ভয়ে শাহকে অর্থনৈতিক 'ষ্ট্যাটাস কো'টি বজায় রাখতে হয়। আর এই 'ষ্ট্যাটাস কো'র অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো অর্থনীতির ওপর ইরানের ইহুদী সংখ্যালঘুর অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ। এই নিয়ন্ত্রণের ভেতর দিয়ে ইরানী অর্থনীতি বাঁধা পড়ে থাকে ইসরায়েলের স্বার্থের সংগে। সংগে সংগে বাঁধা পড়ে থাকেন শাহও।

অন্যদিকে ১৯৫১-এর বিপ্লবে দেশছাড়া হবার পর ১৯৫৩ সনে সি, আই, এ-র সাহায্যে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে সম্রাটের নড়বড়ে সিংহাসনটাকে শক্ত করে ধরে রাখবার জন্য তৈরী করা হয় 'সাভাক' নামক অতি শক্তিশালী গোপন পুলিশ বাহিনী। সি, আই, এ ছাড়া ইসরায়েলের গোয়েন্দা বিভাগই এই প্রতিষ্ঠানের সম্ভবতঃ প্রধানতম গুরু ও উপদেষ্টা। এইভাবে শুধু অর্থনীতি চিন্তার পরোক্ষ প্রভাবই নয়, রাজকীয় ক্ষমতারক্ষার প্রধান উপায়, গোপন পুলিশটির প্রত্যক্ষ স্বার্থের বন্ধনেও শাহ ইসরায়েল ও তার দোসরদের সংগে সহযোতায় বাঁধা পড়ে আছেন।

নিজের সিংহাসন রক্ষার স্বার্থে পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যের সন্তান ইসরায়েলের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের তাঁবেদার লাঠিয়াল হিসেবে ইরানকে দাঁড় করাতে গিয়েই প্রচুর সম্পদ নষ্ট করে ইরানকে একটি পরাক্রমশালী সমর শক্তিতে পরিণত করেছেন শাহ।

অন্যদিকে দেশের ভেতরে সকল বিরোধিতাকে পিষে মেরে ফেলবার জন্যও এই এত বড় সামরিক যন্ত্রটিকে দাঁড় করানো হচ্ছে। কিন্তু এতে ইরানের জনগণের কি লাভ হচ্ছে? তেমন কিছুই না। বরং আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে না পেয়ে পুঞ্জিভূত হতে থাকে ক্ষোভের ওপর ক্ষোভ, ক্রোধের উপর ক্রোধ। সংঘটিত সন্ত্রাসের ভারে চাপা পড়ে থেকে

www.pathagar.com

থেকে রূপান্তরিত হতে থাকে বিপ্লবের অঙ্কুরে, রণক্ষেত্রের অন্ধকার জঠরে।

সম্রাটের 'সংস্কার' অনেক। তবে সব 'সংস্কার'ই আসলে এই মূল চারটি 'সংস্কারে'রই ছিটেফোঁটা অংশ। এই চারটি সংস্কারের আলোচনাই সম্রাটের সকল সংস্কারের মূল ধারাটি সম্পর্কে যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে।

এবার এইসব 'সংস্কারে'র ফলরূপ বিপ্লবোন্মুখ পরিস্থিতিকে বিপ্লবে পরিণত করেছে ইরানের যেই সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য, তার আলোচনায় আসা যাক।

আগেই বলেছি, ইরানের সংস্কৃতি প্রধানতঃ ইসলাম নির্ভর মূল্যবোধ প্রসূত। শিয়া ইসলামের প্রভাবে ইরান বিদ্রোহ, গোপন রাজনৈতিক সংগঠন ও আন্দোলনের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এছাড়া ইসলামের সাধারণ তত্ত্বও ইরানকে বিদ্রোহমুখীন করে।

এ ছাড়া ইরানে ধর্মের প্রভাব ব্যাপক ও ইরানের ধর্মযাজকরা সাধারণভাবে চিন্তাশীল ও শিক্ষিত। এর ফলে ইরানী ধর্মযাজকদের পড়াশুনা ও চিন্তা কেবলমাত্র 'মাছলা-মাছায়েল' ও 'বিবি-তালাকের' ভেতর সীমাবদ্ধ নয়। বরং তাঁরা ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নির্দেশাবলী নিয়েও মাথা ঘামান। আর এইসব নির্দেশাবলীর অনেক কিছুই সম্রাটের নীতি ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যায় বলে তাঁরা এই নীতি ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এই রকম একটি নির্দেশ হলো, রাজতন্ত্র ইসলাম বিরোধী ও একে উৎখাত করতে হবে। অন্য একটি নির্দেশ হলো শাহ প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদ ইসলাম বিরুদ্ধই, একে উৎখাত করতে হবে।

আর এই সব উৎখাতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই ধর্মযাজক বিপ্লবী হয়েছেন। জনগণের পুঞ্জিভূত যাতনা পুঞ্জিভূত ক্ষোভের রূপ নিয়েছে আর এই ক্ষোভের বারুদে আগুন দিয়েছে ধর্মযাজকের রাষ্ট্রচিন্তা। এই আগুনে দাবানল হয়ে জ্বলে উঠেছে ইরানের গ্রাম-গঞ্জ, শহর, বন্দর।

[]

রচনা ঃ ঢাকা, ২৫ জানুয়ারী ১৯৭৯। প্রথম প্রকাশ ; সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা', ঢাকা ; ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯।

www.pathagar.com

২. 'বিপ্লবী' ইরানের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা

ইরানের 'বিপ্লবের' প্রবাসী নায়ক আয়াতুল্লাহ খোমেনী ইতিমধ্যেই ১৫ বছরের নির্বাসন শেষে দেশে ফিরেছেন এবং দেশত্যাগী সম্রাটের নিয়োগ প্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী শাপুর বখতিয়ারের সরকারকে অবৈধ ঘোষণা করে পাল্টা ইসলামী 'বিপ্লবী' সরকার গঠন করেছেন। এই নতুন ব্যবস্থা অনুসৃত নীতি-গুলো কি হতে পারে?

খোমেনী ও তার 'বিপ্লবী' সংগিগণ তাঁদের সম্ভাব্য নীতি সম্পর্কে এখনো খুব খুলে কিছু বলছেন না। আর এ জন্যই বিপ্লবটি সফল হলে বিপ্লবোত্তর ইরানের ব্যবস্থা ও নীতিসমূহ কি হতে পারে, তা আঁচ করাটা কঠিন। তা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত যেসব ছিটেফোঁটা তথ্য আমাদের হাতে আসছে, তা থেকে কিছুটা আঁচ অবশ্যই করা যায়। তবে তা স্রেফ আঁচ মাত্র — নিশ্চিত কিছু নয়।

আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা সম্পর্কে 'বিপ্লবী' ইরানের সম্ভাব্য নীতি অনুমান করতে গিয়ে আপাততঃ চারটি ঝাপসা ক্লু মাত্র ধরে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। এক, ইরানের বিপ্লবটি বহিঃশক্তির উস্কানীতে বহিঃশক্তি পরিচালিত ও বহিঃশক্তি নিয়ন্ত্রিত কোন বিপ্লব নয়। এটি ইরানের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি-জাত, এখনও পর্যন্ত স্বাধীন একটি বিপ্লব। দুই, খোমেনী ও তাঁর সঙ্গিগণ ইরানে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন অঙ্গীকার করেছেন। তিন, বিপ্লবীরা এটা বলছেন যে, ইরানের 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র'টি আরেকটি সউদী আরব বা আরেকটি লিবিয়া হবে না। এবং, চার, ইরানের বিপ্লবটি অবশ্যই ইরানের বঞ্চিত শ্রেণীসমূহের সমর্থন নির্ভর একটি প্রক্রিয়া এবং এই শ্রেণীসমূহের স্বার্থের প্রতি নজর রাখতে বিপ্লবটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এই চারটি ক্লু-এর সমন্বয়ে বিপ্লবী ইরানের যে চিত্রটি দাঁড়ায়, তা হলো এমন একটি 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' যা সউদী আরবের প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজি-তন্ত্র বা লিবিয়ার চরমপন্থী বিপ্লবী সমাজতন্ত্র, কোনটির মতই হবে না;

www.pathagar.com

অথচ ইসলামের অনুশাসন ও বঞ্চিত শ্রেণীসমূহের স্বার্থ, এ দুটোকেই একো-মোডেট করবে। এ রকম একটি 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' কেমন হবে? ইস-লামের মৌলিক তত্ত্ব, বর্তমান 'বিপ্লবী'দের দাবীকৃত ১৯০৬ সনের শাসনতন্ত্রের ধারা, এবং সম্রাটের সরকার কৃত সংস্কারপূর্ব ব্যবস্থার ইসলামিক উপাদান, বিশেষতঃ 'ওয়াকফ' ব্যবস্থা—এই চারের বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে তার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়।

প্রথম কথাটি হলো, এই প্রজাতন্ত্রটি কোন নিখাদ প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র হবে না। আমাদের দেশে বা অন্যান্য জায়গায় অনেকেই যতই বলুন না কেন যে ইসলামই গণতন্ত্র বা ইসলাম গণতন্ত্র চায়; ইসলামের মৌলিক তত্ত্ব কোন অবস্থায়ই নিখাদ গণতন্ত্রের সমর্থক নয়। কর্মক্ষেত্রে যাই হোক, তত্ত্বে তাই বলে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, এমনকি ফ্যাসীবাদের, তথা সকল 'পপুলিষ্ট' ব্যবস্থারই ভিত্তি হলো, অন্ততঃ তত্ত্বে—জনগণের ইচ্ছে। সেই ইচ্ছে জানবার ও জেনে তার বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া প্রসঙ্গেই এই সকল 'পপুলিষ্ট' মতবাদের যত মত-বিরোধ। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র বলবে, জনগণের এই ইচ্ছে জানবার উপায় হলো জনগণের প্রত্যক্ষ মত প্রকাশ, তথা ভোট। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত ধারণা বলবে, না তা নয়। ম্লান মূক মূঢ় জনগণের ইচ্ছে জানবার ও তার বাস্তবায়নের একমাত্র ইনষ্ট্রুমেন্ট হলো এই উদ্দেশ্যে নিবেদিতপ্রাণ প্রোলেতা-রিয়েতের পার্টি, তথা কমিউনিস্ট পার্টি। আর ফ্যাসীবাদের বিকৃত চিন্তায় জনগণের এই ইচ্ছে জানবার ওতার বাস্তবায়নের হক ও ক্ষমতা রয়েছে কেবলমাত্র জনগণের সেই চূড়ামণি অংশের, যেই অংশটি কিনা ঐতিহাসিক বিবর্তনে, জৈবিকভাবে সংস্কৃত হয়ে জনগণের অন্য সকল অংশের চাইতে অধিক অগ্রসর হয়েছে এবং ইতিহাসের নিয়মে অন্য সকল অংশের ওপর প্রভুত্ব স্থাপনে সক্ষম হয়েছে।

এইসব অতি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য সত্ত্বেও সকল 'পপুলিষ্ট' মতবাদই একটি মৌলিক বিষয়ে একমত; তা হলো এই যে, সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি হবে জনগণের ইচ্ছে। কিন্তু ইসলামিক তত্ত্বে সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি হবে ইচ্ছে নয়, প্রয়োজন। সেখানে জনগণের ইচ্ছের একটি স্কোপ আছে বটে, কিন্তু তা সমাজ ব্যবস্থাটির ভিত্তিরূপে প্রয়োজন দূরীকরণ

www.pathagar.com

চিন্তাভিত্তিক যেই কাঠামোটি গড়ে তোলা হবে, তার ভেতরেই কোন এক জায়গায়, আর দশটি মানবিক প্রয়োজনের ভেতর আরো একটি মানবিক প্রয়োজন দুর করবার জন্যই কেবল। মানুষের বহু প্রয়োজন রয়েছে, তার একটি হলো, ইচ্ছে প্রকাশের ও তার বাস্তবায়নের বাসনা। আর এই জন্যই, তাকে স্রেফ একটি প্রয়োজন ভেবেই ইসলামিক তত্ত্ব তার ব্যবস্থায় এক জায়গায় জনগণের ইচ্ছে প্রকাশের সুযোগ ও তার বাস্তবায়নের সম্ভাবনার ব্যবস্থা করে দিতে রাজী আছে। কিন্তু তার বিচারে মানুষের প্রয়োজন দূরীকরণের জন্য যে ব্যবস্থা, তার পরিপন্থী কোন ইচ্ছে হলে তাকে গুরুত্ব দিতে সে রাজী নয়।

এখন এই প্রয়োজন দূরীকরণ চিন্তাভিত্তিক ব্যবস্থাটি গড়বার জন্য এই তত্ত্ব কিসের ওপর নির্ভর করে? তিনটি বিষয়ের ওপর। এক, কোরআন। দুই, 'ইজতেহাদ' তথা বৈজ্ঞানিক গবেষণা। এবং তিন, জনগণের ইচ্ছে। আর সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে এই তিন সূত্রের ভেতর প্রাধান্য দিতে গিয়ে সে এই ক্রমটিই বজায় রাখে। অর্থাৎ কোরআন ও গবেষণায় দ্বন্দ্ব দেখা দিলে কোরআনের অনুশাসনকেই সে প্রাধান্য দেয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ সত্য ও মানুষের ইচ্ছার ভেতর দ্বন্দ্ব দেখা দিলে সে প্রাধান্য দেয় বৈজ্ঞানিক সত্যকে।

ইসলামিক তত্ত্ব নির্দেশিত ক্রমভিত্তিক ব্যবস্থাটি নিখাদ গণতন্ত্র হতে পারে না। এটি হবে ধর্মযাজক ও পণ্ডিতদের নির্দেশাধীন একটি গণতন্ত্র। হয়তো পার্লামেন্ট থাকবে, নয় পপুলার কংগ্রেস থাকবে, ভোট থাকবে, রেফারেণ্ডাম থাকবে। কিন্তু সব কিছুর ওপর থাকবে ধর্মযাজক ও পণ্ডিতদের কমিটি ও তার ভেটো ক্ষমতা।

তবে তার অর্থ এই নয় যে, তা প্রাচীন ভারত বা মধ্যযুগীয় ইউরোপের ধর্মতন্ত্র তথা থিওক্র্যাসীর মত হবে না। তা হবে না দুটো কারণে। এক, ঐসব থিওক্র্যাসীতে যেভাবে ধর্মযাজকদের 'স্বপ্নে' ও অন্যান্য উপায়ে দৈববাণী পেয়ে তা জনগণের ওপর চাপানোর উপায় ছিল, ইসলামিক তত্ত্বে তার উপায় নেই। ইসলামিক তত্ত্ব মতে কোরআনই সমস্ত দৈববাণীর চূড়ান্ত এবং সর্বশেষ সারসংক্ষেপ। কোরআনের পর আর কোন দৈববাণী স্বপ্নে বা অন্য

www.pathagar.com

কোন উপায়ে কোন ধর্মযাজকের বা অন্য কারো কাছে আসবার কোন সুযোগ নেই। তাই 'ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে'র ধর্মযাজকগণ কোন অবস্থায়ই দৈববাণী বলে নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দিতে পারবেন না। ইসলামিক তত্ত্বে স্বীকৃত দৈববাণীর আকর কোরআন একটি খোলা বই আর ধর্মযাজকগণ যা কিছুই দৈববাণী বলে চালাতে চান না কেন, জনগণ তথা পার্লামেন্ট বা পপুলার কংগ্রেস এই খোলা বই খুলে মুখোমুখি ধর্মযাজকের দাবীকে যাচাই করে নিতে পারবেন।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, প্রাচীন ভারতীয় বা মধ্যযুগের ইউরোপীয় থিওক্র্যাসীতে দৈববাণীর ব্যাখ্যার অধিকারটি যেভাবে ধর্মযাজক শ্রেণীর ভেতর সীমিত রাখা হয়েছিল, ও এই শ্রেণীতে অনুপ্রবেশ রাখা হয়েছিল খুবই কঠিন—ইসলামিক তত্ত্বে তেমনটি নয়। এই তত্ত্বের দৈববাণী তথা কোরআনের ব্যাখ্যার বিষয়টি সাধারণ নাগরিকদের জন্য শুধু খোলাই নয়, বরং বাধ্যতামূলক। তাছাড়া ধর্মযাজক শ্রেণী বলে 'ক্লোজড' কোন শ্রেণী এখানে নেই। এখানে প্রত্যেকেই ধর্ম-পুস্তক পড়াশোনার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনার অধিকার রাখে।

এসবই গেল তত্ত্বের ব্যাপারে। আর তত্ত্ব মতে, যদি খোমেনী ও তাঁর সঙ্গী ও অনুসারিগণ সফল হন, ও সফল হওয়ার পর তাঁদের অঙ্গীকার সমূহ পালন করেন, তাহলে ইরানে যা প্রতিষ্ঠিত হবে, তা আর যা'ই কিছু হোক, নিখাদ গণতন্ত্র হবে না। তা মধ্যযুগীয় থিওক্র্যাসীও হবে না। তা হবে অন্ধ বিশ্বাস, বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ সত্য, জনগণের ইচ্ছে—এই তিনের সমন্বিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি অভিনব এক্সপেরিমেন্ট।

এ তো গেল রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা। অর্থনীতিতে? সেখানেও যা হবে, তা হলো একটি এক্সপেরিমেন্ট। আর এই সম্ভাব্য এক্সপেরিমেন্টটি বুঝবার জন্যও ইসলামের তত্ত্বের যৎকিঞ্চিত আলোচনা প্রয়োজন। এই তত্ত্বে অর্থনীতি প্রসঙ্গে বেশ কিছু শব্দের অবতারণা করা হয়েছে। হারাম, হালাল, সূদ, ঘুষ, যাকাত, ফিতরা, সদকা ইত্যাদি-ইত্যাদির মত এই সব শব্দ নিয়ে, তার ব্যাখ্যা, পুনঃব্যাখ্যা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে এই তত্ত্বকে বুঝবার যে চেষ্টা হয়েছে, তা নেহায়েতই ধর্মীয় মাছলা-মাছায়েল বুঝবার

www.pathagar.com

চেষ্টার মত। কিন্তু ইরানে এখন যা হচ্ছে, তা নিছক মাছলা মাছায়েলের ব্যাপার নয়। তা একটি প্রতিষ্ঠিত পুঁজিতন্ত্রের ভেঙ্গে পড়া ও তার জায়গায় একটি নতুন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা বা চেপে বসবার বিষয়। নতুন ব্যবস্থাটি যদি পুঁজিতন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত অল্টারনেটিভ তথা মার্কসীয় সমাজতন্ত্র না হয়, তাহলে তা হবে খোমেনী ও তাঁর সঙ্গীদের প্রতিশ্রুত 'ইসলামিক' ব্যবস্থা। আর যদি ত'াই হয়, তা হলে তাকে বুঝবার জন্য মাছলা-মাছায়েল মুখস্থ করানোর বর্ণনা-নির্ভর এ্যাপ্রোচ নয়, বরং একটি সামাজিক বিশ্লেষণ নির্ভর এ্যাপ্রোচের প্রয়োজন। আর এই এ্যাপ্রোচে এগোলে দেখা যাবে, ইসলামিক অর্থনৈতিক তত্ত্বে সিম্পটমরূপ ঐসব মাছলা মাছায়েলের পেছনের সব প্রধান বক্তব্যই সংক্ষিপ্ত হয়ে মাত্র চারটে মূলনীতিতে এসে ঠেকে। এই নীতি চারটে হলো: এক, সম্পদের মালিকানার বিকেন্দ্রীকরণ। দুই, মালিকানার কন্টিনিউয়েশনের জন্য তার উৎপাদনমুখীনতার শর্ত। তিন, সাধারণভাবে আয়ে আয়কারীর নিজস্ব শ্রমের পার্টিসিপেশন। চার, সম্পদের ব্যবহারে ব্যক্তিস্বার্থের তুলনায় সামাজিক স্বার্থের প্রাধান্য।

পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত ধারণায় উভয়ের ক্ষেত্রেই সম্পদ ক্রমেই পুঞ্জীভূত হয়। এক ক্ষেত্রে তা পুঞ্জীভূত হয় ব্যক্তির হাতে—একটি অবাধ ও নির্মম প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে। অন্য ক্ষেত্রে তা পুঞ্জীভূত হয় সমাজের তথা রাষ্ট্রের হাতে। ইসলামিক তত্ত্বে সম্পদকে কারো হাতে পুঞ্জীভূত হতে দিতে চায় না। সম্পদ যাতে পুঞ্জীভূত না হয়, সে জন্য নানা উপায়ে সম্পদের মালিকানা খণ্ডিত করা হয়। এইসব উপায়ের একটি হলো ইসলামের উত্তরাধিকার আইন। উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে হস্তান্তরের প্রতি ধাপে সম্পত্তি খণ্ডিত হয়, খণ্ডিত হতে হতে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়। অন্য আর একটি উপায় হলো যাকাত এবং এই জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যখনই সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়, তার একটি শতকরা অংশের মালিকানা হস্তান্তরিত হয় অন্য হাতে।

সে যাই হোক, নীতিটি হলো সম্পদের পুঞ্জিভবন হবে না। আর এর অর্থ হলো, ইরানে যদি অবশেষে 'ইসলামিক প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সেখানে একদিকে যেভাবে বৃহৎ পুঁজির প্রাধান্য তথা পুঁজিবাদের সুযোগ

www.pathagar.com

না থাকবার কথা, ঠিক সেভাবেই সেখানে কালেকটিভাইজেশনেরও সম্ভব না হওয়ার কথা। এর ফল কি হতে পারে? তা এখনো সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না।

দ্বিতীয় নীতি তথা মালিকানার কন্টিনিউয়েশনের জন্য তার উৎপাদনশীল থাকবার শর্তের অর্থ হলো, মালিক তার জমি বা কারখানা বা পুঁজি, তার কোনটিকেই অনুৎপাদনশীল করে ফেলে রাখতে পারবেন না। উদাহরণস্বরূপ 'লক আউট' বিষয়টি বেআইনী হবে। একর একর জমি কিনে ফেলে রাখাটাও বেআইনী হবে। মজুতদারী বেআইনী হবে।

তৃতীয় নীতি তথা আয়ে আয়কারীর নিজস্ব শ্রমের পার্টিসিপেশনের শর্তের অর্থ হলো, শ্রমহীন আয় তথা শ্রমশোষণের পথ বন্ধ হওয়া। এই নীতির ফলে সূদী ব্যবসায়, জুয়া, লটারী, এবং সম্ভবতঃ বর্গাচাষও বেআইনী হবে।

চতুর্থ নীতিটিই সম্ভবতঃ 'ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে'র ব্যবস্থাটিকে সমাজতন্ত্রের কাছাকাছি নিয়ে আসে। সমাজের স্বার্থে প্রয়োজন হলে ব্যক্তি-মালিকানায় হস্তক্ষেপ ও জাতীয়করণের সুযোগ এই নীতি দেয়। তবে জাতীয়করণের যে পরিচিত রূপটি রয়েছে, তার চেয়ে এই জাতীয়করণের কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। এখানে রাষ্ট্রের জাতীয়করণ করে সম্পদ নিজের মালিকানায় রাখবার স্কোপ কম। সম্পদটি হস্তান্তরিত হবে এমন হাতে যা কিনা নিজস্ব শ্রমের প্রত্যক্ষ পার্টিশিপেশনের ভেতর দিয়ে সম্পদটিকে উৎপাদনশীল রাখতে পারবে। এই হাতটি নিজে খাটতে রাজী এমন ব্যক্তিও হতে পারেন, আবার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির শ্রমিকদের কম্যুনও হতে পারে।

দেখা যাচ্ছে, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ইরানের সম্ভাব্য 'ইসলামিক প্রজাতন্ত্র' হবে একটি এক্সপেরিমেন্ট।

ইরানের বিদ্রোহ শুধু বিদ্রোহ নয়, সেই সংগে চলছে এক্সপেরিমেন্ট, ও যে কোন এক্সপেরিমেন্টেরই ভবিষ্যত অনিশ্চিত। তবে এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল পুরো এলাকার ওপর যে প্রভাব ফেলবে, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এমনকি এ প্রভাব মারাত্মকও হতে পারে।

[]

রচনা : ঢাকা, ৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯। প্রথম প্রকাশ : সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা', ঢাকা : ৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯।

www.pathagar.com

৩. সম্ভাব্য পররাষ্ট্র সম্পর্ক

ইরানে অবশেষে দেখতে দেখতে খোমেনীর অনুগামী ও সংগী 'ইসলামী বিপ্লবীরা' ক্ষমতা দখল করেছেন এবং ইরানের পটভূমি তাঁদের প্রতিশ্রুত সংস্কারাদির জন্য এখন প্রস্তুত। এই সব সংস্কার তাঁরা বাস্তবায়িত করতে পারবেন কিনা, অথবা আদৌ করবেন কিনা, অর্থাৎ তাঁদের তা করবার জন্য যেই ক্ষমতা ও আন্তরিকতার প্রয়োজন, তার দুটো আছে কিনা, সে অন্য কথা। তার বিচারের সময় সম্ভবতঃ এখনো আসেনি। কিন্তু তাঁরা যদি তা করেন, তাহলে সাধারণভাবে বিশ্বপরিস্থিতি ও বিশেষ করে ইরানের আশ-পাশের অবস্থার ওপর তার কি প্রভাব পড়তে পারে? নয়া ইরানের পর রাষ্ট্র নীতি তথা পররাষ্ট্র সম্পর্কই বা কি হতে পারে? তা নিয়ে কিছুটা জল্পনা কল্পনা করা যায়।

যে কোন বিপ্লবী বা সহিংস পরিবর্তনেরই রয়েছে একটি চমক। দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সেদিকে। আর দৃষ্টি প্রভাবিত করে চিন্তাকে, চিন্তার পথ ধরে কর্মকে। ইরানের নয়া সরকার যদি তাদের পূর্ব প্রতিশ্রুত 'ইসলামিক প্রজা-তন্ত্রে'র এক্সপেরিমেন্টটির সূচনা করেন, তাহলে তা আশপাশের মুসলিম জন-সংখ্যা প্রধান দেশগুলোর জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, এতে সন্দেহ নেই। এই সবগুলো দেশ, তথা ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, উপসাগরীয় রাজ্য সংঘ, সউদী আরব, সোভিয়েত তুর্কিস্তান, তুরস্ক, এমনকি সিরিয়া, লেবানন, জর্দান ও মিশরের জনগণ ইরানের এক্সপেরিমেন্টটি লক্ষ্য করবেন, এটাই স্বাভাবিক।

একমাত্র তুরস্ক ও সোভিয়েত তুর্কিস্তান ছাড়া এই সবগুলো দেশেই সেকু-লার শিক্ষার প্রসার সীমিত এবং ধর্মযাজক নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপীঠ ও অন্যান্য ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে সাধারণ জনগণের ভেতর ধর্মের সংগে সম্পর্ক পুরুষানুক্রমে সুগভীর। এই দুই কারণে, এই সব দেশে ধর্ম তথা ইস-লামের নামে প্রপাগেট করা যে কোন কিছু বেশ আকর্ষণের সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

এর যথেষ্ট প্রমাণ মেলে। এমনকি তুরস্কের মত [redacted] সামরিক শক্তি নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি ধ্বংসের চেষ্টা [redacted] যুগব্যাপী ঐতিহ্য রয়েছে, সেখানেও যতবারই অবাধ সাধারণ নির্বাচন দেয়া হয়েছে, ততবারই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদির প্রতি সংবেদনশীল দলটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে ক্ষমতায় এসেছে। প্রায় প্রত্যেকবারই তাকে সামরিক শক্তির হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করতে হয়। ইরাক ও সিরিয়ার মত বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দেশে 'তবলীগে'র মত গোঁড়া ধর্মীয় আন্দোলনের অস্তিত্ব ও জনপ্রিয়তা রয়েছে।

সে যাই হোক, প্রতিপাদ্য হলো এই যে, ইরানের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ইরানের 'ইসলামিক ব্যবস্থা'র এক্সপেরিমেন্ট সাধারণ জনগণের মনে আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করবে। এই দেশগুলোর প্রায় সব কয়টিতেই খোমেনী নিয়ন্ত্রিত 'ইসলামিক বিপ্লবী' দলের মত দল কোন না কোন নামে, কোন না কোন চেহারায় আছে। ইরানে 'ইসলামিক বিপ্লবী'দের সাফল্য তাদের উৎসাহিত করবে ও এই সাফল্যে ইরানের পার্শ্ববর্তী এইসব দেশে সাধারণ মানুষের মনে 'ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে'র ব্যাপারে সৃষ্ট আগ্রহ ও ঔৎসুক্যকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে পারে। এ হলো একটি সম্ভাবনার কথা। সম্ভাবনাটি বাস্তব হলে ইরাক, সিরিয়া ও আফগানিস্তান এমন কি সোভিয়েত তুর্কিস্তানের মত সমাজতান্ত্রিক দেশে যেমন এক মারাত্মক মাৎস্যন্যায়ের সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি সউদী আরব ও আমীরাতের মত রাজতন্ত্রেও তা বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটাতে পারে। এইরূপ চিন্তাই পার্শ্ববর্তী দেশগুলোকে চিন্তিত করে তুলছে। আর তা নয়া ইরানের প্রতি এই সব প্রতিবেশী দেশের প্রতিক্রিয়া ও নীতিতে প্রতিফলিত হচ্ছে এবং সম্ভবতঃ হতে থাকবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন, ও সম্ভবত আফগানিস্তান ও ইরাক চাইবে নয়া ইরানকে দুর্বল দেখতে। চাইবে সেখানকার মাৎস্যন্যায় চলতে থাকুক এবং এর ভেতর দিয়ে সোভিয়েতপন্থী 'তুদেহ' দলের সন্ত্রাসবাদীরা ক্ষমতায় আসুক। সে সম্ভব হলে ইথিওপিয়া থেকে দক্ষিণ ইয়েমেন ও তারপর ইরাক হয়ে পশ্চিম থেকে ও আফগানিস্তান হয়ে পূর্ব দিক থেকে যে একটি সোভিয়েত মিত্রবলয় গড়ে উঠছে, তা শক্তিশালী হবে ও পূর্ণাঙ্গতার দিকে আরো

www.pathagar.com

এগিয়ে যাবে (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। চাই কি, সম্ভব হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রগণ তুদেহ এর সমর্থনে ইরানে হস্তক্ষেপও করতে পারে।

পার্শ্ববর্তী 'কমিউনিস্ট' সরকারগুলো 'ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের' এক্সপেরিমেন্টে যেমন খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারছেন না; পার্শ্ববর্তী 'ইসলামী ব্যবস্থা'ধীন সউদী আরব, আমীরাতকেও তেমনি এই এক্সপেরিমেন্টে খুব সুখী মনে হয় না। নয়া ইরানকে স্বীকৃতির বেলায় তাদের গড়িমসি তার ইংগিত দেয়। পাকিস্তানে যে ইরানের 'ইসলামিক প্রজাতন্ত্র' প্রভাব ফেলেছে, তাও লক্ষ্য করা যায়। সরকারী পর্যায়ে অকস্মাৎ আইনসমূহের ইসলামীকরণের ত্বরান্বয়ন ও বেসরকারী পর্যায়ে ইসলামিক দলসমূহের নয়া ইরানকে অতি দ্রুত অভিনন্দন বাণী প্রেরণ এই প্রভাবের ইংগিতবহ।

এ তো গেল প্রতিবেশীর কথা। মার্কিনীদের বেলায়? মার্কিনীরা ইরানের বিপ্লবের ফলে ইরানকে হারিয়েছে বলে শংকিত। আদৌ হারিয়েছে কিনা, সে একটু পরে দেখা যাবে। তা বোঝা যাবে নয়া ইরানের সম্ভাব্য পররাষ্ট্র নীতির পর্যালোচনা করলে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ইরানকে হারিয়েছে বলে শংকিত, তা তারা প্রকাশ্যেই বলেছে।

ইরান শুধু ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই নয়, অর্থনৈতিক কারণেও মার্কিন ব্যবস্থা, এবং আরো ব্যাপকভাবে, বর্তমান বিশ্ব-'স্ট্যাটাস কো'র জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'স্ট্যাটাস কো' রক্ষাটাও মার্কিন স্বার্থের জন্যই দরকার। মার্কিন অর্থনীতি ও 'বিশ্ব-স্ট্যাটাস কো'কে মার্কিন স্বার্থানুযায়ী বজায় রাখতে হলে ইরানের সংগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুসম্পর্ক বজায় রাখা দরকার। এজন্যই মার্কিনীরা ইরানে একটি মিত্র সরকার চাইবে।

যদি নয়া ইরান মিত্র হতে রাজী না হয়, তাহলে দরকার হলে মার্কিনীরা হয়ত সেখানে একটি মিত্র ভাবাপন্ন সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য হস্তক্ষেপের চিন্তাও করতে পারে। তবে তার এই হস্তক্ষেপ সরাসরি হওয়ার চাইতে 'সাভাকে'র সদস্য ও পাশ্চাত্য ঘেঁষা ব্যবস্থার সমর্থকদের মাধ্যমে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এইভাবে ইরানে অনুগত সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখবার সম্ভাবনা দেখেই সম্ভবতঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের মতই মার্কিনীরাও চাইবে নয়া ইরানকে দুর্বল ও মাৎস্যন্যায়ে নিমজ্জিত দেখতে।

www.pathagar.com

নয়া ইরানকে দুর্বল ও মাৎস্যন্যায়ে নিমজ্জিত দেখতে চাইবে সম্ভবতঃ দুটো পরাশক্তিই। আর তা শুধু হস্তক্ষেপের মাধ্যমে স্বীয় অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেই নয়। নয়া ইরান যদি দুর্বল হয়, যদি অন্তর্ঘাতে বিধ্বস্ত হয়, তাহলে পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে তার নরম সুরে কথা বলবার ও সম্পর্ক স্থাপনের বেলায় অধিক কনসেশন দেয়ার সম্ভাবনাও বেশি। এই চিন্তা থেকেও বিশ্ব রাজনীতিতে যার যার পজিশন ভাল করবার, বা ভাল রাখবার স্বার্থে দুটো পরাশক্তিই ইরানে অন্তর্দ্বন্দ্বকে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য জিইয়ে রাখতে আগ্রহী হবে বলে মনে হয়।

অন্যান্য দেশগুলোর নীতি নয়া ইরানের প্রতি কি হবে, তা অনেকটা নির্ভর করে নয়া ইরানের নিজস্ব পররাষ্ট্র নীতির ওপরই। আর এই নীতি কি হতে পারে? তাও ভাববার বিষয়।

আদর্শিক তত্ত্ব তথা ডকট্রিন ও পরিস্থিতিজাত চাহিদা, এ দু'য়ের নির্দেশেই নির্দিষ্ট হয় পররাষ্ট্র নীতি। বিপ্লব মাত্রই আদর্শরঞ্জিত প্রচেষ্টা। আর তাই বিপ্লবোত্তর সরকারের নীতিতে প্রায় সব সময়ই আদর্শিক তত্ত্বের প্রভাব থাকে বেশি। নয়া ইরানের ক্ষেত্রেও তাই হতে পারে। তারপর পরিস্থিতিজাত চাহিদাও ইরানের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে কাজ করবে।

ইসলামিক তত্ত্বে পররাষ্ট্র সম্পর্কের মূল নীতিগুলো কি? এক, মুসলিম সমাজ গুলোর সংগে সংহতি ও সহযোগিতা। দুই, ইসলামিক ব্যবস্থার প্রসার সাধন ও তাতে সহযোগিতা।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এ সবের যোগফলে ইরানের নীতি বিভিন্ন দেশে "ইসলামিক বিপ্লবী"দের সাহায্য করা, বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও প্রতি-রক্ষায় সহায়তা, মুসলিম সংখ্যালঘুদের "অধিকার রক্ষায়" সক্রিয় হওয়া ও বিভিন্ন মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয় সাহায্য দানের মত কার্যক্রমে চিহ্নিত হতে পারে। এটা বর্তমানের সউদী প্যাটারনালিজম ও লিবীয় এ্যাডভেঞ্চারিজমের একটি সংমিশ্রণের মত হতে পারে। ইরানের পেট্রোডলার বাংলাদেশ ও আফ্রিকার অনেকগুলো পশ্চাৎপদ মুসলিম-প্রধান দেশের উন্নয়নে সুদমুক্ত ঋণ, অনুদান ও বিনিয়োগের আকারে নিয়োজিত হতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মত নিকটবর্তী রাষ্ট্রসমূহের বিরাট মুসলিম জনসাধারণের প্রতি একটি

www.pathagar.com

পিতৃসুলভ ভূমিকাও ইরান নিতে পারে। ভূমিকাটি অনেকটা ভারতের মুসলিমদের প্রতি পাকিস্তান ও দক্ষিণ ফিলিপাইন ও চাদের মুসলিমদের প্রতি লিবিয়ার ভূমিকার মত হতে পারে। এছাড়া ইরান ইরিত্রিয়া ও প্যালেস্টাইনের মুক্তি সংগ্রামীদের সহায়তা করতে পারে।

এইসব সহায়তায় ইরান কতদূর যাবে, তা নির্ভর করবে তার এইসব নীতিতে প্রভাবিত রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পাশ্চাত্য, বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে তার সম্পর্কের প্রকৃতির ওপর। এই দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক মোটামুটি স্বাভাবিক ও সহযোগিতামূলক থাকলে ইরানের প্যাটারনালিজম ও এ্যাডভেঞ্চারিজম অহিংস—তথা নিছক কূটনৈতিক, নৈতিক ও আর্থিক সাহায্যের ভেতরই সীমাবদ্ধ থাকবে। এটা হবে অনেকটা বর্তমানে আরাকানীদের প্রতি সউদী নীতির মত। অন্যদিকে সম্পর্ক শত্রুতার পর্যায়ে নেমে এলে এই প্যাটারনালিজম ও এ্যাডভেঞ্চারিজম সহিংস সক্রিয় সমর্থন তথা সামরিক হস্তক্ষেপের পর্যায় পর্যন্ত যেতে পারে। তা হবে অনেকটা দক্ষিণ ফিলিপাইনে লিবিয়ার সাম্প্রতিক নীতির মত।

ইসলামিক ব্যবস্থার প্রসারের চেষ্টা, মুসলিম সমাজসমূহের সংগে সহযোগিতা ও ন্যায্য যুদ্ধসমূহের সমর্থনের স্বাধীনতা বজায় রেখে সম্ভব হলে নয়া ইরান সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল রাষ্ট্রের সংগে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে আগ্রহী হবে। আর তা হবে পরিস্থিতিজাত চাহিদারই ফলে। ইসরায়েলের মত পরিষ্কার ক্ষেত্রে তা সম্ভব না হলেও অন্যান্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সম্ভাবনা আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে নয়া ইরানকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে আগ্রহী হতে হবে একাধিক কারণে। এক, সংশ্লিষ্ট এলাকায় সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের মুখে শক্তির ভারসাম্য রেখে ইরানের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করার জন্য এই এলাকায় মার্কিন প্রভাবকে খর্বিত করে হলেও বজায় রাখাটা দরকার মনে হতে পারে। দুই, গত দুই দশকেরও অধিক কাল ধরে ইরানে প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুরোটাকেই পাশ্চাত্য, বিশেষ করে মার্কিন টেকনোলজি নির্ভর ও পাশ্চাত্যভক্ত রাজার মুখীন করে গড়ে তোলা হয়েছে। এই সার্বিক নির্ভরতার বন্ধনে ইরান এমনিভাবেই পাশ্চাত্যের সংগে অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়ে

www.pathagar.com

গেছে যে, অকস্মাৎ এ বন্ধন ভেংগে বেরিয়ে আসতে গেলে ইরানের প্রতিরক্ষা ও অর্থনীতি এক মারাত্মক ধ্বসের মুখোমুখি হতে পারে। এই ধ্বস এড়িয়ে এই বন্ধন ভাঙ্গতে হলে তা করতে হবে পর্যায়ক্রমিকভাবে, ধীরে ধীরে।

অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগেও ইরানের সদ্ভাব বজায় রাখবার দরকার আছে। তা বেশ ক'টি কারণে। এক, সোভিয়েত ইউনিয়নের মত এত বড় প্রতিবেশীর সংগে সরাসরি টক্করে লাগবার মত ক্ষমতা ইরানের নেই, আর অমন একটা টক্কর জন্ম দেয়ার ছুতো পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নকে দেয়া ইরানের জন্য হবে এক মারাত্মক কাজ। দুই, পাশ্চাত্য নির্ভরতা থেকে মুক্তি পেতে হলে ইরানকে বাজার ও টেকনোলজির উৎস বিকেন্দ্রিত করতে হবে, আর এ ক্ষেত্রে সোভিয়েত জগত একটি ভাল বাজার ও টেকনোলজির উৎস হতে পারে। তিন, বিপ্লবের পূর্বে বিপ্লবীরা সম্ভবতঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে একটি গোপন বোঝাপড়াও করেছেন। বিপ্লবের কিছুদিন পূর্বে বেলগ্রেডে বিপ্লবের নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনীর প্রতিনিধির সংগে সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভের বৈঠকের খবর পাওয়া যায়। সেখানে সম্ভবতঃ একটি বোঝাপড়া হয়েছে। তা যদি হয়ে থাকে, তাহলে বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়নকে একেবারে তোয়াক্কা না করাটা বিপ্লবী সরকারের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।

নয়া ইরানের পররাষ্ট্র নীতি ও পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিশেষ যত্ন সহকারে লক্ষ্য করবার বিষয়। মাৎস্যন্যায়ে জন্ম নিচ্ছে এর ধারা। আর এই ধারার ওপর নির্ভর করছে আগামী এশিয়ার অনেক কিছু।

[]

রচনা : ঢাকা, ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯। প্রথম প্রকাশ : সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা', ২ মার্চ ১৯৭৯।

www.pathagar.com

৪০ আন্তঃবিপ্লব ঃ অন্তর্দ্বন্দ্ব

ইরানের বিপ্লবোত্তর অন্তর্দ্বন্দ্ব যথেষ্ট আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই রকম অন্তর্দ্বন্দ্ব বিপ্লবোত্তর উশৃংখলার একটি অপরিহার্য অংশই বটে। তাই এ নিয়ে খুব বেশি বিচলিত হবার বা মেতে উঠবার কিছু না থাকলেও একে বুঝবার চেষ্টার প্রয়োজন আছে। বিপ্লব ও বিপ্লবের মূল চরিত্র হলো একটি অতি দীর্ঘ প্রক্রিয়াজাত বিষয়। উপরিউল্লিখিত ধরনের সাময়িক বিশৃঙ্খলায় সৃষ্ট বা লালিত অন্তর্দ্বন্দ্ব তার ওপর কিঞ্চিৎ প্রভাব ফেলে তার 'ফ্ল্যাভার'কে হয়তো কিছুটা বদলাতে পারে, তার ব্যর্থতা বা সাবস্ট্যানসের পরিবর্তনের কোন নিশ্চিত ইঙ্গিত বহন করে না। এই 'ফ্ল্যাভারের' বিষয়টি বুঝবার জন্যই অন্তর্দ্বন্দ্বের ধারাগুলো বুঝবার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা অনেক সময় 'ফ্ল্যাভার' মাত্রও বহির্দেশীয় নীতি নির্ধারকদের প্রভাবিত করে বিপ্লবীদের নীতিটিকেও প্রভাবিত করতে পারে। আর নীতি থেকে ঘটনা ও ঘটনা সমষ্টিতে পরিস্থিতি ও ইতিহাস বিধায় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও নির্দেশিত 'ফ্ল্যাভারটি'ও বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বর্তমানে ইরানের বিপ্লবের, কুর্দিস্তানের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের ধারাটি বাদ দিলে তিনটি প্রধান ধারা বিরাজ করছে। এক, 'ইসলামী বিপ্লবী' ধারা। দুই, 'কমিউনিস্ট' ধারা। এবং তিন, 'পাশ্চাত্য গণতন্ত্রী' ধারা। 'ইসলামী বিপ্লবী' ধারাটিকে 'উগ্র নিখাদ ইসলামী বিপ্লবী' ও 'ইসলামী গণতন্ত্রী' শাসনতান্ত্রিকতাবাদী'; এই দুটো ধারায় বিভক্ত করা চলে বলে মনে হয়।

বিপ্লবটি সংঘটনের সময় 'ইসলামী বিপ্লবী' ধারাটি বিপ্লবের প্রধান ধারা হিসেবে কাজ করে। কমিউনিস্ট ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রী ধারাদ্বয় বিপ্লব সংঘটনে এই প্রধান ধারাটির গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ধারা হিসেবে কাজ করলেও বিপ্লবের প্রধান ধারা হিসেবে কাজ করতে পারেনি। এটা প্রধানতঃ ইরানের স্থানীয় ও সাময়িক পরিস্থিতির জন্যই অধিক বটে। নতুবা কমিউনিস্ট বা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রীদের বিপ্লবের প্রতি ডেডিকেশন বা সাংগঠনিক চরিত্রগত উৎকৃষ্টতা 'ইসলামী বিপ্লবী'দের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। ইরানের পরিস্থিতিতে কিভাবে

www.pathagar.com

বিপ্লবের প্রধান ধারা হিসেবে কাজ করবার সুযোগ কমিউনিস্ট বা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রীদের পরিবর্তে ইসলামী বিপ্লবীরাই পান বেশি, সে প্রসংগে অতি সংক্ষেপে হলেও এই পুস্তকের শেষাংশে আলোচনা করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য ঃ পরিশিষ্ট-ক/দুই)। এখানে তাই তা এড়িয়ে যাওয়া হল।

যেহেতু 'ইসলামী বিপ্লবী' ধারাটিই বিপ্লবের প্রধান ধারা ছিল, সেই হেতু বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতিতে এই ধারাটিই রাষ্ট্রযন্ত্র হস্তগত করে। তা সত্ত্বেও প্রশাসনে 'ইসলামী বিপ্লবীগণ' পাশ্চাত্য গণতন্ত্রীদেরও গ্রহণ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রশাসনটি অনেকটা একটি যুক্তফ্রন্টের মত হয়।

কিন্তু এই যুক্তফ্রন্টটিকে, রাখা হয় 'ডিসাইসিভ'ভাবে 'ইসলামী বিপ্লবী'দের দ্বারা চিহ্নিত ও নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট সরকার হলেও ইরানের এই সরকার 'ডিসাইসিভ'ভাবেই 'ইসলামী বিপ্লবী'দের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত সরকার। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রীদের ভেতর থেকে একমাত্র করীম সাঞ্জাবীকেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বাজারগানের পাশ্চাত্যকৃত বেশভূষা ও আচার আচরণ দেখে অনেকেই তাঁকেও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রী ধারার বলে মনে করলেও যতদূর জানা যায়, তাঁর কমিটমেন্ট পাশ্চাত্য গণতন্ত্রী নয়. বরং 'ইসলামী বিপ্লবী' ধারাটির সংগে রয়েছে এবং তা আজ থেকে নয়, অন্যূন আঠারো বছর থেকে। খোমেনীর সংগে তাঁর মতবিরোধও এটা প্রমান করে না যে, তিনি 'ইসলামী বিপ্লবী' ধারার লোক নন। খোমেনীর সংগে তাঁর মতবিরোধের কারণ ইসলাম না পাশ্চাত্য গণতন্ত্র এই প্রশ্ন নয়, অন্য কিছু। সে প্রসংগে একটু পরে আসা যাবে।

ইরানের বর্তমান সরকারটি ইসলামী বিপ্লবীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও 'ডিসাইসিভ'ভাবে তাঁদের দ্বারাই গঠিতই যদি হয়. তাহলে ইসলামী বিপ্লবীরা যুক্তফ্রন্ট সরকারই বা করতে গেলেন কেন ?

এর একাধিক কারণ থাকতে পারে। এক, বিপ্লবের পর পর নিজেদের অবস্থান, যথেষ্ট সুসংহত করে না ফেলার আগে 'ইসলামী বিপ্লবীরা' সম্ভবতঃ 'ডিসাইসিভ' হতে পারে--বিপ্লবের ভেতরের এমন ধরনের সব বিরোধিতার পথই বন্ধ রাখতে চেয়েছিলেন।

www.pathagar.com

'কমিউনিস্ট' ধারাটিকে তোয়াক্কা না করলেও তাঁদের চলতো বলেই তাঁরা উপলব্ধি করেন। কেননা ব্যাপক জনসাধারণের ভেতর কমিউনিস্টদের বা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রীদের চেয়েও 'ইসলামী বিপ্লবী'দের সমর্থনের 'বেস'ই ছিল বহুগুণে অধিক বিস্তৃত ও সুদৃঢ়। অসুবিধে যা ছিল তা প্রশাসনসহ এলিটের ভেতর সমর্থনের ভাগাভাগি নিয়ে। প্রসাশনসহ এই এলিটের বিরাট অংশই ছিল বিপ্লববিরোধী। যারা বিপ্লবী ছিল তার ভেতর সম্ভবতঃ অধিকাংশই ছিল পাশ্চাত্যকৃত পাশ্চাত্য গণতন্ত্রী। তারা বিপ্লবে অংশ নিয়েছিল বা সমর্থন দিয়েছিল তথা শাহের বিরোধিতা করেছিল এই জন্য নয় যে, শাহ পাশ্চাত্যকরণ করছিল ; বরং তারা তা' করছিল এই জন্য যে, শাহ যথেষ্ট পাশ্চাত্যকরণ করছেন না—এখনো প্রাচ্যের সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচার বজায় রেখেছেন। তা ধ্বংস করে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র আনতে হলে শাহকে উৎখাতের ব্যাপারে একমত হলেও দেখা যাচ্ছে, বিপ্লবে অংশ গ্রহণকারী 'ইসলামী বিপ্লবী' ও পাশ্চাত্যকৃত প্রশাসন সহ এলিটের পাশ্চাত্য গণতন্ত্রবাদী বিপ্লবী অংশ কিন্তু চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের ও পাশ্চাত্যকরণ প্রশ্নে চিন্তাধারার দিকবিচারে সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। বিপ্লবের পরপর এদেরকে মোটামুটি সন্তুষ্ট রাখবার ব্যবস্থা না করা গেলে প্রশাসন সহ এলিটটিতে 'ইসলামী বিপ্লবী'দের 'বেস' খুবই দুর্বল হতো। এই ভেবে এদের জন্যই সম্ভবতঃ করিম সাঞ্জাবীদের মত লোককে অনেকটা প্রতীক হিসেবেই সরকারের উল্লেখযোগ্য জায়গায় রাখা হয়। এটা না করলে পাশ্চাত্যকৃত বিপ্লবী ও পাশ্চাত্যকৃত শাহপন্থীদের ঐক্যের মাধ্যমে প্রশাসন সহ এলিটের 'ডিসাইসিভ' বৃহদাংশের বিপ্লবের বিরুদ্ধে চলে যাওয়ার ভয় ছিল। সে হলে বিপ্লবের এবর্ট করবারও ভয় ছিল।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রীদের হাতে রেখে মোটামুটি প্রশাসন চালাবার ক্ষমতা আয়ত্ব করে 'ইসলামী বিপ্লবী'রা দ্রুত শাহপন্থীদের প্রশাসন থেকে নির্মূল করেন। এই কাজটি সম্পন্ন হবার পর যখন পাশ্চাত্য গণতন্ত্রীদের সমর্থনের ডিসাইসিভনেস পূর্বের তুলনায় কমে এল, তখন 'ইসলামী বিপ্লবী'রা এদের আর আগের মত আমল দেয়ার দরকার মনে করছেন না বলে মনে হয়। এবং এই জন্যই এখন করিম সাঞ্জাবীর সরকার থেকে বিচ্যুতির গুজব শোনা যাচ্ছে। একই সংগেও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রীদের প্রতি কঠোর ব্যঙ্গোক্তিও এখনই শোনা যাচ্ছে।

সে যাই হোক, যুক্তফ্রন্টে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রীদের রাখলেও কমিউনিস্টদের না

www.pathagar.com

রাখাটা আমার উপরোক্ত বিশ্লেষণটিকে সমর্থন করবে বলে মনে হয়। কমিউনিস্টরা প্রশাসন বা এলিটে তেমন ডিসাইসিভভাবে ছিলেন না বলেই এই রকম।

'ইসলামী বিপ্লবী' ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রীদের দ্বন্দ্বটি দানা বেঁধে উঠতে থাকে প্রশাসনে শাহপন্থীদেয় নির্মূল করবার ভেতর দিয়ে পাশ্চাত্যপন্থীদের সহযোগিতার প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে কমে আসবার সংগে সংগে। তাছাড়া বিপ্লবোত্তর সমাজ গঠনের সুস্পষ্ট পরিকল্পনাদি বাস্তবায়নের কথা উঠবার সংগে সংগে 'ইসলামী বিপ্লবী' ও পাশ্চাত্য 'গণতন্ত্রী'দের তত্ত্বগত বিরোধটিও পরিষ্কার হতে শুরু করে ও গুরুতর হয়ে ওঠে। ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের তত্ত্বগত বিরোধের আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য-২ অধ্যায়) নতুন সমাজ ব্যব্যস্থা রচনা করতে গিয়ে 'ইসলামী বিপ্লবী'রা ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে কিনা এই প্রশ্নে রেফারেণ্ডাম অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করলেই পাশ্চাত্য জীবন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত পাশ্চাত্য গণতন্ত্রপন্থীগণ শংকিত হয়ে পড়েন। তাঁরা জনগণের ভেতর ইসলামী ব্যবস্থার পরিবর্তে পাশ্চাত্যের 'নিখাদ গণতন্ত্রে'র পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়ার জন্য কোন না কোন কারণ দেখিয়ে রেফারেণ্ডামের সময়টি পেছানোর চেষ্টা শুরু করেন। একই সংগে পাশ্চাত্য পোশাকে অভ্যস্ত শহুরে এলিট মহিলারা পোশাক আশাকের ইসলামীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ শুরু করেন। এভাবে বিপ্লবের ভেতব প্রকাশ্যভাবেই 'ইসলামী বিপ্লবী' ও 'পাশ্চাত্য গণতন্ত্রী'দের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়'। তাঁদের বিপ্লবোত্তর আঁতাতে ফাটল দেখা দেয় এইভাবে।

'কমিউনিস্ট'দের বেলায় আঁতাতটি বিপ্লব সংঘটন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। বিপ্লব ঘটবার পর পরই দ্বন্দ্বটি দেখা দেয়। প্রথমে বিপ্লবোত্তর সরকার গঠনে তথা যুক্তফ্রন্টে তাঁদের নেয়া না নেয়ার প্রশ্নে, পরে বিপ্লবোত্তর সমাজ গঠনের প্রশ্নে তত্ত্বগত মতপার্থক্য প্রকট হয়ে ওঠে। ইসলামী ব্যবস্থা ও কমিউনিস্ট ব্যবস্থার তত্ত্বগত পার্থক্য ও বিরোধ নিয়েও পূর্বোল্লিখিত অধ্যায়টিতে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ত গেল বিপ্লবের প্রধান তিন ধারার ভেতরের দ্বন্দ্বের কথা। প্রধানতম তথা 'ইসলামী বিপ্লবী' ধারাটির অন্তর্দ্বন্দ্বটিই সম্ভবতঃ বিপ্লবের টিকে

www.pathagar.com

থাকা না থাকা'র ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধারাটির ভেতর দ্বন্দ্বটি দু'ধরনের। এক, তত্ত্বগত প্রশ্নে। দুই, নিতান্তই ব্যবহারিক ধরনের—পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন নিয়ে।

তত্ত্বগত প্রশ্নে একটি ধারা অতিবিপ্লবী চিন্তাধারা পোষণ করে ও বিপ্লবের পক্ষে ক্ষতিকর বলে যাদের মনে করে, তাদের বিপ্লবী আদালত ইত্যাদির মাধ্যমে দ্রুত 'বিচারের' পর নির্মূল করতে চায়। বিপ্লব যেহেতু যুদ্ধ সেই হেতু যুদ্ধকালীন অবস্থায় যেভাবে 'সিভিল' আইনের দীর্ঘসূত্রী তথাপি সম্ভবতঃ অধিকতর 'ন্যায়ানুগ' বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তে বিপ্লবী বা 'সামরিক' আইনের দ্রুত এবং অধিকতর 'নিরাপদ' বিচার ব্যবস্থা অধিক গ্রহণযোগ্য, বিপ্লবেই সেই রকম—সম্ভবতঃ এই-ই হলো তাঁদের যুক্তি।

'সিভিল' বিচার ব্যবস্থায় দোষ সন্দেহে আটক ব্যক্তিকে দোষী বলে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে না পারা পর্যন্ত শাস্তি দেয়া যায় না। 'সামরিক' বা 'বিপ্লবী' বিচার ব্যবস্থায় সাধারণতঃ দোষী সন্দেহে আটক ব্যক্তিকে সে নির্দোষ নয় প্রমাণ করতে পারলেই শাস্তি দেয়া হয়। এ হলো দুটো আইনের স্পিরিটগত পার্থক্য। ইরানের উগ্র ইসলামী বিপ্লবী ধারাটি এই পার্থক্যের ক্ষেত্রে 'বিপ্লবী' বিচার ব্যবস্থাটিকেই অনুসরণ করতে চাইছেন। যেহেতু বাজারগানের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত সরকার একটি ফরম্যাল সরকার ও এই কারণে আন্তর্জাতিক আইন ও বিশ্ব-সমাজের কাছে নৈতিকভাবে হলেও জবাব-দিহি করতে বাধ্য, সেইহেতু তাকে দিয়ে ঐরূপ 'বিপ্লবী' বিচার করিয়ে নিতে অসুবিধা আছে দেখেই এই উগ্র বিপ্লবী ধারাটি এই সরকারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত 'বিপ্লবী কমিটি' ও 'বিপ্লবী আদালত' প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের 'বিপ্লবী বিচারে'র কাজ চালিয়ে বিপ্লবের প্রায় সব প্রধান শত্রুকেই মৃত্যুদণ্ড দিয়ে নির্মূল করেন।

'ইসলামী ব্যবস্থা'র প্রতি কমিটমেন্টের ক্ষেত্রে ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনের এই উপধারাটির আন্তরিকতা ও উৎসাহ অন্য উপধারাটির চেয়ে সম্ভবতঃ বেশি — এই ধারণা, অন্য উপধারাটির পাশ্চাত্যপ্রীতি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ, এবং অন্য ধারাটির প্রাধান্যে বাজারগান সরকারের মূল বিপ্লবী পরিষদের নিয়ন্ত্রণের

www.pathagar.com

বাইরে স্বাধীনভাবে কাজ করবার প্রবণতা প্রসঙ্গে চিন্তিত হয়ে পড়া—এই তিনটি কারণেই সম্ভবতঃ বিপ্লবের পিতৃপুরুষরূপ আয়াতুল্লাহ খোমেনী দুটো উপধারার ভেতর, প্রাথমিকভাবে হলেও, উগ্র বিপ্লবী উপধারাটির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন বলে মনে হয়।

অন্যদিকে বাজারগান, শরীয়ৎ মাদারী ও মাহমুদ তলেগানীর মত 'নম্রপন্থী'রা সম্রাটের পতনের পর বিপ্লবী উশৃংখলার আর প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না বলেই মনে হয়। এই মতানুযায়ী, এখন 'বিপ্লবী' নয়, 'বিপ্লবোত্তর' পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং এই পরিস্থিতিতে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে 'সিভিল' ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে বিপ্লবোত্তর সমাজ গঠন করতে হবে।

উভয় উপধারাই ইসলামিক তত্ত্বে তাঁদের চিন্তার সমর্থন খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছেন। একটি উপধারা ইসলামিক তত্ত্বের আকর থেকে উদ্ধৃত করবেন, "মতাদর্শের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের অবকাশ নেই।" অন্য উপধারাটি উদ্ধৃত করবেন, "হত্যাকাণ্ডের চেয়েও নৈরাজ্য অধিক মারাত্মক।"

যে উদ্দেশ্যে খোমেনী উগ্র 'ইসলামী বিপ্লবী'দের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শন করেন, সে উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁরই নিয়োগপ্রাপ্ত বাজারগান সরকারের প্রতি তাঁর সমর্থন পুনরায় ঘোষণা করেন ও তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্য সমঝোতায় আসেন। এটাকে অনেকে বাজারগান সরকারের প্রতি খোমেনীর নতি স্বীকার বলে মনে করছেন। ব্যাপারটি ঠিক তা নয়।

বিপ্লবের প্রায় সকল প্রধান শত্রুকেই নির্মূল করা হয়েছে। বাজারগান সরকারও এটা বুঝেছেন যে, মূল বিপ্লবী পরিষদের নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে তাঁদের পক্ষে স্বাধীনভাবে নিজ মনমত কাজ করে যাওয়া সম্ভব নয়—এটা বুঝতে পেরেছেন বলেই বাজারগান এক পর্যায়ে পদত্যাগ পর্যন্ত করতে চেয়েছেন। এ দুটো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই মুখ্যতঃ খোমেনীর পক্ষে উগ্র বিপ্লবীদের পৃষ্ঠপোষকতার দরকার ছিল। উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার পর এখন বিপ্লবের প্রধান শত্রুমুক্ত পরিস্থিতিতে বাজারগান সরকারকে ঠিক মত কাজ করতে দেয়াটাই এখন খোমেনী তথা মূল বিপ্লবী পরিষদের কাম্য। এই জন্যই তিনি এখন 'বিপ্লবী কমিটি' ইত্যাদির মাধ্যমে 'বিচার' ও মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদি তথা মাৎস্যন্যায় বন্ধ করবার নির্দেশ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

ওপরে কিছু ব্যবহারিক প্রশ্নে মতবিরোধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিরোধটি অনেকটা স্বাভাবিক। উগ্র, অনেক ক্ষেত্রে অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত অত্যুৎসাহী বিপ্লবিগণ প্রশাসনের নানা টেকনিক্যাল সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই নানারূপ অঙ্গীকার প্রদান ও প্রশাসনের কাছ থেকে তার বাস্তবায়ন দাবী করছিলেন। অনেক সময় এক একটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে টেকনিক্যাল কারণেই সময়ের প্রয়োজন হয়। অথচ বিপ্লবীরা অত্যুৎসাহ বশে অনেক সময়ই সেই সময়টি পর্যন্ত দেয়ার মত ধৈর্য ধরতে পারছিলেন না। এসব কারণেই বিপ্লবী প্রশাসন ও প্রশাসনের টেকনিক্যাল বিষয়সমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ অত্যুৎসাহী বিপ্লবীদের ভেতর দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছিল।

এইসব অত্যুৎসাহী বিপ্লবীর গুরুরূপ খোমেনী ও তাঁরই নিয়োজিত বাজারগান সরকারের ভেতর সমঝোতা ও খোমেনীর তৎপরবর্তী নির্দেশ এই অবস্থারও প্রতিকারের পথ প্রশস্ততর করেছে বলে মনে হয়।

ইরানের বর্তমান অন্তর্দ্বন্দ্ব একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু তা ইরানের বিপ্লবকে বিপন্ন করেছে, বা তার প্রকৃতি বা উদ্দেশ্যের আশু পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে, এটা মনে হয় না।

[]

রচনা : ঢাকা, ১৯ মার্চ ১৯৭৯। প্রথম প্রকাশ : সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা', ঢাকা; ২৩ মার্চ ১৯৭৯।

www.pathagar.com

৫০ উপসংহার ঃ আফ্রিকা ও এশিয়ায় বিপ্লবী প্রচেষ্টার জন্য শিক্ষা

এক ।।

আফ্রিকা ও এশিয়ায় এটি হলো বিপ্লবের যুগ। কথাটি ভাল না মন্দ সে অন্য বিষয়। কিন্তু বিপ্লব বিংশ শতাব্দীর এই দ্বিতীয়ার্ধে, তৃতীয় বিশ্বে অনেকটা অনিবার্য হয়েই দেখা দিয়েছে। ঔপনিবেশিক প্রভুগণ যে সব রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রেখে গেছে, তৃতীয় বিশ্বের মানুষের আজকের চাহিদা ও আশা-আকাংখার সংগে তার অসঙ্গতি, এলিটের ভেতর পাশ্চাত্য উচ্চ শিক্ষা, বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ও প্রচার ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি, পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল হিসেবে তৃতীয় বিশ্বে সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ও জাতীয়তাবাদের বিকাশ, এবং তৃতীয় বিশ্বের তুলনায় উন্নত বিশ্বে জীবনযাত্রার ধারা ও মানের পার্থিব সুবিধাগত বিচারে অত্যধিক উন্নতি —এ সবই একজোট হয়ে তৃতীয় বিশ্বে বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে অনিবার্য করে তুলেছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় গতিমুখই হলো সেকুলার। পার্থিব সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে তা এই শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রভাবিতদের আগ্রহী করে তোলে। তৃতীয় বিশ্বের পুরনো শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল প্রধানতঃই ধর্মপ্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত ও ধর্মনির্ভর। পার্থিব সুযোগ-সুবিধার আগ্রহ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের পূর্বেও তৃতীয় বিশ্বের সমাজসমূহে বিরাজমান ছিল। কেনই বা থাকবে না? মানুষ মাত্রেই পার্থিব ও বস্তুগত আকাংখা ও প্রয়োজন বোধ করে। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের পূর্বে, ধর্মনির্ভর শিক্ষা ও সামাজিক মূল্যবোধ সাধারণতঃ মানুষকে পার্থিব সুখ-সুবিধা বিমুখ করবার চেষ্টা করতো। যেসব ধর্ম তা করেনি, তারাও মানুষকে, নিছক ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে যতদূর দরকার ততদূর মাত্রই শুধু পার্থিব সুবিধা সন্ধানকে চালিয়ে যেতে অনুমতি দেয়। এর ফলে সমাজে সকলেই পার্থিব সুবিধা বিমুখ হয়ে পড়ে, এমনটি নয়। তা হলে ভূস্বামী, সামন্ত, রাজরাজড়ার প্রতিষ্ঠা হতো না, সামন্ততন্ত্রেরও বিকাশ হতো না। পার্থিব সুবিধা সন্ধানী তৃতীয় বিশ্বের সমাজসমূহে কিছু অবশ্যই সেখানে পাশ্চাত্য শিক্ষার

www.pathagar.com

পূর্বেও ছিল। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল স্বল্প আর পার্থিব সুযোগ-সুবিধা বিমুখ, বা ন্যূনতম সুবিধায় সন্তুষ্ট বিশাল জনসাধারণকে ঠকিয়ে তাদের পার্থিব সুবিধার ক্ষুধা তারা সহজেই নিবারণ করতে পারতো। তাই প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার কোন আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন তাদের ছিল না। সেকুলার চিন্তামুক্ত বিপুল জনগোষ্ঠীর ভেতরও এমন পরিবর্তন আনবার কোন উল্লেখযোগ্য স্পৃহা মূল্যবোধগত কারণে সাধারণতঃ দানা বাঁধেনি। তাই পাশ্চাত্য তথা সেকুলার শিক্ষার প্রসারের পূর্বে তৃতীয় বিশ্বে সমাজ-বিপ্লবের প্রয়োজন বা সম্ভাবনা খুব বেশী ছিল না।

কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে প্রথমে এলিট ও পরে তাদের সংস্পর্শে ও প্রভাবে তাদের নেতৃত্বাধীন জনসাধারণ ক্রমেই সেকুলার তথা পার্থিব সুখ-সুবিধার চিন্তায় প্রভাবিত হতে শুরু করে।

গত কয়েক দশক ধরে আফ্রিকা ও এশিয়ায় প্রধানতঃ ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসকদের শিক্ষানীতির ফলে সূচিত ও পরে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত জাতীয় নেতৃত্বের প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্য সেকুলার শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটে। ফলতঃ আজ তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সকলেই, এমনকি অশিক্ষিত সাধারণ মানুষও পার্থিব সুযোগ-সুবিধার একরূপ বড় ধরনের চাহিদা অনুভব করতে শুরু করেছে। এখন আর তাদের দু'মুঠো অন্ন, দু'টুকরো পরবার কাপড় আর মাথা গুঁজবার ঠাঁই হলেই চলে না; পার্থিব সুযোগ সুবিধার যত রকম অবয়ব তারা দেখেছে, বা তার সম্পর্কে শুনেছে, বা তা কল্পনা করতে পারে—তা'ই তারা চায়।

পার্থিব সুবিধার যা কিছু সম্ভব তা'ই চাওয়ার এই স্পৃহাকে একটি বিশাল বস্তুগত ক্ষুধায় রূপান্তরিত করেছে যোগাযোগ ও প্রচার ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি এবং তৃতীয় ও উন্নত বিশ্বের ভেতরকার বস্তুগত উন্নতির বিশাল ব্যবধান। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ যেখানে এখনো মানবেতর জীবন যাপন করছে, সেখানে উন্নত বিশ্বের মানুষের কাছে ফ্রিজ, এয়ারকণ্ডিশনার, গাড়ী ও সুষম খাদ্য অতি সাধারণ ব্যাপার বৈ নয়। উন্নত বিশ্বের জীবনযাত্রার অংশ এই সব বিশাল সুবিধার কথা আজকে রেডিও দ্রুত পেঁৗছুতে সক্ষম; চিঠি দ্রুত ভ্রমণক্ষম ভ্রমণকারী। টেলিপ্রিন্টারে খবর পেয়ে তা পুনঃপ্রচারে সক্ষম পত্রিকা

www.pathagar.com

এসবের মাধ্যমে অহরহই তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সকল মানুষের কাছেই পেঁৗছে দিচ্ছে। এ যেন বুভুক্ষু কাঙালকে ভুনা মাংস দেখিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলার মত।

ফল হচ্ছে, তৃতীয় বিশ্বের মানুষ পরিবর্তনের স্পৃহা অনুভব করছে। এক বিরাট পরিবর্তনের স্পৃহা। কিন্তু অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশ যেখানে থাকে রুদ্ধ; তৃতীয় বিশ্বে ঔপনিবেশিক শাসকদের রেখে যাওয়া রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে উন্নত বিশ্বের জীবনধারার সকল না হোক অধিকাংশ সুযোগ সুবিধারও ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য যেই রকম 'বিরাট পরিবর্তনের' প্রয়োজন, তার ব্যবস্থা করা সেখানে সম্ভব নয়। তদ্রূপ, গত শ' দু'শ বছর ধরে ঔপনিবেশিক শাসন বা তার হুমকির মুখে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশ যেখানে রুদ্ধ রয়ে গেছে; ঠিক সেখানেই, একই সময়ে, তৃতীয় বিশ্বের উপনিবেশগুলোর শোষণ ও নিজস্ব অর্থনীতির অব্যাহত বিকাশের ভেতর দিয়ে আজকের উন্নত বিশ্ব উন্নতির এমন পর্যায়ে গিয়ে পেঁৗছায়, যেখানে আজকের তৃতীয় বিশ্বের পক্ষে, তার সাধারণ মানুষ মনে মনে যে রকম অবিলম্বে চাচ্ছে, সে রকম অবিলম্বে গিয়ে পেঁৗছুনো কোনক্রমেই সম্ভব নয়। অবিলম্বে দূরে থাক, অতি দ্রুত সেখানে গিয়ে পেঁৗছুনো তৃতীয় বিশ্বের ঔপনিবেশিক শাসকদের রেখে যাওয়া রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে, স্বাভাবিকভাবে, সম্ভব নয়।

এটা সম্ভব নয় এই জন্য যে, ঔপনিবেশিক শাসকগণ এই ব্যবস্থার ক্ষমতাসীন শীর্ষে যাদের প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছে, ব্যবস্থাটি মুখ্যতঃ তাদের স্বার্থটিই কেবল সংরক্ষণ করে থাকে। ব্যবস্থাটির মেকানিজমটিই এমন যে, তার ভেতর দিয়ে ঐ বিশেষ শ্রেণীটি ছাড়া আর কারো পক্ষে সাধারণতঃ ঐ শীর্ষে পেঁৗছুনো সম্ভব নয়। দু'য়েকজন যে অসাধারণ প্রতিভা বা পরিশ্রমের বলে রাষ্ট্রযন্ত্রের এই অলিখিত কিন্তু প্রায় অমোঘ এই নিয়মটির ফাঁক গলিয়ে ওপরে উঠে আসেন না, তা নয়। বা মুখ্যতঃ ঐ ওপরতলার শ্রেণীটির স্বার্থ সংরক্ষণেই নিয়োজিত থাকলেও এই রাষ্ট্রব্যবস্থাটি অন্যান্য শ্রেণীর স্বার্থের জন্য একেবারে কিছুই করে না, তাও নয়। কিন্তু এই সব ব্যতিক্রম এতই অপ্রতুল যে, বিপুল জনগণের পার্থিব সুখ-সুবিধা সংক্রান্ত সবটুকু বা অধিকাংশ ক্ষুধাটুকু মেটাবার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাটির বিশাল অক্ষমতা প্রতিকারের জন্য তা উল্লেখযোগ্য তেমন কোন অবদানই সাধারণতঃ রাখতে পারে না।

www.pathagar.com

এই জন্য তৃতীয় বিশ্বের সমাজসমূহের বিপুলতর জনগণের কাছে ঔপনিবেশিক শাসকদের রেখে যাওয়া ব্যবস্থা ও তার দেশীয় চালকদের নির্মিত 'ক্লাব'টি ভেঙ্গে ফেলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোটির একটি বড় ধরনের পরিবর্তনের প্রয়োজনটি ক্রমেই প্রকটিত হতে থাকে। আর প্রয়োজনবোধের এই প্রকটতার ভেতর দিয়েই বিপ্লব অনিবার্য হয়ে উঠে।

বিপ্লব, সাধারণভাবে অনিবার্য হলেও তৃতীয় বিশ্বের সবখানেই সর্বক্ষেত্রেই তা এইরূপ, তা হয়তো ঠিক করে বলা যায় না। বিপ্লব ছাড়াও তৃতীয় বিশ্বের বিপুলতর জনসাধারণের পার্থিব সুখ সুবিধার বিশাল ক্ষুধাটিকে, সাময়িক ও মোটামুটিভাবে হলেও দূর বা অবদমিত করে রাখবার দু'টো প্রধান উপায় আছে। এক, ওপরতলা থেকে সূচিত এমন একটি দ্রুত সংস্কার-আন্দোলন, যা জাতীয় অর্থনীতিকে দ্রুত বলিষ্ঠ ও সমাজকে অর্থনৈতিক অসমতা থেকে মুক্ত করে আনতে পারে। দুই, বিপুল বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে দেশে একটি কৃত্রিম প্রাচুর্যের সৃষ্টি। প্রথমোক্তটি তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর বর্তমান অবস্থায় প্রায় অসম্ভব। এই কাঠামো সাধারণতঃ দুর্নীতির ভারে জর্জরিত, দক্ষতা বিচারে অনুৎকৃষ্ট, স্বার্থচিন্তার ওপরে উঠতে অক্ষম লোক দ্বারা চালিত ও তৃতীয় বিশ্বের সমাজসমূহের ঐতিহাসিক বিবর্তনের বর্তমান পর্যায়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলেই এইরূপ। এই শেষোক্ত কারণটির একটু ব্যাখ্যা দরকার।

তৃতীয় বিশ্বে ঔপনিবেশিক শাসকেরা যেই রাষ্ট্রিক কাঠামোটি রেখে গেছে, তা পাশ্চাত্যের অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক পর্যায়ের ফল ও তার সঙ্গেই তা সঙ্গতিপূর্ণ। অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক পর্যায়ে সামাজিক মূল্যবোধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সমাজকল্যাণ চিন্তা নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী, নিয়মানুবর্তিতা, পরমত সহিষ্ণুতা ইত্যাদির মত উপাদানের সমাহার না থাকলে এই কাঠামোটির পক্ষে যথাযথ ফলদায়ক হিসেবে বজায় থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ সমাজ এখনো অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক পর্যায় দূরে থাকে, নিখাদ পুঁজিতান্ত্রিক পর্যায়েও পুরোপুরিভাবে এসে পেঁৗছতে পারেনি। এখনো তার সমাজ-ব্যবস্থার অধিকাংশ ও মূল্যবোধ ব্যবস্থার প্রায় সর্বাংশ সামন্ততান্ত্রিক পর্যায়ে রয়েছে। এমতাবস্থায়, এই পর্যায়ে, এই সব সমাজের ওপর চাপিয়ে দেয়া পাশ্চাত্যের অগ্রসর

www.pathagar.com

পুঁজিতান্ত্রিক পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাটি ঠিক মত কাজ করে যেতে পারে না। এটা হচ্ছে অনেকটা ডাঙ্গায় জাহাজ চালাবার চেষ্টার মত।

সে যা'ই হোক, নানা কারণেই তৃতীয় বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রিক আর্থিক ব্যবস্থা বজায় রেখেই, ওপর থেকে ব্যাপক সংস্কার সাধন করে বিপ্লব তথা বিপ্লবগত রক্তপাত ও অনিশ্চয়তা এড়িয়ে যাওয়াটা আকর্ষণীয় হলেও একটি প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

বিপ্লবগত রক্তপাত ও অনিশ্চয়তা এড়ানোর অন্য যে পথটির কথা বলা হয়েছে, তা অতি সতর্ক ও সুকৌশলী নেতৃত্বের অভাবে দেশকে নয়া উপনিবেশবাদের খপ্পরে ঠেলে দিতে পারে। এছাড়া, পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্যতম ফল হিসেবে জাতীয়তাবাদের বিকাশের ফলে এই একই আশংকাজনিত কারণে এই পথটি প্রায়ই তৃতীয় বিশ্বের শিক্ষিত এলিট এবং তার প্রভাবাধীন জনসাধারণের কাছে গ্রহণীয় হয় না বলে এ পথে অগ্রসর হওয়াটাও সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এসব কারণেই তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ সমাজেই বিপ্লব অনিবার্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

দুই ।।

বিপ্লব, তার রোমান্টিক উপাদান ও তার সাফল্যে ভাগ্যের যে বিরাট শুভ পরিবর্তনের সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি সে দেয়, তা তার জন্য একটি অতি আকর্ষণীয় ব্যাপার। কিন্তু রোমান্টিকতা ও একতরফা আশাবাদ বিবর্জিত বাস্তববাদী চিন্তা দিয়ে বিচার করলে বিপ্লবের একটি ভয়ংকর রূপও ধরা পড়বে। ব্যাপক রক্তক্ষয়, সময়ে অর্থনীতির ভেঙ্গে পড়া ও বিপ্লবের অব্যবহিত পর পর বেশ দীর্ঘকাল ধরে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নৈরাজ্য বিরাজ করে, তার ভারে এমনিতেই মেরুদণ্ড-ভেঙ্গে-পড়া বিপুলতর জনসাধারণ এক দুঃসহনীয় অবস্থায় পড়েন। এসবও গ্রহণযোগ্য—ভাগ্য পরিবর্তনের মূল্য হিসেবে। কিন্তু বিপ্লব সংক্রান্ত সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হলো এই যে, এত মূল্য দেয়ার পরও যে আশায় এসব কিছুই অনেকটা জেনে-শুনেই বরণ করে নিতে অগ্রসর হওয়া হয়, তা যে বিপ্লবের ফলে ঘটবেই, বিপ্লব সফল হবে এবং বিপ্লবোত্তর একটি সুষ্ঠু পরিবর্তন আসবেই; তার

www.pathagar.com

কোন নিশ্চয়তা প্রায় কোন বিপ্লবের ক্ষেত্রেই থাকে না। আর এইটেই হলো সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয়। সর্বস্ব হারিয়েও কোন শুভ পরিবর্তনের বদলে এমনিতেই দুর্বল জনসাধারণ যখন আরো সর্বনাশের মুখোমুখী হন, তখন তারা চরম কষ্টে পতিত হন, তাঁদের মনোবল ভেঙ্গে যায়, এমনকি তাঁরা বিপ্লব-বিমুখ পর্যন্ত হয়ে উঠতে পারেন। তাতে বিপ্লবের সংগঠন ও সুষ্ঠু সংঘটন অন্ততঃ এই 'এবর্টিভ' বিপ্লবের ভুক্তভোগী পুরুষটির জীবদ্দশায় পূর্বের তুলনায় কঠিনতর হয়ে দাঁড়ায়। বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়ে পড়ে আরো বিলম্বিত, মূলতুবী। 'এবর্টিভ' বিপ্লবের ফলে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রিক, আর্থিক কাঠামোটিরও ভেঙ্গে পড়ার ফলে 'স্বাভাবিক' উপায়েও ভাগ্যের উন্নয়ন হয়ে পড়ে কঠিনতর। অথচ পার্থিব সুবিধার ব্যাপক ক্ষুধাটি কিন্তু তখনও জনসাধারণকে উত্যক্ত করতে থাকে। সবকিছুর ফলে সে এক চরম হতাশা ও যাতনার অবস্থার সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় জনসাধারণের ভেতর ভাগ্য পরিবর্তনের এক অস্বচ্ছ কিন্তু তীব্র স্পৃহা তথা উত্তেজনা বিরাজ করে। পূর্বোল্লিখিত কারণে এই স্পৃহা বা উত্তেজনাকে একটি সুষ্ঠু বিপ্লবী প্রচেষ্টায় সংগঠিত করা ও তার পথ ধরে একটি সফল ও যথার্থ বিপ্লবে রূপদান কিন্তু এখন পূর্ববর্তী অবস্থার চেয়ে কঠিনতর হয়ে পড়েছে। ফলে এই উত্তেজনার অসংগঠিত বা অর্ধসংগঠিত, পুনঃপৌনিক ও এলোপাথাড়ি বহিঃপ্রকাশ ঘটবারই সম্ভাবনা বেশি। এর ফল হবে একটি দুঃসহনীয় সংকট-পরম্পরা। একটি 'ভিশাস সার্কল'-এ পড়ে এই সংকট-পরম্পরা প্রকট থেকে প্রকটতর হতে থাকবে। তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশেই এই পরিস্থিতির নজির মিলবে। বেশি দূর না গিয়ে বাংলাদেশের ১৯৬৯-৭১-এর অর্ধসফল বিপ্লব-পরবর্তী বছরগুলোর দিকে লক্ষ্য করা যায়। ১৯৭১ সনের বিপ্লবোত্তর ইথিওপিয়াও একটি মোটামুটি ভাল নজির হতে পারে।

অতএব, বিপ্লব সংক্রান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, বিপুলতর জনসাধারণের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব ছাড়া আর অন্য কোন গ্রহণযোগ্য পথই যদি বাকী না থাকে, বিপ্লব যদি অনিবার্যই হয়ে পড়ে, তাহলে তার জন্য সকল প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এমনভাবে সুসংগঠিত করতে হবে যাতে এসব প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যরূপ বিপ্লবটির সফল ও যথার্থ হওয়ার ব্যাপারে নিরঙ্কুশ না হোক, একটি নির্ভরযোগ্য পরিমাণ নিশ্চয়তা বিধান সম্ভব হয়। যাতে এই

www.pathagar.com

সব বিপ্লবী প্রচেষ্টার ফলে জনসাধারণের শ্রেষ্ঠাংশ অর্থহীন আত্মদান ও বিপুলাংশ অহেতুক আত্মত্যাগের বোঝা মাথায় নিয়ে ইতিহাসের অংশমাত্র হয়ে বিরাজ করতে বাধ্য না হন। বস্তুতঃ কোন আত্মদান বা আত্মত্যাগই নিরঙ্কুশ অর্থে অর্থহীন বা অহেতুক হতে পারে না। কিন্তু এইসব আত্মদান ও আত্মত্যাগের ফল যদি হয় আত্মদান ও আত্মত্যাগের পর্যায়ের তুলনায় নগণ্য ও অতি পরোক্ষ, তাহলে তাকে অন্ততঃ বিপ্লবগত প্রত্যক্ষ বিচারে খুব একটা অর্থবহও বলা চলে না।

তিন ।।

বিপ্লব সংগঠন ও সংঘটন একটি বিজ্ঞান। বিপ্লব ঘটে যেতে পারে, কিন্তু বিপ্লবী প্রচেষ্টা তথা বিপ্লবী যুদ্ধ ঘটে যায় না, তাকে ঘটাতে হয়। আর এই ঘটানোটা অবশ্যই হতে হয় একটি পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে। প্রক্রিয়াটির প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ই যে পূর্বনির্ধারিত হয়, বা তাকে পূর্বনির্ধারিত হতে হবে, তা নয়। পূর্বনির্ধারিত যা হবে তা হলো, প্রক্রিয়াটির মোটামুটি একটি রূপরেখা ও মৌলিক কিছু বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার একটি ধারণা। অর্থাৎ পূর্বনির্ধারিত যা হবে, তা হলো 'ষ্ট্র্যাটেজি'। এই ষ্ট্র্যাটেজির আওতায় যে আরো বহু বহু খুঁটিনাটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যেসব 'ট্যাকটিক্যাল' প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে, সেসব বিষয় নিয়ে কোন পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা বা 'অলংঘনীয়' নীতি বা সিদ্ধান্ত থাকাটা সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। যদি ও রকম কিছু দ্বারা বিপ্লবী প্রচেষ্টা বা আন্দোলন প্রভাবিত হয়ে পড়ে, তাহলে প্রক্রিয়াটির অবরুদ্ধ হয়ে মরবার সম্ভাবনা আছে। কেননা, প্রক্রিয়াটিকে তার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাহ্ণেই আন্দাজ করা সম্ভব নয়, এমন বহু অবস্থার মুখোমুখি পড়তে হবে এবং বিপ্লবীরা মানসিকভাবে সব সময়েই একটি বাঁধাধরা অলংঘনীয় ছকের বাইরে না যেতে বদ্ধপরিকর হলে সেমতাবস্থায় ঐ ছকে এইসব অবস্থার মোকাবেলার কোন বাৎলে দেয়া নোসখা না দেখে সিদ্ধান্তহীনতায় পড়বেন। আর যুদ্ধে সিদ্ধান্তহীনতার চেয়ে মারাত্মক বিপর্যয়মূলক উপাদান আর কিছুই হতে পারে না।

কিন্তু 'ষ্ট্র্যাটেজি' বিপ্লবী প্রচেষ্টার শুরুতেই ঠিক করতে হবে। কেননা, তা না হলে পুরো প্রক্রিয়াটিই একটি এলোপাথাড়ি রোমান্টিক এ্যাভভেঞ্চার বই আর কিছু হবে না। বারবারই উস্কানীমূলক যে কোন ঘটনায় বিপ্লবী রোমান্টিকতা মাথা

www.pathagar.com

চাড়া দিয়ে উঠলে বিপ্লবিগণ এমন সব 'বিপ্লবী' কর্মকাণ্ড করে বসবেন, যাতে আন্তরিকতা ও সৎ সাহসের বহিঃপ্রকাশ থাকলেও হয় বিপ্লবী 'ক্ষেত্রে'র পূর্ণ প্রস্তুতির অভাব, নয় ভিন্ন ভিন্ন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ের অভাব, নয় বিপ্লবের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন বাস্তব শর্তের অভাবের জন্য তা প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বিপ্লব তো জন্ম দিতে পারবেই না, বরং একটি যথার্থ বিপ্লবের সম্ভাবনাকেও বহুলাংশে খর্ব করে ফেলতে পারে।

চার'।।

বিপ্লবী 'ষ্ট্র্যাটেজি' তথা বিপ্লবী যুদ্ধের পরিকল্পনায় বিপ্লবের 'ক্ষেত্রে'র বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন যুদ্ধের পরিকল্পনার বেলায়ই 'ক্ষেত্র' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু বিপ্লবী যুদ্ধের ক্ষেত্রে এর তুলনামূলক গুরুত্ব 'সাধারণ' বা কনভেনশনাল যুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশি। দু'ধরনের যুদ্ধের প্রকৃতিগত পার্থক্যের জন্যই এইরূপ। সাধারণ যুদ্ধে সাফল্যের জন্য নির্ভর করা হয় প্রধানতঃ অস্ত্রবলের ওপরই। সেখানে সাধারণতঃ শত্রুশক্তি ধ্বংস করে যুদ্ধ জয় করাটাই উদ্দেশ্য। দরকার হলে অস্ত্র দিয়ে শত্রুশক্তিকে মায় তার অবস্থানের ক্ষেত্র ধূলিস্যাৎ করে দিয়ে হলেও যুদ্ধ জয় করা যেতে পারে। কিন্তু বিপ্লবী যুদ্ধে এমনটি হতে পারে না। এখানে শত্রুকে ধ্বংস করে যুদ্ধ জয় নয়, শত্রুকেই জয় করবার চেষ্টাটাই প্রধান। শত্রুপক্ষের যত বেশি লোক সম্ভব নিজেদের পক্ষে ভিড়িয়ে শত্রুপক্ষের অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের ক্ষেত্রের যতখানি সম্ভব করতলগত করবার চেষ্টাটাই বিপ্লবী যুদ্ধের প্রধান চরিত্র। এর একাধিক কারণ আছে। সাধারণ যুদ্ধে যেভাবে যুদ্ধমান উভয় পক্ষেরই অস্ত্র ও রসদ সরবরাহের জন্য পেছনে অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব 'বেস' রয়েছে—যার যার নিজস্ব রাষ্ট্র এবং মিত্র রাষ্ট্রগণই সাধারণতঃ এইসব 'বেস'—সেখানে বিপ্লবী যুদ্ধের ক্ষেত্রে বিপ্লবীদের জন্য, সাধারণতঃ শত্রুপক্ষের অস্ত্রাগার ও রসদের ভাণ্ডার ছাড়া যুদ্ধের সামগ্রী লাভের অন্য কোন সার্বক্ষণিক ও নিশ্চিত উৎস থাকে না। এ ছাড়া সাধারণ যুদ্ধের বেলায় যুদ্ধমান পক্ষদ্বয়ের অবস্থানের 'ক্ষেত্র' যেভাবে ভিন্ন ভিন্ন, বিপ্লবী যুদ্ধের বেলায় তেমনটি নয়। এখানে একই ক্ষেত্রে দুটো পক্ষই— সরকারী ও বিপ্লবী. অবস্থান করেন। তাই এইরূপ যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে তার অবস্থানের 'ক্ষেত্র'সহ

www.pathagar.com

ধূলিস্যাৎ করে ফেলবার স্পৃহার কোন অবকাশ নেই। বিপ্লবীদের পক্ষে তো নেইই। কেননা, এই 'ক্ষেত্র' তথা তাঁদের দেশ ও সমাজের স্বার্থেই তো তাঁদের যুদ্ধ। তাঁদের প্রতিপক্ষের প্রতিবিপ্লবী তথা কাউন্টার-ইনসারজেন্সি পরিকল্পনায়ও নেই। এই ক্ষেত্র তথা দেশ ও ব্যাপক সমাজের প্রতি আবেগগত দরদে না হোক, নিছক নিজের রসদ সরবরাহ নিশ্চিত রাখবার জন্য হলেও তাকে এই ক্ষেত্রটিকে ধূলিস্যাৎ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। বিপ্লবীদের চেষ্টা হবে ক্ষেত্রটি তথা সমাজটিকে জয় করা। প্রতিপক্ষের চেষ্টা হবে তার ওপর তার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।

সাধারণ যুদ্ধ জয়ে যেমন অস্ত্রবল, বিপ্লবী প্রচেষ্টা বা যুদ্ধে তেমনি 'ক্ষেত্রই' সম্ভবতঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

বিপ্লবের 'ক্ষেত্র' হালচাষের ক্ষেত্রের মত একটি বড় ভূখণ্ড মাত্র নয়। সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডের পাহাড়-পর্বত, খানাখন্দক, জলা জঙ্গলের মতই, বরং তার চেয়ে অধিক গুরুত্ব সহকারে, এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মনোরাজ্যের পাহাড় পর্বত, খানা-খন্দকও এই ক্ষেত্রের অংশ বটে। আর বিপ্লবী যুদ্ধে জয়লাভ তথা বিপ্লবী প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভের জন্য এই ক্ষেত্রের সকল জড় ভৌগোলিক প্রস্থের প্রতিবন্ধক ও সুবিধাদি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেবহাল হয়ে তার প্রতিবন্ধকতাসমূহের অসুবিধাকে দূর করা বা এড়িয়ে যাওয়া এবং একই প্রতিবন্ধকতাকে শত্রুপক্ষের জন্য প্রকট করে তুলবার প্রয়োজন রয়েছে। তার সুবিধাগুলোকে নিজেদের কাজে লাগানো ও প্রতিপক্ষকে তা ব্যবহার করতে না দেয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টার যেমন দরকার রয়েছে, —ঠিক তেমনি, এই একই ক্ষেত্রের মনো-জাগতিক প্রস্থের সকল প্রতিবন্ধকতা ও সুবিধাদিকে জানতে হবে এবং এই-সব প্রতিবন্ধকতা ও সুবিধাদি সম্পর্কে যথাযথ রণশাস্ত্রগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর এই ব্যবস্থা গ্রহণের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হবে 'ষ্ট্র্যাটেজি' তথা পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনার ব্যাপার। প্রত্যেকটি বিপ্লবী আন্দোলনকেই তাই, অন্ততঃ তার নেতৃত্বকে অবশ্যই আন্দোলনের সূচনাতেই বিপ্লবের ক্ষেত্রের জড় ও মনোজাগতিক উভয় প্রস্থ সম্পর্কেই সুপণ্ডিত হয়ে উঠতে হবে ও তাকে ব্যবহার ও 'ট্যাক্‌ল' করার ব্যাপারে ষ্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে হবে।

বিপ্লবের ক্ষেত্রের জড় প্রস্থটির গুরুত্ব প্রসঙ্গে আফ্রিকা ও এশিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলন গুলোকে, বিশেষ করে ইতিমধ্যেই সামরিক

www.pathagar.com

অভিযানের পর্যায়ে এসে পেঁাছা আন্দোলন গুলোকে মোটামুটি সচেতনই মনে হয়। রণশাস্ত্র সংক্রান্ত তাত্ত্বিক রচনাবলীতে ঐতিহ্যগতভাবেই এই বিষয়টি নিয়ে বহুকাল ধরে আলোচনা হয়ে আসছে বলেই সকল রণশাস্ত্রকর তথা যুদ্ধচালকেরই 'স্বাভাবিক'ভাবেই এ বিষয়ে সচেতন থাকবার কথা। বিপ্লবী আন্দোলনের সশস্ত্র অংশের ব্যাপারেও এই কথা প্রযোজ্য। তাছাড়া জড় ভৌগোলিক বাধাবিপত্তি ও সুবিধাদি এতই দৃশ্যমান যে. অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে এসবের মুখোমুখি পড়ে সে সম্পর্কে সচেতন না হয়ে উপায় নেই। কিন্তু মনোজাগতিক ক্ষেত্রের চড়াই উৎরাই সম্পর্কে রণশাস্ত্রকার ও যুদ্ধপরিচালকদের ভেতর ব্যাপক সচেতনতা তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক ব্যাপার। এই ব্যাপক চেতনার প্রধান উৎস বলা চলে মাও ৎসে তুং এর রচনাবলীর ভেতর দিয়ে। বস্তুতঃ কমিউনিস্টগণই প্রধানতঃ বিপ্লবী যুদ্ধের রণশাস্ত্রের এই অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ দিকটা নিয়ে ব্যাপকভাবে লিখেছেন। পাশ্চাত্যের প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের রণশাস্ত্রকরগণও পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে ও ষাটের দশকে, এক পর্যায়ে এ বিষয়ে কিছুটা গুরুত্ব দিতে শুরু করেন।

বিপ্লবী যুদ্ধের 'ক্ষেত্রে'র মনোজাগতিক প্রশ্ন নিয়ে যা কিছু তত্ত্ব, বিশেষ করে আফ্রিকা ও এশিয়ার বর্তমান বিপ্লবী আন্দোলনগুলোর বেলায় সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তাতে মনোজাগতিক 'ক্ষেত্র' বিচারে মানুষের মনের শ্রেণীচেতনা ও তার অর্থনৈতিক চিন্তাচালকই, তার প্রধানতম, বলা চলে, প্রায় একমাত্র উপাদান হিসেবে আলোচিত হয়েছে। এর একাধিক কারণ আছে। এক, যেহেতু এসব তত্ত্ব কমিউনিস্ট সূত্র থেকে উৎসারিত এবং উল্লেখিত বিপ্লবী আন্দোলনগুলোতেও তার প্রবেশ সাধারণতঃ কমিউনিস্ট বা বামপন্থী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত নেতৃত্বের মাধ্যমে, সেই হেতু এইসব তত্ত্বে মার্কসীয় দর্শনের শ্রেণী-পরিচয় ও অর্থনৈতিক চিন্তাচালনার ধারণার কেন্দ্রিকতাটি স্বাভাবিকই বটে। এছাড়া যদিও এসব তত্ত্বের মূল প্রণেতা, বিশেষতঃ মাও ৎসে তুং মনোজাগতিক 'ক্ষেত্র' বিচারে স্থানীয় সংস্কৃতি ও প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ ব্যবস্থার গুরুত্বের কথাও কখনো কখনো বলেছেন। আফ্রিকা ও এশিয়ার এইসব বিপ্লবী নেতৃত্বের দৃষ্টি মূল তাত্ত্বিকের এইসব অপেক্ষাকৃত অল্পতর জোর দিয়ে বলা কথার দিকে যথেষ্ট আকৃষ্ট হয়নি। এর জন্য তাদের পাশ্চাত্য প্রভাবিত মানমানস

www.pathagar.com

বা 'ফ্রেম অব মাইণ্ড'টিই অনেকটা দায়ী। আফ্রিকা ও এশিয়ার সব দেশেই, নেতৃত্ব অত্যন্ত সংকীর্ণ। এই সংকীর্ণ নেতৃত্বের প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁদের অনেকেই পাশ্চাত্যে, ছাত্রাবস্থায়ই সাধারণতঃ, পাশ্চাত্যে বসবাসও করেছেন। এর ফলে, তাঁদের পাশ্চাত্যকৃত ও পাশ্চাত্যকরণের একটি প্রায় অনিবার্য ফল হয়েছে, তাঁদের নিজস্ব পশ্চাৎপদ সমাজের সকল মূল্যবোধের প্রতি এক ধরনের অবজ্ঞামিশ্রিত অনুমোদন বা ডিস-এ্যাপ্রুভালের মনোভাব। 'এইসব মূল্যবোধকে উৎখাত করতে হবে,' এইটেই যেন তাঁদের একমাত্র বক্তব্য। এর পঠন-পাঠন, ও একে বুঝবার চেষ্টাকে তাঁদের কাছে নিছক সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই যেন মনে হয় না। 'আগাছা উপড়ে ফেলতে হবে, তার আবার পঠন-পাঠন আর বুঝবার কি আছে?' জনেকটা এই-ই যেন হলো মনোভাব।

বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য পাশ্চাত্য প্রভাবজনিত এই মনোভাবটি খুব সুফলদায়ক নয়।

বিপ্লবী প্রচেষ্টার 'ক্ষেত্র'রূপ সমাজের মনোজগতের মানচিত্রের ভিত্তিই হলো সমাজটির মূল্যবোধ ব্যবস্থা। বিপ্লবী প্রচেষ্টার ক্ষেত্রের মনোজাগতিক প্রস্থটিকে বুঝতে হলে, তার চড়াই-উৎরাইগুলোকে ব্যবহার ও প্রয়োজনবোধে মোকাবেলা করতে হলে, তাকে বুঝতেই হবে। আর এটা করতে হবে বিপ্লবের স্বার্থেই, প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ ব্যবস্থাটি যতই অগ্রহণযোগ্য হোক না কেন, যতই অপাংক্তেয় ও পরিত্যাজ্যই হোক না কেন, তবুও। কেননা, অর্থনৈতিক চিন্তাসহ নানাবিধ চেতন ও অবচেতন চালিকার সঙ্গে সঙ্গে এই মূল্যবোধ বিষয়টিও, এই পরবর্তী চালিকাটির ক্ষেত্রে যতখানি না চেতনে, তার চেয়ে অনেক বেশী অবচেতনে—প্রায় প্রত্যেকটি মানুষকেই চালিত করছে, নিয়ন্ত্রিত করছে।

অষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে মানুষকে অবচেতন মন। মানুষের ওপর অবচেতন মনের এইরূপ অমোঘ বন্ধনের কথা প্রথম ব্যাপকভাবে তুলে ধরেন ফ্রয়েড। তাঁর রচনার প্রধানাংশে অবশ্য অবচেতন মনের এই বাঁধুনীতে যৌনতাকেই প্রধান বিষয় হিসেবে তুলে ধরা হয়। অন্যদিকে অন্য কোন কোন লেখকের লেখায় মানুষের চেতন, অবচেতন মনের প্রধান চালিকা হিসেবে অর্থনৈতিক স্বার্থকেই তুলে ধরা হয়। মার্কসের লেখার ভেতর দিয়েই প্রথম এই

www.pathagar.com

ধারণাটি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। আগে-পরে ইউলহেম রাইশের লেখায় মানুষের অবচেতন মনের প্রধান চালিকা নির্ণয়ে একটি আর্থ-যৌন তত্ত্ব দাঁড় করবার চেষ্টা করা হয়। সে যাই হোক, মানুষের ওপর অবচেতন মনের যে একটি অমোঘ বন্ধন রয়েছে এবং তার প্রাধান চালিকা সমূহকে বের করাটা প্রয়োজন; ফ্রয়েড মার্কস বা রাইশের মত সমাজবিজ্ঞানীগণের প্রচেষ্টা তারই প্রতি ইঙ্গিত করে।

অবচেতন মনের চালিকা সন্ধান করতে গিয়ে যে কোন একটি বা দুটি প্রধান চালিকামাত্র সন্ধানের চেষ্টাটি লোভনীয় হলেও সম্ভবতঃ, সঠিক নয়। মানুষের মন চালিত হচ্ছে তার ওপর বহুবিধ প্রভাবকের একটি নিরন্তর ও জটিল ক্রিয়া-বিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াজাত চালিকা শক্তি দ্বারা। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এই প্রক্রিয়ায় একেকটি প্রভাবকের প্রভাবের পরিমাণ, অন্যান্য প্রভাবকের তুলনায় এই প্রভাবের তীব্রতা ও গুরুত্ব ভিন্ন হবারই কথা। নইলে অর্থনৈতিক পার্থিব স্বার্থ-চিন্তায় যখন ইংলণ্ডের বেনিয়া হেনরী ছলে-বলে-কৌশলে রাজা হতে বদ্ধ-পরিকর হন, সেখানে কপিলাবস্তুর যুবরাজ গৌতম কিভাবে রাজপাট ছেড়ে বোধিবৃক্ষের নীচে প্রবুদ্ধির সাধনায় নিমজ্জিত হন? যেখানে যৌন প্রয়োজনে সারারণ মানুষের বৈবাহিক সম্পর্কের প্রয়োজন হয়, সেখানেও কিভাবে কিছু কিছু লোক চিরকুমার থেকে যান? একেক সময় একেক প্রভাবক অধিকতর বা একাধিক প্রভাবক সমানভাবে মানুষের মনকে চালিত করতে পারে, এবং অর্থনৈতিক স্বার্থচিন্তা ও যৌনাকাংখা ছাড়াও মানুষের মনের আরও চালিকা থাকতে পারে। তবে এটা হয়তো বলা যায় যে, কিছু কিছু চালিকা এমন রয়েছে, যা স্থান-কাল পাত্র ভেদে মনের প্রভাবক হিসেবে তার গুরুত্বের ভেদ সত্ত্বেও মনোজগতের প্রভাবক হিসেবে সর্বক্ষণই বিরাজ করছে। ক্ষুধা নিবারণের স্পৃহা, তথা অর্থনৈতিক স্বার্থচিন্তা ও যৌনাকাংখা, সাধারণভাবে এইরূপ চালিকা। মনের বিভিন্ন প্রভাবকের ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় সহযোগ আর আর কাটা-কাটিতে কখন প্রভাবকটি কতদূর মনের ওপর দখল স্থাপন করবে তা হয়তো বলা যায় না। কিন্তু এইসব মোটামুটি স্থায়ী প্রভাবকের সব কটিকেই গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করতে হবে ও বুঝতে হবে। রিজার্ভ ফোর্স সব সময় যুদ্ধে অংশ নেয় না বলেই যে তার অস্তিত্ব নেই বা তা হঠাৎ কোন এক সময় যুদ্ধমান হয়ে

www.pathagar.com

উঠবে না এবং তার সম্পর্কে সতর্ক থাকবার দরকার নেই—এই রকম কথা যে ভাবে বলা যায় না ; সেই ভাবেই, গৌতম বুদ্ধের ওপর পার্থিব স্বার্থচিন্তা বা চিরকুমার পাদ্রীর ওপর যৌনাকাংখা কাজ করেনি, বা কোন এক মুহূর্তে মূল্য বোধহীনভাবে ঘুষ গ্রহণরত কর্মচারীটির ওপর মূল্যবোধ কাজ করেনি বলেই যে এসব নেই, বা এসব অন্য যে কোন সময় বা অন্যান্যদের মনের ওপর কাজ করবে না বা করে না এবং এসব নিয়ে তাই ভাববার ও পড়াশোনা করে বিপ্লবী 'ক্ষেত্রে'র চড়াই উৎরাই নির্ধারণে এসবের ভূমিকা জেনে বিপ্লবী প্রচেষ্টার ষ্ট্র্যাটেজী নির্ধারণে তাকে যথার্থ গুরুত্ব দেয়ার দরকার নেই—এইরূপ কথাও বলা চলে না।

বিপ্লবের 'ক্ষেত্রে'র মনোজাগতিক প্রস্থের ভিত্তিরূপ দেশ সংস্কৃতি তথা মূল্য বোধ ব্যবস্থাটি যদি আদৌ গ্রহণযোগ্য হবার মত কিছু না হয়, প্রগতির পথ যদি প্রকৃতই এমনসব প্রতিবন্ধকতায় পূর্ণ থাকে, যেসব প্রতিবন্ধকতাকে দূর করাটা অবশ্যই দরকার, তাহলেও বিপ্লবীদের পক্ষে এই সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে বুঝতে হবে এবং তার সঙ্গে সাক্ষাৎ সংঘাতে যাওয়ার বা তাকে নিয়ে মোটেই মাথা না ঘামিয়ে বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চিন্তাটা ঠিক হবে না।

একটি স্থূলতর বিষয় নিয়ে উদাহরণ দিয়ে কথাটি আরো একটু পরিকার করা যাক। বিপ্লবীদের রণক্ষেত্ররূপ দেশের জড় ভৌগোলিক চড়াই-উৎরাই প্রচুর পাহাড়-পর্বত, জলাজঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকতে পারে। বিপ্লবীরা যেই অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন, যেই ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য তাঁদের সকল বিপ্লবী প্রচেষ্টা, তার যে চিত্র তাঁদের মানসে আছে, সে চিত্রে সম্ভবতঃ আছে এইসব পাহাড়-পর্বত, খানা-খন্দক, জলা-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ভূত্বকের পরিবর্তে এমন একটি সমতল, প্রায়-সমতল বা সংস্কৃত ভূত্বক যার ওপর দিয়ে প্রচুর পথ-ঘাট, রেল লাইন ইত্যাদি চলে গেছে, যার ওপর ক্ষেত খামার গড়ে ওঠেছে, এবং একটি নতুন ল্যাণ্ডস্কেপ গড়ে ওঠেছে। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য বিপ্লবীদের প্রয়োজন জড় ভৌগোলিক ক্ষেত্রটির পাহাড়-পর্বত পিষে একাকার করে দেয়া, খানা-খন্দক ভরাট করা ও জলাজঙ্গল সব নির্মূল করে ফেলা। কিন্তু বিপ্লবী যুদ্ধের সমাপ্তি

www.pathagar.com

তথা বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার আগেই এই কাজটি বিপ্লবীদের জন্য প্রধান হয়ে দাঁড়ায় না। এই জড়ো ক্ষেত্রটির ওপর নিয়ন্ত্রণশীল সরকারী পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ ও 'ক্ষেত্র'টিকে সমতল বা সংস্কৃত করে তোলার মত দুটো দুরূহ কাজ এক সঙ্গেই চালিয়ে যাওয়া সমীচীন মনে হয় না। একমাত্র জড় ক্ষেত্রটির কোন একটি উল্লেখযোগ্য অংশে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারলে ও সেই নিয়ন্ত্রণকে নিশ্চিত ও স্থায়ী বলে স্থির হতে পারলেই বিপ্লবীরা বিপ্লবী যুদ্ধের চূড়ান্ত সমাপ্তির পূর্বেও 'ক্ষেত্রে'র প্রগতির পথে অবাঞ্ছিত প্রতিবন্ধকতা তথা পাহাড়-পর্বত, জলা-জঙ্গল ইত্যাদি নির্মূল করতে অগ্রসর হতে পারেন।

জড় ভৌগোলিক ক্ষেত্রের বেলায় যেমন, মনোজাগতিক ক্ষেত্রের বেলায়ও তেমনি। বিপ্লবী যুদ্ধের সমাপ্তি তথা বিপ্লব সংঘটনের পূর্বেই মনোজাগতিক ক্ষেত্রের ভিত্তিরূপ মূল্যবোধ ব্যবস্থার পাহাড় পর্বত, জলা-জঙ্গলের সঙ্গে সাক্ষাত সংঘাতে অবতীর্ণ হওয়াটা বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য শুভদায়ক হবার কথা নয়। জড় ভৌগোলিক ক্ষেত্রের ব্যাপক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের মত মনোজাগতিক ক্ষেত্রের ব্যাপক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের কাজটিও বিপ্লবী প্রচেষ্টার চূড়ান্ত সাফল্য তথা বিপ্লব সংঘটন পর্যন্ত মুলতুবী রাখাটিই সমীচীন। তা করা গেলে বিপ্লবী আন্দোলনের সাফল্য অর্জন অপেক্ষাকৃত দ্রুত ও সহজ হয়ে ওঠে। ইরানের বিপ্লবী আন্দোলনের বিস্ময়কর সাফল্য এই প্রতিপাদ্যটির সমর্থন দেয় বলে মনে হয়। ইরানে বামপন্থী ও "ইসলামী" এই দুটো বিপ্লবী আন্দোলনই সক্রিয় ছিল। 'ইসলামী বিপ্লবী'দের চেয়ে বামপন্থী বিপ্লবী আন্দোলনটির আন্তরিকতা বা বৈপ্লবিক কার্যক্রমগত দক্ষতা কোনটিই কম ছিল না। বরং সীমান্তেরই অন্যপার্শ্বে, প্রয়োজন হলেই প্রায় সব ধরনের সাহায্যই সরবরাহ করবে বলে প্রায় নিশ্চিত বলে ধরা চলে। এমন একটি পরাশক্তি অস্তিত্বের ভেতর মনোবল বৃদ্ধিকারক একটি সহায়ক উপাদানও বামপন্থীদের বিপ্লবী আন্দোলনের সাফল্যকে অধিকতর সম্ভাবনাময় করে রেখেছিল। 'ইসলামী বিপ্লবী'দের বেলায় এই শেষোক্ত ধরনের কোন বাড়তি সহায়ক উপাদান ছিল না। তা সত্ত্বেও বামপন্থী আন্দোলনটি নয়, বিপ্লব আসে "ইসলামী বিপ্লবী" আন্দোলনটিরই

www.pathagar.com

প্রচেষ্টার। কেন? ইরানের বামপন্থী আন্দোলনটি এশিয়া-আফ্রিকার অন্যান্য বামপন্থী বিপ্লবী আন্দোলনের মতই 'ক্ষেত্রে'র প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ ব্যবস্থাটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। তার উপাদানগুলোকে বিপ্লবের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারেনি। তার পথ ধরে বিপ্লবের 'ক্ষেত্র'রূপ মূল্যবোধের বাঁধনে আবদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ চালিত সমাজ তথা বিপুলতর জনগোষ্ঠীর মনোজগত তথা বিপ্লবী 'ক্ষেত্রে'র মনোজাগতিক প্রস্থের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে বিপ্লবী যুদ্ধে জয়লাভ নির্ভর করে যেই 'ক্ষেত্র-বলে'র ওপর, সেই 'ক্ষেত্র'-বল অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। 'ইসলামী বিপ্লবী' আন্দোলনটি কিন্তু এসব কিছুই করতে সক্ষম হয়েছে। হয়েছে বলেই বিপ্লব তারই হাতে এবং দ্রুত এসেছে।

সম্ভবতঃ এই একই রূপ কারণে এশিয়া ও আফ্রিকার প্রায় সব দেশেই অর্থডক্স বামপন্থী বিপ্লবী আন্দোলনগুলো যেখানে দুই তিন দশক ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে এখনও বিপ্লব সংঘটন করতে পারেনি, সেখানে ইরান ও তার পূর্বে লিবিয়ায় তুলনামূলকভাবে অতি দ্রুত ও অল্পতর আয়াসে সমাজ বিপ্লবের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে সম্ভবতঃ সোমালিয়ারও উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঞ্জানিয়ায় যা ঘটছে, তাকেও সম্ভবতঃ একটি সমাজ বিপ্লব বলা যায়, যদিও তা ব্যাপক রক্তক্ষয় বা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে সূচিত হয়নি। কিন্তু এই উদাহরণটিও সম্ভবতঃ এখানে দেয়া চলে।

আফ্রিকা ও এশিয়ায় (চীনকে বাদ দিয়ে) একমাত্র ইন্দোচীনেই সম্ভবতঃ মোটামুটি অর্থডক্স বামপন্থী আন্দোলনের হাতে একটি সফল সমাজ-বিপ্লব এসেছে। এটা করতে গিয়ে এত দীর্ঘ সময় (অন্যূন তিরিশ বছর) এবং এত বেশী ত্যাগ ও ক্ষয়ক্ষতির প্রয়োজন হয়েছে যে, প্রতিষ্ঠিত মূল্য-বোধের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংঘাতে না যাওয়া উপরোল্লিখিত সমাজ বিপ্লব-গুলোর কোনটির বেলায়ই তার দরকার হয়নি।

ওপরের প্রতিপাদ্যটি অর্থাৎ বিপ্লবী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংঘাতে না গিয়ে বরং তার বিভিন্ন উপাদানকে বিপ্লবের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারলে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত ও সহজতর করা যায়,

www.pathagar.com

—এই কথাটি হলো একটি 'জেনারেলাইজেশনের' বিষয়। এর ব্যতিক্রম যে নেই, তা হয়তো নয়। কিন্তু তত্ত্ব তৈরী হয়, ব্যতিক্রম নয়, 'জেনারেলাই-জেশনের' ভিত্তিতেই; আর তত্ত্ব ধরেই বিজ্ঞান — বিপ্লবী প্রচেষ্টার বিজ্ঞানও।

[]

রচনা ঃ ঢাকা, ২১ এপ্রিল ১৯৭৯।

www.pathagar.com

কিছু ক্লারিফিকেশন

বর্তমান গ্রন্থভুক্ত ১ ও ২ সংখ্যক অধ্যায় 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হবার পর দিনাজপুরের জনাব আসহাবুর রহমান 'বিচিত্রা'র 'ভিন্নমত' কলামে লেখা দু'টো সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া ও মতামত ব্যক্ত করেন। জনাব আসহাবুর রহমানের জবাবে পরবর্তী সময়ে বর্তমান লেখকও তাঁর বক্তব্য ব্যক্ত করতঃ এ সম্পর্কে 'ক্লারিফিকেশন' প্রদান করেন। বর্তমান বইয়ের জন্য এই প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় পরিশিষ্ট-ক অংশে জনাব আসহাবের প্রতিক্রিয়া ও লেখকের প্রদত্ত বক্তব্য গ্রন্থভুক্ত হয়েছে।

এক ।।

পরিশিষ্ট-ক/এক-এ জনাব আসহাবুর রহমানের পুরো আলোচনা উধৃত হলো ঃ

পাঠকের প্রতিক্রিয়া

"বিচিত্রা'র ২রা ও ৯ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত জনাব আহমদ আনিসুর রহমানের ইরানী বিপ্লব সম্পর্কে বিশ্লেষণ 'আর্যলোকে অস্থিরতা' লেখাটিতে কিছু ভুল তথ্য এবং অসঙ্গতি রয়েছে ; খুব সংক্ষেপে এগুলোর আলোচনা করছি।

প্রথমত, তৃতীয় বিশ্বে সংঘটিত বিপ্লব বা অভ্যুত্থান সম্পর্কে রুশ মার্কিন দ্বন্দ্ব-সঞ্জাত সমীকরণটি ঠাণ্ডা লড়াইয়ে অতিমাত্রায় প্রভাবিত পণ্ডিত-বিশেষজ্ঞদের মস্তিষ্ক-প্রসূত ? না দেং জিয়াও পিং-এর ত্রিবিশ্ব তত্ত্ব অনুযায়ী তৈরী ? পিকিং-এর বর্তমান সরকারী ডগমা অনুযায়ী সোভিয়েত-মার্কিন দ্বন্দ্ব আসলে পৃথিবীটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করার দ্বন্দ্ব। বলাবাহুল্য, বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী ত্রিবিশ্ব তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা ঐ ঠাণ্ডা লড়াই প্রভাবান্বিত পণ্ডিতদের সমীকরণের চাইতেও সরল হয়ে যায়। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সরকারকে সি আই এ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে উৎখাত করে তাবেদার মিলিটারী ওলিগার্কি

www.pathagar.com

বসিয়েছে। চিলির আলেন্দে সরকারকে উৎখাত এর সর্বশেষ উদাহরণ। লাতিন আমেরিকার দু'তিনটি দেশ ছাড়া বাকি সবগুলো দেশেই প্রতিষ্ঠিত সামরিক সরকার পেন্টাগনের স্বার্থ রক্ষা করছে। ষাট দশকে কঙ্গো (জাইর), ঘানা, ইন্দোনেশিয়ায়ও সি আই এ'র সহায়তায় প্রগতিশীল সরকারগুলো উৎখাত করা হয়েছে। এ ছাড়া দক্ষিণ কোরিয়া, নিকারাগুয়া, ভিয়েতনাম, কাম্পুচিয়া, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের কোনটিতে পেন্টাগনের তাবেদার সরকার ছিল এবং কোনটিতে আছে। ১৯৫৩তে ইরানে প্রগতিশীল মোসাদ্দেক সরকারকেও সি আই এ উৎখাত করেছিল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আসল স্বার্থ হচ্ছে আমেরিকার মিলিটারি-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের জন্য বিপুল মুনাফা অর্জন করা। জায়ান্ট কর্পোরেশনগুলো, মাল্টি ন্যাশনাল ট্রাস্ট, ব্যাঙ্ক প্রভৃতিও এর সঙ্গে জড়িত। এক কথায় মার্কিন পুঁজির শোষণ অব্যাহত রাখার জন্যই মার্কিন পুঁজির বিশ্বস্ত পাহারাদার পেন্টাগন তার এজেন্ট সি আই এ'র মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বে তাবেদার সরকার বসায়। অবশ্যই ইরানের বিপ্লবের সঙ্গে সি আই এ সংগঠিত সামরিক অভ্যুত্থানকে এক করে দেখা ঠিক নয়। গণবিপ্লব—যা সমাজের সমস্ত মানুষকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষেপ করে, হিংস্র উন্মাদনায় পুরো সমাজকে আগুন আর রক্তের ভেতর দিয়ে ওলট-পালট করতে থাকে; তা রাতের অন্ধকারে চোরের মত সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থান থেকে মৌলিকভাবেই ভিন্ন।

জনাব রহমান ইরাকের সরকারকে কম্যুনিস্ট নিয়ন্ত্রিত বলেছেন। কিন্তু 'আরব বাথ সোসালিস্ট পার্টি' আসলে কম্যুনিস্ট বিরোধী। আফগানিস্তান বিপ্লবকে সহায়তা করেনি, সম্ভবত এ কথাও ঠিক নয়। তারাকী সরকার মনে হয় মস্কোপন্থী 'তুদেহ'কে অস্ত্র সরবরাহ করেছে। তারাকীর নিজের অবস্থাই নড়বড়ে, সে ইরানী বিপ্লবের পেছনে সর্বাত্মক সাহায্য দেবে কি করে?

ইরানী বিপ্লবের মূল উৎস কি, এর উত্তরে জনাব রহমান বলেছেন, 'ইরানের জাতিসত্তা—তার সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতির বিক্রিয়ানির্ভর প্রক্রিয়া তথা তার চিরন্তন গতিশীল অস্তিত্ব' ও ইরানের 'অর্থনৈতিক সামাজিক কাঠামো আজ আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের নামে সম্রাটের অনুসৃত অন্ধ পাশ্চাত্যানুকরণের ফলে সৃষ্ট বহুবিধ আন্তরিক সংঘাতের চাপে জর্জরিত ও

www.pathagar.com

অত্যাচারের যন্ত্রে পরিণত। তার সংস্কৃতি বিদ্রোহ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এ দু'য়ের বিক্রিয়ায় বিপ্লব অনিবার্য বলেই ইরানে বিপ্লব এসেছে এবং—তা আসতে কোন বহিঃশক্তির অপেক্ষা রাখেনি।' এই প্রায়-দুর্বোধ্য বাক্যজাল থেকে জনাব রহমানের প্রকৃত বক্তব্য উদ্ধার করা কঠিন হলেও মনে হয় তিনি বলতে চাইছেন, আধুনিকীকরণের ও উন্নয়নের নামে অন্ধ পাশ্চাত্যানুকরণ এবং ইরানের আর্থ-সামাজিক কাঠামো বা সংস্কৃতির সংঘাত এই বিপ্লবের জন্ম দিয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে জনাব রহমান বিখ্যাত মার্কিন ও বৃটিশ সাময়িকীগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, যেগুলো ইরানের এই বিপ্লবকে পাশ্চাত্যকরণের পরিণতি হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করছে। আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন আসলে পাশ্চাত্যকরণই। রেলওয়ে, মোটর গাড়ি, বিমান, কম্পিউটার, টেলিভিশন, ফটোগ্রাফি, ট্রাক্টর, ক্রেন, অ্যাসফল্ট হাইওয়ে, ইণ্ডাষ্ট্রী, ফটোঅফসেট মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং এরকম আরো অসংখ্য জিনিস যেগুলো ছাড়া আজ মানুষকে পুরাতন প্রস্তর যুগে ফিরে যেতে হবে, সেগুলো পাশ্চাত্য থেকেই এসেছে। এগুলো বাদ দিয়ে কখনই প্রগতিশীল সুখী সমাজ গড়া সম্ভব নয়। চার কুচক্রীর পতনের পর চীনের বর্তমান নেতৃত্ব দ্রুত আধুনিকীকরণের জন্য মার্কিন, জাপান, জার্মান, ফরাসী ও বৃটিশ টেকনোলজি ধারে বা নগদে কিনে চীনকে ২০০০ সালের মধ্যে আধুনিক করার জন্য কি মরিয়া হয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন, তা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। এও ঠিক যে, প্রাচ্যের ঐতিহ্যানুগত সমাজে দ্রুত আধুনিকীকরণের ফলে সনাতন জীবনধারা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ যখন ভেঙ্গে পড়তে থাকে, তখন অস্থিরতা বা দ্বন্দ্ব সমাজে দেখা দেয়। কিন্তু এই অস্থিরতা বা উদ্বেগ কখনই প্রলয়ংকর ও ক্রান্তিকারী সমাজ বিপ্লবের জন্ম দেয় না, যেমনটি ইরানে আমরা দেখছি। বিপ্লবী জনতা ব্যাঙ্ক ও সিনেমা হল পোড়াচ্ছে বলে ইরানী জনগণ আধুনিকীকরণের বিরুদ্ধে বলে ধরে নেয়া মারাত্মক ভুল হবে।

শাহ তাঁর দেশকে মার্কিন পুঁজির একচেটিয়া শোষণ ক্ষেত্রে পরিণত করেছিলেন। হাজার হাজার কোটি ডলারের সমরাস্ত্র কোত্থেকে কেনা হচ্ছিল? মার্কিন ও বৃটিশ মিলিটারি-ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের মালিকদের কাছ থেকে।

www.pathagar.com

ইরানে হাজার হাজার কোটি ডলারের পুঁজি বিনিয়োগ কারা করেছিল? মার্কিন, ফরাসী ও জার্মান পুঁজিপতিরা। শাহও ওসব দেশে ইরানী পেট্রোডলার বিনিয়োগ করেছিলেন। এই অকল্পনীয় শোষণের বাস্তব উপকরণ বা প্রতীক কোনগুলো? অবশ্যই ব্যাঙ্ক। ইরানের সমস্ত ব্যাঙ্কগুলোই এই পশ্চিমা শোষণের হাতিয়ার। তাই সঙ্গত কারণেই বিপ্লবী জনতার রুদ্ররোষ বিদেশী শোষণের এই প্রতীকগুলো পুড়িয়ে বিপ্লবের সত্যিকার চরিত্র প্রকাশ করছে। মনে রাখা দরকার, খোমিনীও বলেছিলেন যে, শাহ ইরানকে মার্কিনীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। জনাব রহমান যদি দুর্বোধ্য ভাষায় ইরান বিপ্লবকে আধুনিকীকরণের সঙ্গে ইরানী সংস্কৃতির সংঘাত না বলে শুধু শ্রেণী সংগ্রাম বলেই ক্ষান্ত হতেন, তবেই ঠিক হতো।

তাই ইরানের এই বিপ্লব ইরানের শোষিত নিপীড়িত মানুষের বিদেশী পুঁজির শোষণ ও তার পাহারাদার স্বৈরাচারী শাহ রেজিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। জনাব রহমান ইরানী বিপ্লবে ইসলামী উপাদানের ওপর বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এও ঠিক নয়। ইরানে বামপন্থীদের সংখ্যা বিশাল এবং তারা শক্তিশালীও বটে। কম্যুনিষ্ট 'তুদেহ'র জন্ম কয়েক দশক আগেই হয়েছিল। মোসাদ্দেক বামপন্থীদের সহায়তায়ই শাহকে উৎখাত করেছিলেন। গত পঁচিশ বছর ধরে ইরানের বামপন্থী ও প্রগতিশীলরাই শুধু শাহের নৃশংস গেস্টাপো নির্যাতনের শিকার হয়েছে। কারণ, শাহ এবং পেন্টাগন জানত যে, শুধু বামপন্থীরাই তার রেজিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করতে পারে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ইরানের পুরো তরুণ সম্প্রদায়ই রাজতন্ত্র ও মার্কিনী শোষণের স্বরূপ দেখতে পেরেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অধ্যয়নরত ইরানী ছাত্ররা সবাই শাহবিরোধী বামপন্থী। এই প্রবাসী ইরানী ছাত্ররাই গত কয়েক বছর ধরে শাহবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছিল।

ইরানী এলিট ডিপোলিটিসাইজড, একথাও ঠিক নয়। কোন সমাজের শোষক শ্রেণী কখনই ডিপোলিটিসাইজড হতে পারে না। ইরানী এলিট মার্কিন পুঁজির উচ্ছিষ্টভোজী, তাই শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্যই তারা শাহপন্থী। ইরানী সেনাবাহিনীর অফিসার কোর ও জেনারেলরা এই শ্রেণী থেকেই

www.pathagar.com

এসেছিল। তাই তাদের এমন শাহপ্রীতি। আর শাহের এবসোল্যুট স্বৈরতন্ত্র প্রাচীন পারস্য সম্রাট হাখামানুশ কুরুশ বা দারায়ুস-এর ব্যঙ্গ (মোকারী) ছাড়া কিছু নয়। শাহ ছিলেন এক মেগালোম্যানিয়াক ভাঁড়। পেট্রোডলারে তিনি এই মেগালোম্যানিয়ার তুষ্টি সাধন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ যুগে যে প্রাচীনকালের মত শাহানশাহ হওয়া যায় না, তা বুঝতে চাননি। মনে হয়, মার্কিনীরাও তাঁর এই বৃথা গৌরবকে নিজের স্বার্থে সামনে বাহবা দিয়েছে আর পেছনে হেসেছে।

পাশ্চাত্যকরণের ফলে 'মাস লেভেলে' ঈর্ষার বীজ বলতে জনাব আনিসুর রহমান কি শ্রেণীদ্বন্দ্বের কথা বলতে চেয়েছেন? তবে ঈর্ষা শ্রেণী সংগ্রামের জন্ম দেয় না। শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়ন-নির্যাতন থেকেই শ্রেণী সংগ্রামের সৃষ্টি হয়।

ইরানী 'মূল্যবোধ' ব্যবস্থাকে ইসলাম-প্রসূত বলে জনাব রহমান যে উল্লেখ করেছেন, তাও ঠিক নয়। বার, ক্যাসিনো, ক্যাবারে, নাইট ক্লাব ইত্যাদি হচ্ছে অবক্ষয়ী পুঁজিবাদী অপসংস্কৃতির লক্ষণাদি, যেখানে এলিট বা শোষকরা টাকা ওড়ায় এবং ফুর্তি করে। এগুলোর সঙ্গে থিয়েটার বা সিনেমাকে এক করে দেখা মোটেই ঠিক নয়। এ দু'টো মানব সভ্যতার সৃষ্টিশীল সাংস্কৃতিক সম্পদ, মানবসমাজের শিল্পকলা বা আর্টস-এর অন্তর্ভুক্ত। ইরানীরা যদি ক্যাসিনো, বার এবং নাইট ক্লাবকে 'মাগরেব-জাদেগী' বলে, তবে তা ভুল নয়। কারণ, পশ্চিমা পুঁজির ইরান শোষণ ওগুলোর মাধ্যমেই প্রকাশিত। এসব অপসংস্কৃতির কেন্দ্রগুলোর বিস্তৃতি ঘটিয়ে শাহ ইরানী জনগণকে বিভ্রান্ত ও বিপ্লবী চেতনাকে নষ্ট করতে চেয়েছিলেন। আমাদের দেশেও প্রদর্শনীর নামে একই কাজ করা হচ্ছে। সব সমাজতান্ত্রিক দেশেই থিয়েটার এবং সিনেমা রয়েছে। ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশের নাইট ক্লাবগুলোও লাস ভেগাস, শাঁজলিজে বা সোহোর নাইট ক্লাবগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

জনাব আনিসুর রহমানের সবচেয়ে অর্থহীন বক্তব্যটি হচ্ছে প্রাচ্য জাতির পরিচয় সম্পর্কে (অনুচ্ছেদ ২০)। ইরানী জাতি অবশ্যই ইরানী ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতির গৌরবময়

www.pathagar.com

উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে না এবং তারা ইরানী সংস্কৃতির প্রাতিবিম্বিক চরিত্র সম্পর্কে সচেতন। সংস্কৃতি ও জাতিকে দুটো পরস্পর বিরোধী বিষয় হিসেবে দাঁড় করানোর পেছনে কোন যুক্তি নেই। সব জাতির মানুষই সংস্কৃতি সৃষ্টি করে, কারণ সংস্কৃতি ছাড়া মানুষের অস্তিত্বই অসম্ভব। জাতি কথাটা এথনোলোজিতে এ অর্থে ব্যবহার করা হয়, যখন কোন জনগোষ্ঠীর জীবনধারা অর্থাৎ কথা বলা বা ভাষা, খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া, কাপড় পরা, গৃহ নির্মাণ, খাদ্য উৎপাদন, আত্মীয়-সম্পর্ক, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, ধর্ম-বিশ্বাস একই হয় অর্থাৎ তাদের সংস্কৃতি অভিন্ন হলেই একটি জনগোষ্ঠীকে জাতি হিসেবে নামাঙ্কিত করে অপর একটি ভিন্ন সংস্কৃতির জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক করে চিহ্নিত করা হয়। কারণ উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যই হলো মানুষের সংস্কৃতির পরিচয়। বিভিন্ন জাতির লোকেরা ঐ কাজগুলো ভিন্নভাবে করে, কারণ তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ ভিন্ন। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিন্নতা বা বৈচিত্র্যের জন্য সাংস্কৃতিক ভিন্নতা বা বৈচিত্র্য পৃথিবীতে দেখা যায়। কিন্তু মানুষের শেখার সামর্থ্য যেহেতু অপরিসীম, সেজন্য এক জাতির সংস্কৃতির কোন কোন বস্তু বা চিন্তাধারা অন্য জাতির লোকেরা গ্রহণ করতে পারে। বর্তমান বিশ্বে আধুনিক মানুষের সংস্কৃতি এই ডিফিউসন এবং সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ওপর গড়ে উঠেছে। পরিবেশের পরি-বর্তনের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটে চলেছে। জনাব রহমান জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসেবে বর্ণগত উৎসকে অবজেকটিভ সূত্র এবং 'চিন্তার সামঞ্জস্য ও সাবজেকটিভ মূল্যবোধের সাতীর্থ' বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন, তা দুর্বোধ্য। সাংস্কৃতিক ঐক্য সামাজিক পরিচয়ের প্রধান সূত্র— এ সর্বকালে সর্বদেশেই সত্য। এর সঙ্গে ভৌগোলিক সীমারেখায় নির্দিষ্ট ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিরোধ কিভাবে হতে পারে, তাও বোঝা গেল না। মনে হয়, জনাব রহমান ইরানী জাতীয়তাবাদকে ইরানী সংস্কৃতির বিরোধী বলে ধরে নিয়েছেন। কারণ, তাঁর মতে, ইরানী সংস্কৃতি ইসলাম-প্রসূত। এবং ইরানী জাতীয়তাবাদকে শাহের মেগালোম্যানিয়াক ভাঁড়ামোর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। বলাবাহুল্য, এ তত্ত্বটি অভিনব হলেও সম্পূর্ণ উদ্ভট এবং বাস্তবতাবর্জিত।

www.pathagar.com

বর্তমানে ইসলাম বলতে কোনো অভিন্ন ধর্ম পৃথিবীতে নেই। শিয়া ধর্মমত ইসলামে সবচেয়ে বড় হেরাসি। অর্থোডক্স ইসলাম এর চেয়ে বড় আঘাত আর কোথাও পায়নি। সুফিবাদও আরেক হেটারোডক্স মতবাদ। এ দুটোই আরব ইসলামের ওপর অনারব সংস্কৃতির প্রতিক্রিয়া। আরবী ইসলামকে ইরান শিয়া হেরেসি দিয়েই নিজের করে নিয়েছিল। একে আরব বিজেতাদের ওপর ইরানী সংস্কৃতির প্রতিশোধ বলা যেতে পারে। সুফিবাদও ইরানে লালিত হয়েছে। এই হেটারোডক্স মিস্টিক মতবাদ এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, অর্থোডক্স ইসলামও শেষ পর্যন্ত এর সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হয়েছিল। ইমাম গাজ্জালী একাদশ শতাব্দীতে এই মহান কর্মটি করেছিলেন। শিয়া ও সুফিবাদ দুটোই গ্রীক ও হেলেনিক সংস্কৃতির প্রভাবের ফল। অবশ্য মার্ক্স, ভেবার ভারতীয় অদ্বৈত দর্শনকে সুফিবাদের উৎস বলেছেন। সম্ভবত নিও-প্লাটোনিজমের সঙ্গে এরও ভূমিকা ছিল। শিয়া ও সুফিদের মধ্যেও আবার অনেক উপদল বা সেক্ট আছে। এগুলো ছাড়াও ইসলামে আরো কয়েকটি ছোট ছোট উপদল রয়েছে। সিরিয়া, লেবানন ও ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোয় এদের দেখা যায়। এগুলোও গ্রীক ও হেলেনিক সংস্কৃতির প্রভাবের ফল। ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বশেষ উপদল আহমদীয়া বা কাদিয়ানীরা রয়েছে। ইরানে বাহাপন্থীরাও একটি ইসলামী সেক্ট। সুতরাং ইসলাম ও ইরানী জাতীয়তাবাদকে যে দুটো বিপরীতমুখী দ্বন্দ্ব হিসেবে জনাব রহমান দাঁড় করিয়েছেন, তার কোন ভিত্তি নেই। কারণ, ইসলাম কোন অভিন্ন সংস্কৃতির পরিচায়ক নয়। ইসলাম একটি ধর্মবিশ্বাস, বর্তমানে যার বহু রকম ব্যাখ্যা রয়েছে। সৌদি আরবের হেজাজে উদ্ভূত এই ধর্মটি ইরানে সহস্রাধিক বৎসর ধরে চর্চার মাধ্যমে ইরানী সংস্কৃতির অংশে পরিণত হয়েছে। শিয়াবাদ হচ্ছে তার রূপ। সুফিবাদও এরকম আত্মীকরণের ফল। সৌদি আরবের বাইরে সব দেশেই ইসলাম এভাবে চর্চার মাধ্যমে সেসব সমাজের সংস্কৃতির অংশে পরিণত হয়েছে। এমনকি সৌদি আরবেও ইসলামের যে সরকারী রূপ, তাও ওয়াহাবী ইসলাম বলে পরিচিত। শিয়া, ক্রুজ বা আলওয়াই ইসলামের সঙ্গে তার আকাশ-পাতাল পার্থক্য। বাংলাদেশেও পীর পূজা,

www.pathagar.com

পীরের মাজার পূজা, মানত সিন্নী দরবেশ-ভক্তি বাঙ্গালী ইসলামের পরিচয়। এর সঙ্গে বাঙ্গালী সংস্কৃতির কোন দ্বন্দ্ব নেই। কারণ, এসব বাঙ্গালী জনগণেরই জীবনধারার অংশ।

তাই 'ইরানের সংস্কৃতি প্রধানত ইসলাম-প্রসূত' বলে জনাব রহমান যে মন্তব্য করেছেন, তা মোটেই ঠিক নয়। কোন সংস্কৃতিই ধর্ম-প্রসূত হতে পারে না; কারণ ধর্মই সংস্কৃতির অঙ্গ, উল্টোটা নয়। শিয়া ইসলামের তাড়নাতেও ইরানী জনগণ শাহবিরোধী হন নি। ইরানী বিপ্লব শুধু শাহের বিরুদ্ধে নয়, পশ্চিমা পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে। ইসলামের সাধারণ তত্ত্বই বা কিভাবে জনগণকে বিদ্রোহমুখী করে তোলে, তা বোঝা গেল না। অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত দেশে তো তাহলে লাগাতার বিদ্রোহ চলত। ইসলাম, খৃষ্ট ও বৌদ্ধ ধর্ম তাদের আবির্ভাবের সময় সমাজ বিপ্লব ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশে ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম শোষিত নিপীড়িত জনতার বিদ্রোহের প্রকাশ মাধ্যম হলেও কখনই সমাজ বিপ্লবের চালিকা শক্তি হয়নি। সমাজ বিপ্লব সব সময়ই শ্রেণী সংগ্রামের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ, যা সামাজিক শ্রেণীগুলোর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রয়াস। এখানে আইডিওলোজি প্রেরণা জোগায়, কিন্তু তা কখনও পুরো শ্রেণীকে রক্তাক্ত সংঘাতে চালনা করার মূল কারণ নয়। আধুনিক কালে কোন ধর্ম কখনই সমাজ বিপ্লবের চালিকা শক্তি হতে পারে না। মুসলিম দেশগুলোয় বড়জোর ফাণ্ডামেন্টালিষ্টদের সন্ত্রাসবাদী তৎপরতায় প্রেরণা জোগাতে পারে। অবশ্যই তা সমাজ বিপ্লব নয়। জনাব রহমান ইরানী বিপ্লবকে শিয়া ধর্মীয় নেতাদের নেতৃত্বে ধর্মীয় উদ্দীপনায় উন্মত্ত জনসাধারণের বিদ্রোহ হিসেবে গণ্য করায় এই বিভ্রান্তি ঘটেছে। শিয়া ধর্মশাস্ত্রে এমন কিছু নেই, যা রাজতন্ত্র বা পুঁজিবাদ বিরোধী। কোন বিশ্বধর্মেই তা নেই। তা'ই যদি হোত, তবে গত দু'হাজার বছরে পৃথিবীর কোন দেশেই রাজতন্ত্র থাকত না এবং বর্তমানেও সৌদি বাদশাহর বাদশাহীর অবসান হোতো। ধর্ম-বিশ্বাস বা চিন্তাদর্শন হিসেবে অন্যান্য বিশ্বধর্মগুলোর মত ইসলামও শুধুমাত্র সামন্ত সমাজ ব্যবস্থাতেই তার আদর্শগত শুদ্ধতা এবং অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে। আধুনিক ইরানে খোমিনীর ইসলামী বিপ্লবী সরকার

www.pathagar.com

কখনই মোল্লাতন্ত্র হবে না।

'ইজতিহাদ' অর্থ 'বৈজ্ঞানিক গবেষণা', এ তথ্য জনাব রহমান কোথায় পেলেন? 'ইজতিহাদ' মানে মতৈক্য বা কনশেন্সাস, এটা ফিকাহ বা ইসলামী জুরিসপ্রুডেন্সের ব্যাপার। 'ইসলামিক তত্ত্বে সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি ইচ্ছে নয়, প্রয়োজন'; এই উদ্ভট তথ্যই বা তিনি কোথায় পেয়েছেন? 'সমাজ ব্যবস্থাটির ভিত্তিরূপে প্রয়োজন দূরীকরণ চিন্তাভিত্তিক কাঠামো, যার ভেতরে দশটি মানবিক প্রয়োজনের ভেতর আরো একটি মানবিক প্রয়োজন দূর করার জন্য' এবং 'প্রয়োজন দূরীকরণ চিন্তাভিত্তিক ব্যবস্থা' প্রভৃতি হেঁয়ালীপূর্ণ ভাষায় জনাব রহমান কি বোঝাতে চেয়েছেন, তা একেবারেই দুর্বোধ্য। নিঃসন্দেহে ইসলামে এমন কোন ব্যবস্থা বা তত্ত্ব নেই। ইসলামী অর্থ-নীতির যে চারটি মূলনীতি জনাব রহমান উল্লেখ করেছেন, ওরকম কোন অর্থনৈতিক নীতিও ইসলামে নেই। ইরানী বিপ্লবকে ইসলামী আন্দোলন ভেবে এরকম ভিত্তিহীন নীতি জনাব রহমান খাড়া করেছেন। ইরানের বিদ্রোহ মোটেই কোন এক্সপেরিমেন্ট নয়। ১৭৮৯-এর ফরাসী বিপ্লব এবং ১৯১৭-এর রুশ বিপ্লব যেমন কোন এক্সপেরিমেন্ট ছিল না। এ দু'টো বিপ্লবের মতই ১৯৭৮-৭৯র ইরানী বিপ্লব স্বৈরাচার ও নিষ্ঠুর শোষণ নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভের জন্য নিপীড়িত জনগণের পৃথিবী কাঁপানো বিদ্রোহ। নতুন সমাজ গড়বার জন্য পুরানো পৃথিবীকে পালটানোর যুগান্তকারী প্রয়াস।

ইরানী বিপ্লব যে জনাব রহমান কথিত ইসলামী বিপ্লব নয়, তার প্রমাণ হচ্ছে, অস্থায়ী সরকারের প্রধান হচ্ছেন বাজারগান ও সাঞ্জাবী, কোন শিয়া ধর্মনেতা নয়। খোমিনী এসব পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত গণতন্ত্রীদের সমবায়ে নতুন সরকার গঠন করেছেন। তাতে এই বোঝা যায় যে, ইসলাম ইরানী বিপ্লবের চালিকা শক্তি নয়। কিন্তু এই মধ্যপন্থী সরকারও যে ক্ষমতা বেশিদিন রাখতে পারবেন, তা মনে হয় না। বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় বামপন্থী ও প্রগতিশীল শক্তিগুলো সংগঠিত ও সশস্ত্র হবার বিরাট সুযোগ পেয়েছে। মার্কিন ও পশ্চিমা পুঁজির স্বার্থ রেখে ঢেকে চালু রাখবে এরকম কোন বুর্জোয়া সরকার তারা মেনে নেবে না। সামনের

www.pathagar.com

দিনগুলো ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে আরো রক্তঝরা হবে বলে আমরা ধরে নিতে পারি।

আসহাবুর রহমান
দিনাজপুর"

দুই ॥

জনাব আসহাবুর রহমানের বক্তব্যের জবাবে বর্তমান লেখক প্রসঙ্গের 'ক্লারিফিকেশন' প্রদান করেছিলেন 'বিচিত্রা'য়। ১২ মার্চ ১৯৭৯ তে লিখিত এই জবাব প্রকাশিত হয়েছিলো 'বিচিত্রা'র ৩০ মার্চ ১৯৭৯ তারিখে। পরিশিষ্ট-ক/দুই-এ গ্রথিত হলো প্রদত্ত জবাব।

পাঠকের চিঠির জবাব

২রা মার্চ ১৯৭৯-এর 'বিচিত্রা'র 'ভিন্নমতে' দিনাজপুর থেকে জনাব আসহাবুর রহমানের সমালোচনাটি পড়লাম। ২রা ও ৯ই ফেব্রুয়ারী 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত ইরানের সাম্প্রতিক অবস্থা সংক্রান্ত আমার দুটো লেখা প্রসঙ্গে রচিত এই লেখাটির একটি বক্তব্যের (আংশিক?) সত্যতার স্বীকৃতি ও অন্যান্য বক্তব্য প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে আমার দ্বিমত জ্ঞাপনের জন্য অতি ব্যস্ততা সত্বেও আমি এই পত্রটি লিখা একটি অনিবার্য দায়িত্ব বলে মনে করছি। পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিবেশনার গুণে ভুল তথ্য ও বক্তব্য পাঠক সাধারণকে বিভ্রান্ত করতে পারে ভেবেই আমাকে এটি করতে হচ্ছে।

(১) ইরানী বিপ্লবে আফগানিস্তানের ভূমিকা প্রসঙ্গে জনাব আসহাবের বক্তব্যটিকেই সঠিক মনে হয়। এ প্রসঙ্গে আমার লেখাটি রচিত হয় ২৫শে জানুয়ারী অর্থাৎ তার প্রকাশনারও সপ্তাহকাল পূর্বে। সেই মুহূর্তে (বিপ্লব তখনও কেবল ঘটমান ও অনিশ্চিত) যা কিছু অকিঞ্চিৎকর তথ্য হাতে ছিল, তার ভিত্তিতেই আমার লেখাটি তৈরী করা হয়েছিল। সেই মুহূর্তে তথ্যের এই অপ্রতুলতা ও আরো তথ্য পাওয়া গেলে আমার লেখার সিদ্ধান্তের পরিবর্তনের সম্ভাবনা সাপেক্ষে ঐ লেখার স্রেফ একটি টেনটেটিভ চরিত্রের ব্যাপারে আমার সচেতনতা ও পাঠককে সচেতন রাখবার ইচ্ছার ইঙ্গিত আর লেখাতেও আমি একাধিকবার

www.pathagar.com

দিয়েছিলাম। আরো তথ্য পাওয়ার পর এখন এটাই মনে হচ্ছে যে, আফগানিস্তান সম্ভবতঃ ইরানী বিপ্লবীদের সাহায্য করেছিল। তবে এই সাহায্যের ব্যাপারটি এখনও কনফার্মড নয়। এই সাহায্য আয়াতুল্লাহ খোমেনীর প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বিপ্লবের ডিসাইসিভ পর্যায়ে বিপ্লবকে দেয়া হয়েছিল, নাকি তার বিপ্লবী পরিস্থিতিতে অন্তর্ঘাতে কন্ট্রিবিউশন হিসেবে বিপ্লবীদের একাংশকে দেয়া হয়েছিল, তা এখনও পরিস্কার নয়—অন্ততঃ এখনও পর্যন্ত যে তথ্য পেয়েছি, তাতে পরিস্কার নয়।

(২) জনাব আসহাবের অন্যান্য বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। তৃতীয় বিশ্বে সংঘটিত বিপ্লব বা অভ্যুত্থান সম্পর্কে রুশ মার্কিন দ্বন্দ্ব সঞ্জাত সমীকরণটি ঠাণ্ডা লড়াইয়ে অতিমাত্রায় প্রভাবিত পণ্ডিত-বিশেষজ্ঞদের মস্তিষ্ক-প্রসূত, না দেং জিয়াও পিং-এর ত্রিবিশ্ব তত্ত্ব অনুযায়ী তৈরী, এই কন্ট্রোভার্সি তুলে জনাব আসহাব কি বলতে চেয়েছেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না। ঐ কন্ট্রোভার্সি তুলে এবং তারপর তৃতীয় বিশ্বের অনেক অঘটনে মার্কিনীদের হাত রয়েছে, তৃতীয় বিশ্বে সংঘটিত এমন অনেক অঘটনের বেশ দীর্ঘ একটি তালিকা দেয়ার পরও তিনি এই প্রসঙ্গে আমার মূল বক্তব্য অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বে তথা ইরানের ঘটনাবলীকে উপরোল্লিখিত সরল সমীকরণটি দিয়ে মাত্র ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়—এর সঙ্গে একমত হয়েছেন বলেই মনে হয়। তা'ই যদি হয়, তাহলে এই কন্ট্রোভার্সি ও তৃতীয় বিশ্বের অঘটনে মার্কিন কুকর্মের তালিকাটির এখানে রিলেভেন্সটিই বা কি? সে যা'ই হোক, তৃতীয় বিশ্ব কেন, পুরো বিশ্বেরই বহু কাণ্ডেই মার্কিনীদের একটি ন্যাক্কারজনক ভূমিকার ব্যাপারে আমার মনেও কোন সন্দেহ নেই। বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করবার প্রবণতায় আংশিকভাবে হলেও চালিত পরাশক্তিদের পক্ষে এইরূপ ভূমিকা অনেকটা 'স্বাভাবিকই' বটে। উপরোল্লিখিত সমীকরণটি ঠাণ্ডা লড়াইয়ে অতিমাত্রায় প্রভাবিত পণ্ডিত-বিশেষজ্ঞদের মস্তিষ্ক-প্রসূত, না দেং জিয়াও পিং-এর ত্রিবিশ্ব তত্ত্বজাত—এই কন্ট্রোভার্সিটি যদিও আমার লেখার মূল বক্তব্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক নয়, তা সত্বেও প্রসঙ্গটি যখন উঠেছে এবং বিশেষ করে এ প্রসঙ্গে জনাব আসহাব কিঞ্চিৎ ভ্রান্ত ধারণায় ভুগছেন বলে মনে হচ্ছে, তখন

www.pathagar.com

এ ব্যাপারেও আমি কিছু বলা সমীচীন মনে করি। পিকিং-এর ডগমা হিসেবে ত্রিবিশ্ব তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ষাটের দশকের আগে নয়, তার সূক্ষ্ম সূত্রাদি খুঁজলে তাকে বড়জোর পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধের ব্যাপার বলা যায়। অথচ উপরোল্লিখিত সমীকরণটি দিয়ে দুনিয়ার তাবৎ ঘটনাকে ব্যাখ্যা করবার প্রবণতাটি তার বহু আগে, চল্লিশের দশকের শেষার্ধে ও পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে পূর্বোল্লিখিত পণ্ডিত-বিশেষজ্ঞদের প্রকাশিত পুস্তক ও নিবন্ধাদিতে দেখা যায়।

(৩) আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের নামে অন্ধ পাশ্চাত্যানুকরণ এবং ইরানের আর্থ সামাজিক কাঠামো বা সংস্কৃতির সংঘাতই ইরানী বিপ্লবের জন্ম দিয়েছে। আমার এই বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে জনাব আসহাব আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন আসলে পাশ্চাত্যকরণই বলে যা বলেছেন, আমি তার সঙ্গে একমত নই। আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন আসলে পাশ্চাত্যকরণই, এইরূপ ধারণা উন্নয়ন বিষয়ে পাশ্চাত্যের ট্র্যাডিশনাল লিখিয়েদেরই বক্তব্য। পাশ্চাত্যেও আজকাল এই নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। পাশ্চাত্যের পরিবেশে যা আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন—প্রাচ্যের পরিবেশেও যে তা'ই আধুনিক ও উন্নয়ন হবে, তেমন কোন কথা নেই। রেলওয়ে, মোটরগাড়ি, বিমান, কম্পিউটার, টেলিভিশন ইত্যাদি ইত্যাদি পাশ্চাত্য থেকে এসেছে বলেই যে উন্নয়ন ও পাশ্চাত্যকরণ এক, এমন কথা নেই। কফির ব্যবহার আরব থেকে এসেছে বলে পাশ্চাত্যে কফির ব্যবহারকে আরবীকরণ বলা যায় না। জাপানী কাপড় পরি বলেই আমরা জাপানীইজড হয়ে যাইনি। পাশ্চাত্যকরণ প্রধানত মূল্যবোধের ব্যাপার। পাশ্চাত্য আবিষ্কৃত উন্নয়নের সামগ্রী ব্যবহার আর পাশ্চাত্যের মূল্যবোধে চালিত হওয়া যেমন এক কথা নয়, তেমনি উন্নয়ন ও পাশ্চাত্যকরণ বা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ এক কথা নয়।

একইভাবে চীনে 'চার কুচক্রী'র পতনের পর চীনা নেতৃত্ব চীনের দ্রুত আধুনিকীকরণের জন্য মার্কিন, জাপানী, জার্মান, ফরাসী ও বৃটিশ টেকনোলজি ধারে বা নগদে কিনে চীনকে ২০০০ সালের মধ্যে আধুনিক করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন বলেই যে তাঁরা পাশ্চাত্যকরণও

www.pathagar.com

করছেন, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। হয়তো তাঁরা পাশ্চাত্যকরণও করতে চাচ্ছেন। হয়তো চাচ্ছেনও না। যদি চেয়ে থাকেন, তাহলে তা উন্নয়নের চেয়ে ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু স্রেফ উন্নয়নের জন্য পাশ্চাত্য টেকনোলজি নেয়ার অর্থই পাশ্চাত্যকরণ হতে পারে না। লিবিয়াতে প্রচুর উন্নয়ন কর্ম হচ্ছে, পাশ্চাত্যের টেকনোলজিও তাতে নিয়োজিত। তাই বলে লিবিয়া পাশ্চাত্যকৃত হচ্ছে না। সৌদী আরবে প্রচুর পাশ্চাত্য টেকনোলজি আসছে, কিন্তু তাকে পাশ্চাত্যকৃত সমাজ বলা যায় না।

পূর্ণাঙ্গ পাশ্চাত্যকরণকে এড়িয়ে সম্ভবত পাশ্চাত্যের সহায়তা সংগ্রহ ও উন্নয়ন সম্ভব। পাশ্চাত্যের সহায়তা ছাড়াও হয়তো উন্নয়ন সম্ভব। পাশ্চাত্যকরণকে এড়িয়ে উন্নয়নের চেষ্টাই ছিল মাও সে তুং ও তাঁর অনুগামীগণের চেষ্টা। চীনের চার 'কুচক্রী' অদৌ কুচক্রী কিনা, তাও এখনো পরবর্তী ইতিহাসের বিচার্য ব্যাপার। বর্তমান চীনা নীতিকে তার পাশ্চাত্যপ্রীতির ধারায় প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা (নিশ্চয়তা নয়) দেখে পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমগুলো খুব বাহ বাহ দিলেও তার চূড়ান্ত মূল্যায়নের সময়ও সম্ভবতঃ এখনও আসেনি।

জনাব আসহারের রচনার আলোচ্য অনুচ্ছেদের শেষে তিনি বলেছেন, 'ইরানী জনগণ আধুনিকীকরণের বিরুদ্ধে বলে ধরে নেয়া মারাত্মক ভুল হবে।' অবশ্যই মারাত্মক ভুল হবে এবং আমিও তা'ই বিশ্বাস করি। আমি আমার লেখার কোথাও এটা বলিনি যে, ইরানী জনগণ আধুনিকীকরণের বিরুদ্ধে। তবে এখনও পর্যন্ত যা কিছু তথ্য আমি পেয়েছি, তার আলোকে আমার মনে হয়, তাঁদের অধিকাংশ অবশ্যই পাশ্চাত্যকরণের বিরুদ্ধে। আমার লেখায়ও আমি তা'ই বলেছি।

জনাব আসহাব বলেছেন, 'জনাব রহমান যদি দুর্বোধ্য ভাষায় ইরানী বিপ্লবকে আধুনিকীকরণের সংগে ইরানী সংস্কৃতির সংঘাত না বলে শুধু শ্রেণী সংগ্রাম বলেই ক্ষান্ত হতেন, তবেই ঠিক হতো।' আমি একমত নই। প্রথমত, আমি ইরানী বিপ্লবকে আধুনিকীকরণের সঙ্গে ইরানী সংস্কৃতির সংঘাত বলিনি—এমনকি স্রেফ পাশ্চাত্যকরণের সংগে ইরানী সংস্কৃতির সংঘাতও বলিনি। তা বলা হবে একান্ত বালসুলভ, অতি সরল

www.pathagar.com

সমীকরণ দিয়ে অতি জটিল বিষয়কে বুঝাবার চেষ্টা। কোন বিপ্লবই শুধু শ্রেণী সংগ্রামও নয়। কোন ডকট্রিন যদি তা বলেও থাকে, তাও নয়। তবে কোন ডকট্রিনই এরূপ বলে বলেও আমার এখনও জানা নেই।

(৪) 'গত পঁচিশ বছর ধরে ইরানের বামপন্থী ও প্রগতিশীলরাই শুধু শাহের নৃশংস গেস্টাপো নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কারণ শাহ এবং পেন্টাগণ জানত যে, শুধু বামপন্থীরাই তাঁর রেজিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করতে পারে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ইরানের পুরো তরুণ সম্প্রদায়ই রাজতন্ত্র ও মার্কিনী শোষণের স্বরূপ দেখতে পেরেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অধ্যয়নরত ইরানী ছাত্ররা সবাই শাহবিরোধী বামপন্থী। এই প্রবাসী ইরানী ছাত্ররাই গত কয়েক বছর ধরে শাহ বিরোধী আন্দোলন শুরু করেছিল।' জনাব আসহাবের এই বক্তব্য ত্রুটিযুক্ত। ইরানে 'সাভাকে'র নির্যাতন শুধু বামপন্থী বাছেনি। যিনিই শাহের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে চিন্তা পর্যন্ত করেছেন বলে জানা গেছে, তিনিই নির্যাতিত হয়েছেন। নিগৃহীত হয়েছেন। কট্টর কমিউনিস্ট বিরোধী আয়াতুল্লাহ খোমেনীর ষোল বছরের নির্বাসন ও শরীয়ত মাদারী সহ অন্যান্য আয়াতুল্লাহদের জীবনই সেই কথা বলে। ধর্মীয় কারণে রাজতন্ত্রের বিরোধিতার 'অপরাধে' ফুটন্ত তেলে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনাও সাভাকের রেকর্ডে রয়েছে। বামপন্থী ডানপন্থী নয়, শাহবিরোধী সকলেই নির্যাতনের দমননীতির শিকার হয়েছেন।

শাহ এবং পেন্টাগণ যা জানত তা এই নয় যে, শুধু বামপন্থীরাই শাহের রেজিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠন করতে পারে; বরং তা এই যে, বামপন্থীরা যতখানি 'মারাত্মক' অন্ধ বিশ্বাসে বলীয়ান, অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের মনকে অপেক্ষাকৃত সহজে চালিত করতে সক্ষম ও অলংঘনীয় মসজিদসমূহকে সংগঠনকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করবার সুযোগধারী 'ইসলামী বিপ্লবী'রা তার চাইতেও বেশী না হোক, অন্ততঃ তারই সমান মারাত্মক। এই জন্যই শাহ প্রায় সারাক্ষণ 'ইসলামিক মার্কসবাদী'র ভয়ে প্যারানয়াড হয়ে থাকতেন ও একাধিকবার এ ব্যাপারে বিবৃতি দিয়েছিলেন। এজন্যই আপাতঃদৃষ্টে অতি নিরীহ আয়াতুল্লাহ খোমেনীকে ষোল বছর আগে (তখন তাঁর নামও তেমন জানা ছিল না)

www.pathagar.com

দেশছাড়া করা হয়।

ইরানে কমিউনিস্টগণ সংখ্যায় 'বিশাল' নন—তবে সাবস্ট্যানশিয়াল। তাঁদের ডেডিকেশন অসাধারণ। এটাই তাঁদের শক্তি। কিন্তু ইরানে বিপ্লব সংঘটনে কখনোই তাঁরা প্রধান চালিকা শক্তি বা নেতৃত্বদানকারী 'ভ্যানগার্ড' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি (অন্ততঃ এখনো পর্যন্ত)। এটা তাদের আন্তরিকতার অভাবে নয়। ইরানে, বিশেষ করে শাহের দমননীতির ফলে তাঁদের ম্যানুভার ও অপারেশনের ক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ, প্রায় বিলুপ্ত হয়ে পড়েছিল বলেই এই রকম। একমাত্র ধর্মীয় আন্দোলনের পক্ষে যৎকিঞ্চিৎ হাত-পা নাড়বার সুযোগ রয়েছিল, ইরানে মসজিদে হস্তক্ষেপ করাটা শাহের পক্ষে বেশ কঠিন ছিল বলেই। ইরানে এখন নিখাদ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে কমিউনিস্টগণ সম্ভবতঃ প্রথমবারের মত তাদের ঐ আকাঙ্খিত ভূমিকা পালনের জন্য তৈরী হওয়ার সুযোগ পাবেন।

(৫) জনাব আসহাব লিখেছেন, 'বার, ক্যাসিনো, ক্যাবারে, নাইট ক্লাব ইত্যাদি হচ্ছে পুঁজিবাদী অপসংস্কৃতির লক্ষণাদি—যেখানে এলিট বা শোষকরা টাকা ওড়ায় এবং ফূর্তি করে। এগুলোর সঙ্গে থিয়েটার বা সিনেমাকে এক করে দেখা মোটেই ঠিক নয়'। আলবৎ ঠিক নয়—জনাব আসহাবের মতের সঙ্গে আমি একমত। আমার লেখায়ও আমি এই দুই সেটকে এক করে দেখিনি। আমি যা বলেছি তা হলো, ইরানীরা এসবকে পাশ্চাত্যকরণের প্রতীক হিসেবে দেখেছেন। আমি আর ইরানী মাসেস এক নই।

(৬) সংস্কৃতি ও জাতি সংক্রান্ত আমার বক্তব্য খণ্ডনের (?) জন্য জনাব আসহাব বলেছেন, 'সংস্কৃতি ও জাতিকে দুটো পরস্পর-বিরোধী বিষয় হিসেবে দাঁড় করানোর পেছনে কোন যুক্তি নেই।' তাঁর এই কথা, তারপর সংস্কৃতি সংক্রান্ত তাঁর পরবর্তী বাক্যসমূহের ('সব জাতির···চিহ্নিত করা') সব ক'টিই আমি সমর্থন করি। আমার লেখায়ও আমি ঐরূপ ধারণা-বিরুদ্ধ কিছু লিখিনি। তবে আমার মতবিরোধ রয়েছে—তা জাতির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে। জাতীয়তার ভিত্তি সব পরিবেশে এক নয়। ইরানে সম্ভবতঃ তা সংস্কৃতি—শাহের জাতীয়তাবাদে চিহ্নিত বর্ণগত বা ভৌগোলিক বসবাসস্থান নয়। আমার লেখায় এইটেই আমি বলেছি।

www.pathagar.com

'সাংস্কৃতিক ঐক্য সামাজিক পরিচয়ের প্রধান সূত্র, এ সর্বকালে সর্বদেশেই সত্য', জনাব আসহাবের এ বক্তব্য ঠিক নয়। সামাজিক পরিচয়ের কোন সূত্র প্রধান তা পরিচয় দানকারী, পরিচয়কারী ও পরিচিতের দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নির্ভর করে। কারো কাছে শ্রেণীগত ঐক্যই সামাজিক পরিচয়ের প্রধান সূত্র (কমিউনিস্টদের কাছে)—কারো কাছে হয়তো বা স্রেফ ধর্ম বা অন্য কোন মূল্যবোধ-ব্যবস্থা/আইডিয়োলজিজাত ঐক্য (ইসরায়েলের উদাহরণ দ্রষ্টব্য)। সাংস্কৃতিক ঐক্যভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও ভৌগোলিক সীমারেখায় নির্দিষ্ট ইতিহাস-ঐতিহ্যভিত্তিক জাতীয়তাবাদের 'বিরোধ কিভাবে হতে পারে', তা জনাব আসহাবের বোধগম্য হয়নি। ইরানের সাম্প্রতিক অবস্থা থেকে একটি উদাহরণ দিয়েই ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করা যাক। ইরানের বর্তমান ভৌগোলিক সীমারেখাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ (যা শাহের ইরানী জাতীয়তাবাদ বটে) অনুযায়ী ইরানের সকলেই ইরানী, এক জাতি এক রাষ্ট্রে এক দেহে লীন হয়ে একাকার হবার কথা। কিন্তু এই একই ভৌগোলিক সীমারেখার ভেতর সাংস্কৃতিক ঐক্যের পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার মত জাতি-সত্ত্বা রয়েছে একাধিক—ফারসী ভাষাভাষী আর্য বর্ণোদ্ভূত 'মূল' ইরানী (আভিধানিক অর্থ: আর্যলোকজ বা আর্য) ছাড়াও আছে কুর্দী, বালুচ ও অন্যান্য ক্ষুদ্রতর জাতিসত্ত্বা। সাংস্কৃতিক ঐক্যভিত্তিক জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলে কুর্দী ও বালুচগণ ইরানের ভৌগোলিক সীমারেখায় বসবাস করলেও ঐ সীমারেখাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত। কুর্দীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সহিংস ও এ্যালার্মিং পর্যায়ে এসে পড়েছে বলে তা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সাংস্কৃতিক ঐক্যজাত পরিচয়ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও ভৌগোলিক সীমারেখাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভেতর সংঘাতের 'তত্ত্ব' 'উদ্ভট এবং বাস্তব বিবর্জিত' ত নয়ই; বরং শুধু সম্ভবই নয়, তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রে এক প্রণিধানযোগ্য সমস্যাও বটে। এ ব্যাপারে এখানে আরো অধিক আলোচনার অবকাশ নেই। পাঠক আগ্রহী হলে পরে এ ব্যাপারে আরো আলোচনা করা যাবে।

'জনাব রহমান ইরানী জাতীয়তাবাদকে ইরানী সংস্কৃতির বিরোধী বলে ধরে নিয়েছেন' এই কথাটি ঠিক নয়, এবং 'তাঁর মতে (অর্থাৎ আমার মতে)

www.pathagar.com

ইসলাম প্রসূত' এই কথাটিও ঠিক নয়। পাশ্চাত্যের তত্ত্বকে হুবহু ইরানে খাটাবার চেষ্টাজাত শাহ প্রতিষ্ঠিত (?) বর্ণগত পরিচয় ও ভৌগোলিক সীমারেখাভিত্তিক জাতীয়তাবাদই ইরানের সাধারণ সংস্কৃতি বিরোধী। এই কথাটিই আমি আমার লেখায় বলেছি।

ইরানের সংস্কৃতি নয়, ইরানের অধিবাসীদের প্রায় সর্বাংশের মূল্যবোধ ব্যবস্থাটি ইসলাম-প্রসূত বলে আমি লিখেছি। কথাটি ভাল না মন্দ, তা আমি বলিনি; কিন্তু কথাটি একটি অবজেকটিভ সত্য, এটা আমি বিশ্বাস করি। ঐতিহাসিক কারণেই তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সব সমাজেই এখনো ধর্মই প্রধান মূল্যবোধ-ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ধর্মবহির্ভূত মূল্যবোধ-ব্যবস্থা তথা সেকুলার আইডিয়োলজি (উদাহরণস্বরূপ মার্কসবাদ) তুলনামূলকভাবে অতি সাম্প্রতিক ব্যাপার। তার আগে যুগ যুগ ধরে মানুষের মূল্যবোধ সৃষ্ট ও সংগঠিত হয়েছে ধর্মের কাঠামোর ভিত্তিতে। যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মজাত মূল্যবোধ-ব্যবস্থাকে রিপ্লেস করবার জন্য যেই রকম সার্বিক বিপ্লব বা সেকুলার শিক্ষা বা চিন্তার ব্যাপক প্রসারের প্রয়োজন, তা সম্ভবতঃ একমাত্র চীন, ইন্দোচীন ও কিউবা ছাড়া তৃতীয় বিশ্বের আর কোথাও এখনো ঘটেনি। এইজন্যই ইরান সহ তৃতীয় বিশ্বে, সাধারণভাবে বলতে গেলে এখনও ধর্মই মূল্যবোধ-ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। অশিক্ষিতের ভেতরই শুধু নয়, এমনকি এইসব সমাজের পাশ্চাত্য শিক্ষিতের ভেতরও চেতনে না হোক অবচেতন মনে মূল্যবোধ-ব্যবস্থার ধর্মগত ভিত্তি এখনো পূর্ণাংশে না হলেও বহুলাংশে বজায় আছে।

সংস্কৃতি ধর্মপ্রসূত নয়। তবে জনাব আসহাবের বক্তব্য যে 'ধর্মই সংস্কৃতির অঙ্গ' কথাটিও ঠিক নয়। সংস্কৃতি হলো মূল্যবোধ-ব্যবস্থা চালিত জীবন প্রক্রিয়ার লক্ষ্যযোগ্য আচার-আচরণ ইত্যাদির প্যাটার্ণ বিশেষ। অর্থাৎ এ্যাবষ্ট্রাক্ট মূল্যবোধ অবস্থায় ট্যানজিবল সিম্পটম নিয়ে রচিত ব্যবস্থাটিই হলো সংস্কৃতি। ধর্ম হলো মূল্যবোধ-ব্যবস্থার একটি অঙ্গ। পরিবেশ ভেদে মূল্যবোধ ব্যবস্থায় ধর্মের অংশ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হতে পারে। তৃতীয় বিশ্বে সাধারণভাবে বলতে গেলে তার এই অংশ বৃহৎ বটে।

সংস্কৃতি যেহেতু ধর্মসহ মূল্যবোধ-ব্যবস্থার নানা অংশজাত বিষয়, সেই হেতু

www.pathagar.com

ধর্মের সংস্কৃতির অঙ্গ হবার কথা নয়। সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ ও সার্বিকভাবে ধর্মপ্রসূত না হলেও পরোক্ষ ও আংশিকভাবে ধর্মপ্রসূত। তবে ধর্মাচার তথা ধর্মের সিম্পটমরূপ লক্ষ্যযোগ্য আচার-অনুষ্ঠান অবশ্যই সংস্কৃতির অংশ হিসেবে গণ্য।

(৭) 'আরবী ইসলামকে ইরান শিয়া হেরেসী দিয়েই নিজের করে নিয়েছিল। একে আরব বিজেতাদের ওপর ইরানী সংস্কৃতির প্রতিশোধ বলা যেতে পারে',—জনাব আসহাবের এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। শিয়া মতবাদের জন্ম ইরানে ইসলামের প্রতিষ্ঠার বেশ পূর্বে ও ইরানে নয়, 'আরবী ইসলামের' কেন্দ্র খোদ মদীনায়। হজরত মোহাম্মদের তিরোধানের পর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই শিয়া সেক্টের জন্ম হয়। পরে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে এই সেক্ট 'অরথডক্স' ইসলাম থেকে অংশত ভিন্নতর একটি ডকট্রিনও গড়ে তোলে। হজরত মোহাম্মদ পরবর্তী ইসলামিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যাঁরা আবু বকর, ওমর ও ওসমানের বিপরীতে আলীকে মনোনীত ও সমর্থন করেন, তাঁরাই 'শিয়াৎ আলী' ('আলীর সমর্থক') হিসেবে পরিচিত হন। এই 'শিয়াৎ আলী' থেকেই শিয়া নামটির উৎপত্তি ঘটে। তাই শিয়া মতবাদ আরবী ইসলামের ওপর ইরানী সংস্কৃতির প্রতিশোধ কথাটি একেবারেই বাজে কথা।

(৮) 'শিয়া ও সূফিবাদ দু'টোই গ্রীক ও হেলেনিক সংস্কৃতির প্রভাবের ফল। অবশ্য মার্কস, ভেবার ভারতীয় অদ্বৈত দর্শনকে সূফিবাদের উৎস বলেছেন। সম্ভবতঃ নিওপ্লাটোনিজমের সঙ্গে এরও ভূমিকা ছিল।' জনাব আসহাবের এই কথাগুলো বেশ পড়াশোনার ইঙ্গিতবহ হলেও কন্ট্রোভার্সিয়াল। শিয়া মতবাদের উৎস সম্পর্কে ত ওপরে বলা হয়েছে (এ ব্যাপারে আরো অধিক আলোচনায় আগ্রহী হলে পাঠক আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন)। সূফি মতবাদের উৎস হেলেনিক, না ভারতীয় চিন্তাধারা, না অন্যকিছু, তা এখনও সঠিক করে বলবার উপায় নেই। এ জন্য আরো মৌলিক গবেষণার দরকার আছে এবং কোথাও কোথাও তা হচ্ছে বলেও শুনেছি।

মার্কস ওয়েভার বা অন্য কোন পণ্ডিত কিছু বলেছেন বলেই সেই বলা চূড়ান্ত—এটা মানতে আমি রাজী নই।

www.pathagar.com

সূফিবাদ জাতীয় চিন্তা সম্ভবত প্রকৃতির ভেতর থেকেই আসে। প্রকৃতির অংশ যে মানুষ, সেই মানুষের নিজের প্রকৃতি চর্চা থেকেই এ ধরনের চিন্তার উদ্ভব হয় বলে মনে হয়। সম্ভবত এ জন্যই অনেক প্রিমিটিভ সমাজেও এবং এমন সব সমাজেও যেখানে প্লেটো বা ভারতীয় দার্শনিকদের চিন্তা পৌঁছুবার কথা নয়, সেখানেও ঐ জাতীয় চিন্তা লক্ষ্য করা যায়। (অন্য একটি বিষয়ে গবেষণা উপলক্ষে আমাকে স্রেফ প্রাসঙ্গিক কাজ হিসেবে আফ্রিকার কতিপয় আদিম উপজাতির চিন্তা ও ধর্ম নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ পড়াশোনা করতে হয়। তখন বিষয়টি আমি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মত যথেষ্ট পড়াশোনা সেটি ছিল না। এ বিষয়ে কেউ ব্যাপক গবেষণায় ব্রতী হলে খুব ভাল হয়। কেউ এরকম কাজ করলে আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ হবো।)

সার কথা, সূফিবাদের উৎপত্তির জন্য সম্ভবত গ্রীস বা ভারতের প্রভাবের দরকার হয়নি; প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে মানুষের নিজের প্রকৃতি চর্চায়ই সম্ভবত তার উৎপত্তি ঘটেছে। তবে বহির্দেশীয় প্রভাব তার বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকতে পারে। এ ব্যাপারে আরো গবেষণার দরকার আছে।

(৯) জনাব আসহাব লিখেছেন, "ইসলামের সাধারণ তত্ত্বই বা কিভাবে জনগণকে বিদ্রোহমুখী করে তোলে তা বোঝা গেল না। অন্যান্য মুসলিম দেশে তো তা হলে লাগাতার বিদ্রোহ চলত....." । ইসলামের দৃষ্টিতে যা ন্যায্য নয়, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ইসলাম মতে সকল মুসলমানের ফরজ। এ প্রসঙ্গে ইসলামের শাস্ত্রকরগণ বিগত দশ-বারো শতাব্দী ধরে বেশ অনেকগুলো বই-পুস্তক লিখেছেন। এদের ভেতর মুসলিম রাজতন্ত্রের প্রাথমিক যুগের ইমাম আবু হানিফা ও পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে শাহ ওয়ালিউল্লাহর রচনা ব্যাপক পরিচিত। সুন্নী ধারার চারজন ইমামই রাজদ্রোহের অপরাধে নির্যাতন ভোগ করেছেন। মৃত্যুদণ্ড ও কারা-নির্যাতন এর অন্তর্ভুক্ত। শিয়া মতবাদের উৎপত্তিই এইরূপ বিদ্রোহের ভেতর দিয়ে। সাম্প্রতিককালেও প্রায় সবগুলো মুসলিম দেশেই কিছু না কিছু ইসলামিক শাস্ত্রকর বিদ্রোহাত্মক কাজকর্ম বা উক্তির জন্য মৃত্যুদণ্ড ও কারা-নির্যাতন সহ নানারূপ শাস্তি ভোগ করেছেন, করছেন।

www.pathagar.com

ইসলাম বিদ্রোহের উস্কানী দেয় এবং এই জন্য ইসলাম প্রভাবিত মূল্যবোধ-ভিত্তিক সবগুলো সমাজেই অধিকাংশই চেতনে হোক আর অবচেতনেই হোক, বিদ্রোহাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করেন। এই জন্যই মুসলিম সমাজগুলোর একসাই-টেবিলিটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়। এসব দেশে 'লাগাতার বিদ্রোহ' ত লেগেই আছে। এমন একটি মুসলিমপ্রধান অঞ্চল দেখানো যাবে না, যেখানে কোন না কোন ফর্মে বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ, রক্তপাত, অভ্যুত্থান, সন্ত্রাসবাদ, বিদ্রোহ, বিপ্লব এসব লেগে নেই। তা যে সবখানে ইসলামের জন্য বা ইসলামের নামে হচ্ছে, তা নয়। কিন্তু তা সম্ভবত এটা ইণ্ডিকেট করে, মুসলিম সমাজ-সমূহে বিদ্রোহের পটেনশিয়াল অধিক।

(১০) জনাব আসহাব লিখেছেন, 'জনাব রহমান ইরানী বিপ্লবকে শিয়া ধর্মীয় নেতাদের নেতৃত্বে ধর্মীয় উদ্দীপনায় উন্মত্ত জনসাধারণের বিদ্রোহ হিসেবে গণ্য করায় এই বিভ্রান্তি ঘটেছে।' আমার লেখায় কোথাও আমি ইরানী বিপ্লবকে ধর্মীয় নেতাদের ধর্মীয় উন্মাদনায় উন্মত্ত জনসাধারণের বিদ্রোহ বলে গণ্য করিনি।

(১১) 'শিয়া ধর্মশাস্ত্রে এমন কিছু নেই, যা রাজতন্ত্র বা পুঁজিবাদ বিরোধী',—জনাব আসহাবের এই উক্তি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। শিয়াই শুধু নয়, ইসলামের সাধারণ তত্ত্বে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 'শূরা' সংক্রান্ত মূলনীতি রাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করে। 'শূরা' অর্থাৎ রাষ্ট্রকার্যে পণ্ডিত ও জনসাধারণের পরামর্শ প্রণিধান ও তা খণ্ডনযোগ্য না হলে তা গ্রহণ করবার শর্তের নীতিতে কোনক্রমেই রাজতন্ত্রে যে রাজার মতই চূড়ান্ত, এই নীতির সঙ্গে একোমোডেট করা যায় না।

পুঁজিবাদের সঙ্গে ইসলামের সংঘাত প্রসঙ্গে কিছু কিছু বই আমার চোখে পড়েছে, পাঠক আগ্রহী হলে তা যোগাড় করে পড়তে পারেন (বাংলা-দেশের বাজারে তা পাওয়া যায় কিনা আমার জানা নেই। তবে আমাদের পাঠাগারসমূহকে অনুরোধ করে সম্ভবত বিদেশের বিভিন্ন লাই-ব্রেরী থেকে তা স্বল্প মেয়াদী ঋণে যোগাড় করা সম্ভব)। এখানে শুধু এটা বলাই যথেষ্ট যে, ইসলামিক তত্ত্বে মাত্র চল্লিশ দিনের ভরণ পোষণের অধিক সম্পদ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত করাটাকেহারাম (অননুমোদিত) জ্ঞান করে।

www.pathagar.com

পুঁজি সৃষ্টিরই সুযোগ দেয় না যেই তত্ত্ব, তাতে পুঁজিবাদের কোন স্কোপ আছে বলে আমার মনে হয় না।

(১২) ইসলাম প্রসঙ্গে বেশ ব্যাপক আলোচনার পর জনাব আসহাব বলেছেন, 'আধুনিক ইরানে খোমেনীর ইসলামী বিপ্লবী সরকার কখনই মোল্লা-তন্ত্র হবে না। কথাটা এমন ভঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, মনে হচ্ছে, আমি বলেছি, ইরানে মোল্লাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এই মিথ্যাচারকে খণ্ডন করে এই কথাটি বলবার জন্যই তাঁর এত সব পাণ্ডিত্য-প্রকাশক আলোচনা। অথচ এই কথাটিই ত আমার প্রবন্ধের অন্যতম মূল থিসিস। আমি যে সময় লেখাটি লিখি, সে সময় টাইম-নিউজউইকের প্রভাবে চারদিকে এমন একটা ধারণা লক্ষ্য করি যে, ইরানে শাহের পতন হলে মোল্লাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। এই চিন্তায় যেন অনেকে শাহকে পছন্দ না করলেও শাহের পতনটাও চাইতে পারছিলেন না। তাঁদের মনের এইরূপ অবস্থা দূর করবার জন্যই, ঐ ভুল ধারণাটি ভঞ্জন করতে গিয়েই অনেকটা আমি ঐ লেখা দুটো লিখি।

(১৩) 'ইজতিহাদ' 'অর্থ বৈজ্ঞানিক গবেষণা' নয়, মতৈক্য বা কনশেন্সাস।' আমার বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে জনাব আসহাব এই কথা বলেছেন। কথাটি ঠিক নয়। ইজতিহাদের আভিধানিক অর্থ 'উদ্ভাবন চেষ্টা' বা 'উদ্ভাবন-চিন্তা।' একে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলতে কোন বাধা থাকবার ত কথা নয়। 'ইজ-তিহাদ' নয়, 'ইজমা' হলো ঐক্যমত বা কনশেন্সাস। জনাব আসহাব সম্ভবত ইজতিহাদকে ইজমার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। ইজতিহাদ ও ইজমা দু'টোই ইসলামিক ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তিরূপ।

(১৪) 'ইরানী বিপ্লব কোন এক্সপেরিমেন্ট নয়, যেমন এক্সপেরিমেন্ট ছিল না ফরাসী ও রুশ বিপ্লব', জনাব আসহাবের এই বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত নই। সব বিপ্লবই এক্সপেরিমেন্ট। একটি পরিত্যাজ্য ব্যবস্থাকে পরি-ত্যাগ করে একটি নতুন কিংবা অপরীক্ষিত ব্যবস্থাকে এই আশা নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা যে, তা প্রকৃতই প্রতিষ্ঠিত করা যাবে ও প্রতিষ্ঠিত হলে তা প্রতিষ্ঠাতাদের স্বপ্নের মত হবে—এই-ই হলো বিপ্লব। একটা কিছু আশা করে সে আশা পূরণ হয় কি না তা দেখবার জন্য কিছু একটা করা—এটাই ত এক্সপেরিমেন্ট।

www.pathagar.com

ফরাসী বিপ্লব এক্সপেরিমেন্ট ছিল। তাৎক্ষণিক হিসেবে সে এক্সপেরিমেন্ট ব্যর্থও হয়েছিল। রুশ বিপ্লবও একটি এক্সপেরিমেন্ট, তা সার্থক হয়েছে না ব্যর্থ, এই মতবিরোধ নিয়েই 'সংশোধনবাদ' ইত্যাদি-কেন্দ্রিক কণ্ট্রোভার্সির সূচনা হয়েছে।

(১৫) 'ইরানী বিপ্লব যে জনাব রহমান কথিত ইসলামী বিপ্লব নয়, তার প্রমাণ হচ্ছে অস্থায়ী সরকারের প্রধান হচ্ছেন বাজারগান ও সাঞ্জাবী কোন শিয়া ধর্মীয় নেতা নয়।' জনাব আসহাবের এই বক্তব্যও গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমতঃ ইরানী বিপ্লবকে আমি ইসলামী বিপ্লব বলিনি। 'ইসলামী বিপ্লব' কথাটিকে সবখানটায়ই আমি ইনভার্টেড কমার ভেতর রেখেছি। দুয়েক জায়গায় তা যদি প্রুফের ভুলে বাদ পড়ে যায়, তা দুঃখজনক হলেও তার জন্য তাকে আমার কর্ম বলা চলে না। দ্বিতীয়তঃ শিয়া ধর্মনেতা না হয়ে বাজারগান ও সাঞ্জাবীর সরকারপ্রধান হওয়ার ফলেই ইরানী বিপ্লব ইসলামী বিপ্লব' হয়নি, এটা মানিনে। ইসলামী বিপ্লব যে থিওক্র্যাসী নয়, এ ত আগেই বলেছি। 'ইসলামী বিপ্লব' ধর্মনেতাকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নয়, রাষ্ট্রযন্ত্রের তদারকীতে রাখবার স্কোপ দেয়। ইরানী বিপ্লব ইসলামী বিপ্লব হতেও পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু তা নির্ধারিত হবে বাজারগান ও সাঞ্জাবী রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া-না হওয়া দিয়ে নয়, বিপ্লবের ব্যাপক চরিত্র ও ফলাফল দিয়ে।

জনাব আসহাবুর রহমানের অধিকাংশ মতামতের সঙ্গেই আমি একমত না হতে পারলেও তাঁর চিঠিটির জন্য আমি কৃতজ্ঞ। চিঠিটি আমার লেখার দুর্বলতার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং অনেকগুলো বিষয়েই আমাকে আরো অধিক ক্লারিফিকেশনের সুযোগ দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে আরো কিছু আলোচনার থাকলে পাঠক সাধারণ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

আহমদ আনিসুর রহমান

বিঃ দ্রঃ—কাদিয়ানী ও 'বাহাপন্থী'দের সম্পর্কে জনাব আসহাবের বক্তব্যের সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত নই। তবে এ প্রসঙ্গে এখন আর আলোচনা করা যাচ্ছে না। আ. আ. র

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট - খ

বিপ্লবের উষা ঃ কালপঞ্জী

অক্টোবর ১৯৭৮

৮ ঃ ইরানে সরকারী বিভাগের কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট। সামরিক শক্তির জোরে রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ দমন।

১৭ ঃ 'রক্তক্ষয়ী শুক্রবার হত্যাযজ্ঞের' প্রতিবাদে আহূত দেশব্যাপী শোক দিবসে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে আরো ১৬ ব্যক্তি নিহত।

১৮ ঃ 'শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যাপারে ইরানে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হতে পারে' বলে প্যারিসে নির্বাসিত ইরানী মুসলিম নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনীর হুশিয়ারী।

২২ ঃ ধর্মঘটের ফলে অর্থনৈতিক সেক্টরগুলো পঙ্গু হওয়ার উপক্রম। বিশ্বের সর্ববৃহৎ আবাদান তেল শোধনাগার বন্ধ।

২৩ ঃ ইরানের হামাদান শহরে বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলিবর্ষণে ১৫ জন নিহত। আহত শতাধিক। মিছিলের ওপর কপ্টার থেকে হাত বোমা নিক্ষেপ।

২৪ ঃ শাহের জন্মদিন উপলক্ষে ইরানে দেড় হাজার রাজবন্দীর মুক্তি লাভ। ইরানে বিক্ষোভ, ধর্মঘট ও অগ্নিসংযোগ অব্যাহত। রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভকারী ও পুলিশের মাঝে খণ্ডযুদ্ধ।

৩০ ঃ সমগ্র ইরানে শাহবিরোধী ব্যাপক বিক্ষোভ। শাহবিরোধী সংগ্রামে আয়াতুল্লাহ খোমেনী সাঙ্গাবী মতৈক্য।

নভেম্বর ১৯৭৮

১ ঃ রাজধানী তেহরান সহ ৩০টি প্রাদেশিক শহর ও নগরে দাঙ্গা। জাতীয় এয়ারলাইন 'ইরান এয়ারের' সব সার্ভিস বন্ধ। পেট্রোলিয়াম ধর্মঘট অব্যাহত। ইরানের তেল প্রতিষ্ঠানে সৈন্য মোতায়েন।

২ ঃ সরকারের চরম হুশিয়ারী সত্ত্বেও ইরানে তেল শ্রমিক ধর্মঘট অব্যাহত। শাহ সংকটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শংকিত।

www.pathagar.com

৩ : ইরানে গৃহযুদ্ধের আশংকায় মার্কিন কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাদের স্ত্রী-পরিজনদের দেশে পাঠানো শুরু।

৪ : রাজনৈতিক গোলযোগের মুখে বন্ধ তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় খুললে শত-শত বিক্ষোভকারীর সমাবেশ। বিশাল বিশাল বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত।

৫ : তেহরানে উপর্যুপরি দ্বিতীয় দিনের মত প্রচণ্ড ছাত্র বিক্ষোভ। তেহরানে সরকারী তথ্য দফতরে অগ্নিসংযোগ। বৃটিশ দূতাবাসে হামলা। গুলিতে ৫ জন নিহত। সৈন্যদের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে শিক্ষামন্ত্রী গাজী শরীয়ত পানাহীর পদত্যাগ।

৬ : বিক্ষোভকারী ছাত্র-জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য ট্যাংক থেকে গুলিবর্ষণ। তেহরানের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় বন্ধ ঘোষণা। প্রধানমন্ত্রী জাফর ইমামীর পদত্যাগ। চীফ অফ জেনারেল ষ্টাফ জেনারেল আজহারীর নেতৃত্বে নয়া সরকার গঠন।

৮ : ইরানের নয়া সরকারের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হোবায়দাসহ ৫ জন সাবেক মন্ত্রী ও গোয়েন্দা পুলিশ বাহিনীর প্রাক্তন প্রধানসহ ১২ জন প্রভাবশালী ব্যক্তি গ্রেফতার।

৯ : রাজ পরিবারের সকল সদস্যের ব্যক্তিগত সম্পত্তি তদন্তের জন্যে শাহ কর্তৃক একটি বিশেষ কমিটি গঠন।

১৬ : বিদ্যুত শ্রমিকদের 'ধীরে চল নীতি' অনুসরণ করার জন্য তেহরানের এক বিরাট এলাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন। সরকারী অফিসার, কর্মচারী ও সাংবাদিকদের ধর্মঘট ১৮ দিন পরেও অব্যাহত। শাহ বিরোধীদের প্রতি গান্দাফীর সমর্থন।

১৮ : ইরানের পূর্বাঞ্চলে মাশহাদ শহরে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ দমনের জন্য সেনাবাহিনী গুলি চালালে নিহত ৩ আহত ২।

১৯ : যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানে সামরিক হস্তক্ষেপ না করে তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের হুশিয়ারী।

২০ : সিআইএ ১৫ বছর ধরে শাহ বিরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বলে শাহের অভিযোগ। শাহকে ক্ষমতাসীন রাখা দরকার বলে সৌদী পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ঘোষণা।

www.pathagar.com

২১ঃ ইরানে আরো কয়েকটি শহরে দাঙ্গা। দাঙ্গায় আরো ১৭ জন নিহত।

২২ঃ একটি বাজারে গুলিবর্ষণের পর তেহরানে প্রায় দু'লক্ষ ছোট ব্যবসায়ীর দোকান বন্ধ ঘোষণা। ইরানের পার্লামেন্টে অগ্নিকাণ্ড।

২৩ঃ প্যারিস থেকে ইরানের সামরিক সরকারকে প্রত্যাখ্যানের জন্য ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনীর আহ্বান।

২৫ঃ ইরানের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর শিরাজে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ১৫ ব্যক্তি নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত। ধর্মীয় শহর কোমের জাতীয় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান।

২৬ঃ ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের সঙ্গে সৈন্যদের বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে হরতাল পালিত। প্রায় সব দোকানপাটই বন্ধ ছিলো। মোশেদ শহরে এদিন কয়েক লক্ষ লোকের এক বিক্ষোভ মিছিল।

২৭ঃ হরতালের দিন নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে ২৩ জন নিহত।

২৮ঃ সংঘর্ষের আশংকায় ইরান সরকার কর্তৃক মহরম মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা।

ডিসেম্বর ১৯৭৮

২ঃ তেহরানে সামরিক আইন ও কার্ফু ভঙ্গ করে সরকার বিরোধী প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শনের ফলে ব্যাপক গোলযোগ। নিহত ২১ জন। গ্রেফতার প্রায় ১০০ জন। গোলযোগের কারণ অনুসন্ধানের জন্য তদন্ত কমিশন গঠন। অগ্নিকাণ্ডের ফলে বৃটিশ দূতাবাস ধ্বংস।

৩ঃ তেহরান শহরের বিভিন্ন অংশে বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি বর্ষণে ২৭ জন নিহত।

৪ঃ ইরানের পরিস্থিতি অচিরেই এক মারাত্মক রূপ নিতে যাচ্ছে বলে আশংকা। বিদেশীরা ইরান ত্যাগ করছে।

৮ঃ সরকারী ব্যয়ে ইরান থেকে সামরিক ও বেসামরিক মার্কিন নাগরিকদের পরিবারবর্গকে সরিয়ে আনার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট কার্টারের অনুমতি প্রদান।

৯ঃ মধ্য ইরানে ইস্পাহান শহরের একটি চারতলা ভবনে অগ্নিকাণ্ড। নিহত

www.pathagar.com

চার জন।

১০ : তেহরানে লক্ষ লক্ষ লোকের বিক্ষোভ মিছিল। শাহের রাজধানী ত্যাগের গুজব।

১১ : ইস্পাহান নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল। নিহত ৪৩ ও আহত প্রায় ৬০০ জন। হামাদানের গভর্ণর গুলিবিদ্ধ। খোমেনীর প্রতিকৃতিসহ বিক্ষোভ মিছিলের শ্লোগান ছিল, 'মার্কিন অপরাধীরা ফিরে যাও' 'ইরান আর একটা ভিয়েতনাম হবে'।

১৩ : ইরানে শাহবিরোধী বিক্ষোভ অব্যাহত। শাহের প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট কার্টারের দৃঢ় সমর্থন ঘোষণা।

১৪ : ইরানের শাহ ও ন্যাশনাল ফ্রন্ট নেতা করিম সাঞ্জাবীর মাঝে বৈঠক অনুষ্ঠিত। জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠিত হবে বলে ইরানে জল্পনা-কল্পনা।

১৫ : ইরানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট কার্টারের হুশিয়ারী।

১৯ : ইরানের শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভী বলেছেন, 'আমি সিংহাসন ছাড়তে চাই, আমি ক্লান্ত।'

২০ : ইরানে গৃহযুদ্ধের আশংকা। ওয়াশিংটন ও মস্কোতে অস্বস্তি।

২১ : ইরানের নির্বাসিত মুসলিম নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনীর অভিযোগ, 'সোভিয়েত ইরানের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে।'

২৩ : উত্তর পশ্চিম ইরানে স্কুল ছাত্রদের বিক্ষোভ। দু'জন মার্কিনী তেল কর্মচারী নিহত। ইরানের শিক্ষা দফতর তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দখলে।

২৪ : 'শাহের দেশত্যাগই ইরানের আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ' বলে ন্যাশনাশ ফ্রন্ট নেতা করিম সাঞ্জাবীর অভিমত।

২৫ : ইরানে ধর্মঘটের ফলে তেল শিল্পে অচলাবস্থা ; তেল রফতানী সম্পূর্ণ বন্ধ। ইরানে বৃহত্তম হাঙ্গামা। মার্কিন দূতাবাসের চারদিকে গোলাগুলি।

৩০ : শাহ পরিবারের দেশত্যাগ। কিন্তু শাহ দেশে থাকতে সংকল্পবদ্ধ। ইরানের পরিস্থিতির আরো অবনতির আশংকায় পারস্য উপসাগর অভিমুখে মার্কিন বিমানবাহী জাহাজ।

www.pathagar.com

জানুয়ারী ১৯৭৯

১ঃ ইরানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল গোলাম আজহারীর পদত্যাগ। বিরোধী দলীয় নেতা শাপুর বখতিয়ার নয়া সরকার গঠনে রাজী। ইরানে নয়া সরকার গ্রহণযোগ্য হবে না বলে খোমেনীর ঘোষণা।

২ঃ ইরানে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসী প্রতিষ্ঠিত হবে বলে শাপুর বখতিয়ারের ঘোষণা।

৩ঃ 'শাহের পতনের পরই কেবল যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপার ভেবে দেখা যাবে বলে খোমেনীর উক্তি। শাহের মা ও বোনের গৃহে অগ্নি-সংযোগ।

৪ঃ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শাপুর বখতিয়ারের ক্ষমতা গ্রহণ। সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন বলে শাপুর বখতিয়ারের ঘোষণা।

৬ঃ ক্ষমতা গ্রহণের পর বখতিয়ারের ঘোষণা, 'শাহ নিয়মতান্ত্রিক শাসক থাকবেন।

৭ঃ শাহ বিরোধী ন্যাশনাল ফ্রন্টের ডাকে তেহরানে পূর্ণ হরতাল পালিত।

৮ঃ শাহ দেশত্যাগ করবেন বলে গুজব। জাতীয় শোক দিবস পালনের দ্বিতীয় দিনে রাজধানী তেহরানসহ সমগ্র এলাকায় ব্যাপক বিক্ষোভ পালিত।

১১ঃ প্রধান মন্ত্রী শাপুর কর্তৃক পার্লামেন্টে শাহের নিজস্ব গোয়েন্দা বাহিনী সাভাক ভেঙ্গে দেওয়া ও মার্শাল ল' তুলে নেয়া'র প্রতিশ্রুতি প্রদান ও আস্থা ভোট কামনা।

১২ঃ ইরানে প্রবল বিক্ষোভ অব্যাহত। শিরাজ নগরীতে শাহবিরোধী বিক্ষোভকারী কর্তৃক স্থানীয় মার্কিন কনস্যুলেটে হামলা।

১৩ঃ ইরান ছাড়ার জন্য শাহের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ। সামরিক অভ্যুত্থান রোধের জন্য খোমেনীর আহ্বান। শাহের পক্ষে দেশ শাসনের জন্য সংবিধান অনুযায়ী রিজেন্সী কাউন্সিল গঠিত।

১৬ঃ দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলনের মুখে ইরানের শাহের দেশত্যাগ। নয়া প্রধানমন্ত্রী শাপুরের পার্লামেন্টে আস্থাভোট লাভ।

১৭ঃ দক্ষিণ ইরানের আহবাজ শহরে রাজকীয় বাহিনী ও বিক্ষোভকারী-দের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষে বহু লোক হতাহত। ধর্মীয় নেতা রুহোল্লা

www.pathagar.com

খোমেনী কর্তৃক প্রবাসী অস্থায়ী সরকার গঠন।

১৮ : নয়া প্রধানমন্ত্রী শাপুর বখতিয়ারকে একটা সুযোগ দানের জন্য খোমেনীর প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট কার্টারের আবেদন।

২১ : শাহ সমর্থক ও শাহবিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষে নাজাদাবাদে ১৫ জন নিহত ও আহত ২০০ জন।

২২ : প্রধানমন্ত্রী শাপুর কর্তৃক খোমেনীর বিশেষ ফ্লাইট অনুমোদন না করায় খোমেনীর দেশে ফেরার পরিকল্পনা বাধাগ্রস্থ। রিজেন্সী কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট তেহরানী কর্তৃক খোমেনীর কাছে পদত্যাগ।

২৩ : বিভিন্ন শহরে খোমেনীপন্থীদের ওপর শাহ সমর্থকদের হামলা। শাহের যুক্তরাষ্ট্র গমন অনিশ্চিত।

২৪ : খোমেনী ইরানে আসবেন বলে সেনাবাহিনী কর্তৃক ইরানের সব বিমান বন্দর অবরোধ। ট্যাংক বাহিনী মোতায়েন। শাহ ও খোমেনী সমর্থকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। নয়া মধ্যপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ।

২৫ : ইরানের জন্য মার্কিন জ্বালানী। খোমেনীর তেহরান যাত্রা রোববার পর্যন্ত স্থগিত। শাপুর বখতিয়ারের সমর্থনে লক্ষ মানুষের মিছিল।

২৬ : মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হ্যারোল্ড ব্রাউনের হুশিয়ারী, 'ইরানে সম্ভাব্য সোভিয়েত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রও পাল্টা ব্যবস্থা নেবে।' তেহরানে খোমেনী সমর্থক বিক্ষোভকারীদের ওপর সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে কমপক্ষে ৩২ জনের প্রাণহানি।

২৭ : খোমেনীর প্রত্যাবর্তন অনিশ্চিত। খোমেনীর সমর্থনে তেহরানে ১০ লক্ষ লোকের মিছিল। তেহরানে সৈন্যদের ওপর হামলা।

২৮ : প্রধানমন্ত্রী শাপুরের ঘোষণা, 'ইরানে বিপুল পরিমাণ বেআইনী অস্ত্রের চালান প্রবেশ করছে। দেশের সর্বত্র মসজিদ, হাসপাতাল ও বিদ্যালয়ে অস্ত্র মজুদ হচ্ছে।'

২৯ : খোমেনীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শাপুর বখতিয়ারের প্যারিস যাত্রা স্থগিত। খোমেনী অটল।

৩০ : তেহরান বিমান বন্দর উন্মুক্ত। খোমেনীর যাত্রা স্থগিত।

৩১ : আগামীকাল খোমেনীর তেহরান প্রত্যাবর্তনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। পাল্টা

www.pathagar.com

সরকার গঠনের চেষ্টা দমনে শাপুর বখতিয়ার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯

১ঃ দীর্ঘ পনের বছর স্বেচ্ছানির্বাসনের পর লক্ষ লক্ষ জনতার জয়ধ্বনি ও উল্লাসের মধ্যে আয়াতুল্লাহ্ রুহোল্লা খোমেনীর স্বদেশের মাটিতে তেহরানে প্রত্যাবর্তন।

২ঃ 'খোমেনী সমর্থকদের মন্ত্রীত্ব প্রদানে রাজী আছি',—বখতিয়ার। 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট এবং আয়াতুল্লাহ খোমেনীর মধ্যে কোন বিরোধ নেই',—বামপন্থী ফ্রন্ট নেতা সাঞ্জাবী।

৩ঃ তেহরানে জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে খোমেনী, 'বখতিয়ার সরকার পদত্যাগ না করলে জেহাদ শুরু করবো।' জাতীয় ও ইসলামী পরিষদ গঠিত এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণীত। অচিরেই স্থায়ী সরকার গঠনের সংকল্প প্রকাশ।

৪ঃ 'মলোটভ ককটেলের জবাব মলোটভ ককটেল দ্বারাই দেবো; কোনক্রমেই পদত্যাগ করবো না',—বখতিয়ার। ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে শাহের দু'জন সাবেক মন্ত্রী গ্রেফতার।

৫ঃ ইরানে শাসনতান্ত্রিক সংকট। কট্টর শাহবিরোধী ও মানবিক অধিকার আন্দোলনের কর্মী বলে খ্যাত খোমেনীর একজন উপদেষ্টা ডঃ মেহেদী বাজারগানকে (৭৬) খোমেনী কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অর্পন। 'নতি স্বীকার করবো না',—বখতিয়ারের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা।

৬ঃ খোমেনীর অস্থায়ী সরকারের সমর্থনে জনতার বিক্ষোভ। 'খোমেনীর সরকারকে কোনক্রমেই মেনে নেয়া যায় না',—পার্লামেন্টে বখতিয়ার।

৭ঃ রাজধানী তেহরান এবং ইস্পাহানসহ ইরানের বিভিন্ন শহরে শাপুর বখতিয়ারের পদত্যাগ দাবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষের শোভাযাত্রা। বিভিন্ন মহলে জল্পনা-কল্পনাঃ ইরানের বর্তমান অচলাবস্থায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা কি হবে?

৯ঃ আয়াতুল্লাহ খোমেনী ঘোষিত অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী মেহেদী বাজারগান কর্তৃক তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে লক্ষাধিক সমর্থক সমাবেশে '(১)

www.pathagar.com

বখতিয়ার সরকারের নিকট থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর, (২) রাজতন্ত্রের অবসান ও প্রজাতন্ত্র গঠন প্রশ্নে গণভোটের আয়োজন, (৩) গণপরিষদ নির্বাচন, (৪) নয়া সংবিধান রচনা, (৫) অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও (৬) ইসলামী সরকার গঠন' সম্বলিত ৬ দফা কর্মসূচী ঘোষণা। '৬ মাসের মধ্যেই জনগণের চোখ খুলে যাবে। জনগণ বুঝবে, খোমেনী কতটা অজ্ঞ ও ধ্বংসাত্মক', —শাপুর বখতিয়ার।

১১ : রাস্তায় রাস্তায় খণ্ডযুদ্ধ। তেহরানে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর সমর্থকগণ কর্তৃক বেতারকেন্দ্র, শাহের দুইটি প্রাসাদ, পার্লামেন্ট ভবন, প্রধান সচিবালয় সহ তেহরানের অধিকাংশ এলাকা দখল। শাপুরের বাসভবনের উপর সশস্ত্র জনতা ও পক্ষত্যাগী সৈন্যদের হামলা। শাপুরের আত্মহত্যা? পদত্যাগ? পরস্পর বিরোধী ঘোষণা, প্রতিঘোষণা ও গুজব। 'বিপ্লব বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত',—খোমেনী।

১২ : খোমেনী নিযুক্ত ইরানের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী মেহেদী বাজারগানের আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় ভবনে প্রবেশ এবং সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ। সেনাবাহিনীর উপর হামলা বন্ধ ও অস্ত্র জমাদানের নির্দেশ। পাকিস্তান, লিবিয়া, ভারত ও পি এল ও'র নয়া সরকারকে স্বীকৃতি। তেহরানে শাহের প্রাসাদ খোমেনী সমর্থকদের দখলে আসার পর শাহের ব্যক্তিগত রক্ষী বাহিনীর জনতার নিকট আত্মসমর্পণ। সশস্ত্র বাহিনীর সকল অংশ কর্তৃক বিপ্লবকে স্বীকার করে নিয়ে নয়া সরকারের ছত্রছায়া কামনা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com